মন এক আয়না

লিঙ্গ সমতার পুস্তিকা

ছেলে মেয়েদের পরিচয়ের
সাথে যুক্ত সামাজিক
রীতিনীতি বোঝার
জন্য সহায়িকা পুস্তিকা

প্রকাশক : স্বয়ম (কলকাতা),
সহযোগিতায় সেন্টার ফর হেল্‌থ অ্যাণ্ড সোশ্যাল জাস্টিস
মূল হিন্দি রচনা : সেন্টার ফর হেল্‌থ অ্যাণ্ড সোশ্যাল জাস্টিস
হিন্দি থেকে বাংলায় অনুবাদ : অঞ্চিতা ঘটক
সহযোগিতায় : কাকলী ভট্টাচার্য্য, সুকন্যা গুপ্ত
ও সীমা শ্রীনিবাস
প্রচ্ছদ অলংকরণ ও লেআউট : তৃণা সেন
মুদ্রণ : লরেন্স অ্যাণ্ড কোং (প্রিন্টার্স),
কলকাতা–700069
প্রকাশিত : 2018

© স্বয়ম (বাংলা অনুবাদ) 2018
কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বিতরণের জন্য

স্বয়ম
নারী নির্যাতন সমাপ্তির লক্ষ্যে

CENTRE FOR HEALTH AND SOCIAL JUSTICE

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	i
‘এক সাথে’ দেশ জুড়ে অভিযান	ii
সমতার সাথী কে ?	iv
এই বইতে কি আছে?	v
সমতার সাথীদের অভিনন্দন	vi
১. সামাজিক লিঙ্গ (জেন্ডার)	**1**
1a. জেন্ডার সম্পর্কে ধারণা	6
1b. কাজের ভার	10
1c. লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন	17
2. সমান আর সাম্য	**24**
2a. সুবিধা এবং বাধা	30
2b. সম্পদ ব্যবহার করা আর নিয়ন্ত্রণ করা	36
2c. সমান সুযোগ আর অংশগ্রহণ	42
3. লিঙ্গভিত্তিক হিংসা আর বৈষম্য	**49**
3a. গার্হস্থ্য হিংসা	58
3b. পারিবারিক নির্যাতন থেকে নারীদের সুরক্ষা আইন, ২০০৫	61
3c. যৌন হেনস্থা	63
3d. ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করা	66
3e. অভদ্র ভাষা এবং নারীদের প্রতি অবজ্ঞা	68
3f. যৌন হেনস্থা ও হিংসার বিরোধিতা	70

4. পৌরুষ **73**

4a. পৌরুষের সামাজিকীকরণ 75

4b. পৌরুষের ধারণা এবং নারী আর পুরুষের উপর তার প্রভাব 78

4c. সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও পৌরুষ 81

5. যৌনতা, যৌন পরিচয় ও লিঙ্গ পরিচয় **83**

5a. নারী পুরুষের শরীর সম্পর্কে সচেতনতা 86

5b. যৌনতা ও যৌন পরিচয়ের অধিকার 88

5c. কম বয়সে বিয়ে আর নিজের জীবনসঙ্গী বাছার অধিকার 92

5d. যৌন অধিকার ও তার সম্বন্ধে কিছু ভুল ধারণা 95

সমতার সাথীদের সংকল্প **98**

মুখবন্ধ

‘মন এক আয়না’ বইটি সমতার সাথীদের জন্য লেখা হয়েছে। এই বইটি পড়ে এবং বিভিন্ন অভ্যাসগুলিতে হাত পাকিয়ে সমতার সাথীরা জেন্ডার অথবা লিঙ্গ ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিজেদের জ্ঞান ও উপলব্ধি বাড়াতে পারবেন। তারপর তাঁরা এমন একটা সমাজ গড়তে চেষ্টা করবেন, যেখানে লিঙ্গ বৈষম্য ও লিঙ্গ অসাম্যের বদলে সমতার বিভিন্ন মাপকাঠি প্রতিষ্ঠিত হয়।

‘এক সাথে’ অভিযান সেই সব ব্যক্তিদের ধন্যবাদ জানাচ্ছে, যাঁদের লেখা, ভাবনা, কথা, ছবি বা অন্যান্য সৃষ্টিশীল রচনা ‘মন এক আয়না’ বইটি লেখার কাজটিকে সম্পূর্ণ করেছে। আপনাদের সহযোগিতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। বইটি কিন্তু কোনো বিশেষ জায়গা অথবা এলাকার কথা ভেবে লেখা হয় নি। বইটি লেখার মূল উদ্দেশ্য হল, লিঙ্গব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়গুলির ব্যাপ্তি ও গভীরতা বোঝা।

পাঠকরা যদি মনে করেন ‘মন এক আয়না’ বইটির ভাষা কোথাও খুবই কঠিন, তাহলে আমরা তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইছি। বইটি পড়ার সময় সমতার সাথীদের মনে রাখতে হবে যে বইটি লেখা হয়েছে প্রচলিত লিঙ্গব্যবস্থা ও ধারণা বদলানোর জন্য। এই লিঙ্গবৈষম্য ও অসমতার ব্যবস্থা পাল্টে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় যাতে পুরুষদের সক্রিয় এবং ইতিবাচক ভূমিকা থাকে, মূলত: সেই কথা ভেবে এই বইটি লেখা। লিখনশৈলী এবং বইটির গঠন নিয়ে আপনাদের মতামত জানতে পারলে খুবই উপকৃত হব।

‘এক সাথে’ দেশজুড়ে অভিযান

‘এক সাথে’ অভিযান চাইছে যে সারা দেশে লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠা করার কাজে পুরুষরা সক্রিয় ভূমিকা নিক। লিঙ্গ পরিচয় ও ভূমিকা নিয়ে যে প্রচলিত ধারণা ও রীতি নীতি আছে সেগুলিকে বদলাতে হবে আর সেই কাজে পুরুষরা এগিয়ে আসবেন। 2016 সালে এই অভিযানের কাজ শুরু হয়। মনে হয়েছিল যে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো আমাদের দেশে আর্থিক উন্নতি হচ্ছে কিন্তু লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য ও হিংসার বিরুদ্ধে যথেষ্ট সামাজিক কাজ হচ্ছে না। নারীদের বিরুদ্ধে বর্বরতা ও বিভিন্ন ধরণের হিংসা বেড়েই চলেছে। নারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হিসাবে এখনও দেখা হয় আর তার প্রতিফলন শুধুমাত্র বর্বর হিংসাতেই নয় বরঞ্চ আমাদের দেশে দেখা যায় যে জন্ম থেকেই ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে তফাত করা হয় আর তাদের থেকে সমাজ ও পরিবার বিভিন্ন জিনিস আশা করে। নাবালিকার বিয়ে, সন্তানের লিঙ্গ বেছে নেওয়া, মেয়েদের / নারীদের উপর বাড়ির ভেতরের ও বাইরের কাজের ভার, তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও উপার্জনের স্বল্প সুযোগ– এইগুলি আমাদের সমাজের লিঙ্গ বৈষম্যের কয়েকটি উদাহরণ।

‘এক সাথে’র স্বপ্ন

এই অভিযান মনে করে যে মেয়েদের / নারীদের অবস্থা বদলানোর দায় শুধুমাত্র মেয়েদের / নারীদের উপরেই বর্তানো উচিত নয়। তাঁরা তো রোজই জেনে অথবা না জেনেই লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। আমরা মনে করি, লিঙ্গ সাম্য সমাজে সকলের জন্যই প্রয়োজন এবং এই সাম্য প্রতিষ্ঠা করার দায় পুরুষদেরও নিতে হবে। 2012 সালে, যখন একজন নারী ধর্ষণের ফলে মারা যান তখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় বহু পুরুষ প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিলেন। অনেকের মতে এরপর থেকে পুরুষরা নারী বিরোধী হিংসার প্রতিবাদে অনেক বেশী সক্রিয় হয়েছেন। 2014 সালে দ্বিতীয় Men Engage Global Symposium এর শেষে 95 টি দেশের প্রতিনিধিরা মিলে লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পুরুষদের দায়িত্বের কথা বলে দিল্লী ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রেক্ষিতেই ‘এক সাথে’ অভিযানের কথা ভাবা হয়েছে যাতে ইচ্ছুক পুরুষরা লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠার কাজে নামতে পারে আর অন্য পুরুষদেরও এই কাজে নামার প্রেরণা দিতে পারে।

অভিযানের উদ্দেশ্য : সেইসব ছেলে আর পুরুষদের সঙ্গে কাজ করা, যারা লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহী। এই অভিযান তাদের পরিবার, পাড়া এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে লিঙ্গ বৈষম্যের ভিত্তিতে তৈরী আচার–ব্যবহার, নিয়ম–কানুন বদলাতে সহযোগিতা করবে।

'এক সাথে'–র কার্যনীতি

গত দু'দশক ধরে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় পুরুষদের সঙ্গে লিঙ্গ সাম্যের কাজ করার কয়েকটি প্রচেষ্টা হয়েছে যেমন, Forum to Engage Men (FEM), Men's Action to Stop Violence Against Women (MASVAW), সমঝদার জোড়িদার ইত্যাদি। সেইসব কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'এক সাথে' অভিযানের কার্যনীতি ঠিক হয়েছে।

সকলের কার্যক্রম : অংশগ্রহণকারী সংগঠনরা কয়েকটি কার্যক্রম করবেন যাতে পুরুষদের লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হবে। লিঙ্গবৈষম্যেরও বিশ্লেষণ করা হবে। এর ফলে বোঝা যাবে, কোন পুরুষরা লিঙ্গ সাম্যের জন্য কাজ করতে ইচ্ছুক আর সমতার সাথী হবেন।

প্রশিক্ষণ : ইচ্ছুক ছেলেদের / পুরুষদের সঙ্গে বিভিন্ন কার্যক্রম হবে যেখানে লিঙ্গসাম্য আর পৌরুষ নিয়ে বিশ্লেষণ করা হবে। সহযোগী সংগঠনগুলির মাধ্যমে উৎসাহী পুরুষদের দল গঠন করা হবে যাতে তাঁরা একে অন্যকে উৎসাহ আর শক্তি দিতে পারেন। দলগুলিকেও একসঙ্গে এসে বড় সমষ্টি তৈরী করার জন্য সহযোগিতা করা হবে।

যোগাযোগ : বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে সমতার সাথীদের মধ্যে আদান প্রদান চালু রাখা হবে। এঁদের সমবেত অভিজ্ঞতার ফলেই অভিযানের দ্বিতীয় চরণ শুরু হবে।

কার্যক্ষেত্র :বিভিন্ন গ্রাম আর শহরে কাজ হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহিত করা হবে। রাস্তায়, বাজারে, মাঠে, হলে, বাস স্টপে ইত্যাদি জায়গায় অনুষ্ঠান করা হবে। 'এক সাথে' অভিযানের কাজ করা হচ্ছে উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, হিমাচল প্রদেশ, তামিলনাড়ু ইত্যাদি রাজ্যে। অভিযানটির রাষ্ট্রীয় সচিবালয় দিল্লীর Centre for Health and Social Justice হয়েছে।

সমবেত প্রচেষ্টা : তিনটি নেটওয়ার্ক মিলে এই অভিযানটি শুরু করেছে। Forum to Engage Men(FEM), লিঙ্গ সাম্যের জন্য যে সংগঠনগুলি পুরুষদের সঙ্গে কাজ করে, তাদের নেটওয়ার্ক।

Indian Alliance for Gender Justice (IAGJ), যে সংগঠনগুলি Global Symposium আয়োজন করেছিল তাদের সমষ্টি।

One Billion Rising, এটি নারীদের বিরুদ্ধে হিংসা রোধ করার একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক।

সমতার সাথী কে ?

সমতার সাথীরাই 'এক সাথে' অভিযানটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এঁরা সেই পুরুষ যাঁরা নিজের ও আশেপাশের জীবনে পরিবর্তন আনতে চান। আমরা আশা করছি এই প্রক্রিয়া বলিষ্ঠভাবে চলবে।

সমতার সাথীরা আশেপাশের পুরুষদের লিঙ্গ সাম্যের কাজে নামতে উৎসাহিত করবেন। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সমতার সাথী নিজেকে দিয়ে শুরু করবেন। সমতার সাথীরা, লিঙ্গ ব্যবস্থার যে ধারণা বহুকাল ধরে চলে আসছে, সেগুলিকে বদলানোর কাজ করবেন। নতুন ধারণা ও চেতনাও প্রতিষ্ঠা করবেন। সমতার সাথীরা লিঙ্গ বৈষম্য, সমান আর সাম্য, লিঙ্গভিত্তিক হিংসা, পৌরুষ, যৌনতা ও যৌন অধিকার সম্বন্ধে নিজেদের জানা / বোঝা বাড়াতে পারবেন। এই বইটিতে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই বিষয়গুলি আমাদের সামাজিক জীবনকে বুঝতে সাহায্য করবে। সমতার সাথী স্কুল অথবা কলেজের ছাত্র হতে পারেন, চাষি হতে পারেন অথবা অন্য কোনো পেশায় / কাজে যুক্ত হতে পারেন। এই বইটি পড়লে তিনি লিঙ্গ সাম্য ও তার সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলি জানতে পারবেন। 'মন এক আয়না' বইটি পড়ে সমতার সাথী বুঝতে পারবেন আমাদের সমাজে কিভাবে লিঙ্গ বৈষম্য বিরাজ করে এবং সেগুলিকে চিনতে পারবেন। এও বুঝতে পারবেন যে, লিঙ্গ বৈষম্যমূলক ধারণাগুলি কিভাবে আমাদের মধ্যে গেঁথে গেছে আর কিভাবে অতি সহজেই বাড়িতে, পরিবারে, এদিকে, সেদিকে মেয়েদের / নারীদের প্রতি হিংসা চলতে থাকে। এই বোধটা যত বাড়বে, এই বইটিকে সাথী করে সমতার সাথীরা লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠার কাজ করবেন।

সমতার সাথীরা অনলাইন কোর্স কিভাবে করবেন?

এই বইটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমতার সাথীরা কম্পিউটারে প্রশিক্ষণের জন্য নাম লেখাতে পারেন। যোগাযোগের ঠিকানা :

Ek Saath Secretariat, Centre for Health and Social Justice, Basement Young Women's Hostel No.2, Avenue 21, G Block, Saket, New Delhi 110017,
Phone No : 91-11-26511425, (011) 26535203,
www.eksaathcampaign.net eksaathcampaign@gmail.com

এই বইতে কি আছে

'মন এক আয়না', সাম্যের ধারণা প্রচারের জন্য এই বইটি লেখা হয়েছে। এই বইটি সমতার সাথীদের বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের জানার পরিধি বাড়ানোর জন্য লেখা হয়েছে, যেমন ছেলে মেয়েদের সামাজিক অবস্থা আর ভূমিকা, লিঙ্গ সম্বন্ধে সামাজিক ধারণা, লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য, সমান আর সাম্য, কম বয়সে বিয়ে, পৌরুষ, লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা, যৌন অধিকার ইত্যাদি। এই বইটি নিজেদের জানা আর বোঝার জন্য, আলোচনা আর কর্মশালা পরিচালনা করার জন্য কাজে লাগবে। সমতার সাথীরা এই বইতে অনেক দ্বিধার সমাধান আর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। কি ঠিক বা ভুল তা এই বইটি থেকে জানা যাবে।

সমতার সাথীদের বুঝতে হবে :

আমাদের সমাজে রোজকার কথাবার্তা, আচার ব্যবহার, লিঙ্গ বৈষম্যকে স্বাভাবিক মনে করেই তৈরী হয়েছে। এইগুলি আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে আমরা অনেক সময়ে এই বৈষম্যকে লক্ষ্যই করি না কিন্তু এইগুলি মেয়েদের / নারীদের জীবনকে প্রভাবিত করে। আমাদের প্রচলিত গল্প, প্রবাদ প্রবচন, এই ধরনের বৈষম্যকে বাঁচিয়ে রাখে আর দৃঢ়তর করে। আমরা সকলেই, বিশেষত: মেয়েরা এই কথাগুলিকে খণ্ডাতে পারি না আর ভাবতে থাকি যে হয়তো এইগুলিই ঠিক। সমতার সাথীরা আলোচনা করে দেখবেন যে এগুলি সত্যি কি না। আপনারা বিশ্লেষণ করে দেখবেন এই ধারণাগুলি কিভাবে আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে আর এগুলিকে কিভাবে খণ্ডানো যায়। পুরুষরাও বুঝতে পারবেন, ওঁরা এই কথাগুলিকে সত্যি মনে করেন কি না। সমতার সাথীরা সাবেকি চিন্তাধারা বদলে সাম্যের কথা প্রতিষ্ঠা করার কাজ করতে পারবেন।

নিজেদের দৈনিক কাজে সমতার সাথীরা সামাজিক লিঙ্গ, পৌরুষ, সম্পদের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ, লিঙ্গভিত্তিক বিশ্বাসের প্রতিফলন যেমন–কম বয়সে বিয়ে, মেয়েদের লেখাপড়া করা, মেয়েদের / নারীদের হেনস্থা আর তাদের উপর গার্হস্থ্য হিংসা, পুরুষদের গৃহকর্ম করা ইত্যাদি বিষয়গুলি ভালো করে বুঝতে পারবেন আর নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন পরিবর্তন করার চেষ্টা করবেন আর লিঙ্গ সাম্যের কাজের পথিক হবেন।

সমতার সাথীরা বুঝতে পারবেন যে যৌন অধিকার আর যৌন স্বাস্থ্য নিয়ে বহু ভুল তথ্য ও ধারণা প্রচলিত আছে। নিজের সঙ্গীর সঙ্গে সাম্যের সম্পর্ক তৈরী করবেন। ওরা বুঝতে পারবেন যে পৌরুষ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার ফলে কিভাবে ছেলে এবং প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরাও ক্ষতিকারক এবং ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ করেন। তাই নিজেদের বিশ্বাস এবং ব্যবহার বদলানোর প্রয়োজনীয়তাও ওরা অনুভব করবেন আর এই বিষয়গুলি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনারও পরিবেশ গড়ার কাজ করবেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমতার সাথীরা নিজেদের জীবনে বদল আনার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের কাজেও ব্রতী হবেন।

সমতার সাথীদের অভিনন্দন

জয়ন্ত : সমতার সাথী হতে গেলে কি করতে হয়?
আব্দুল : আমিও তো ভাই ভাবছি।
জয়ন্ত : চল, মিহির কাকুকে জিজ্ঞাসা করা যাক।
আব্দুল : হ্যাঁ, তাই চল।
দীপক : কি রে, তোরা কি ভাবছিস?
আব্দুল : আমি আর জয়ন্ত সমতার সাথী হতে চাই।

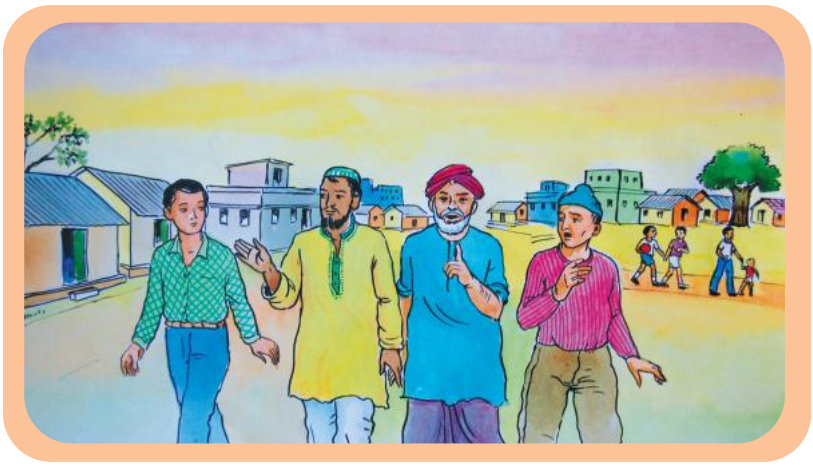

দীপক : বা: ! খুব ভালো কথা! তোদের অভিনন্দন জানাই।
মিহির কাকু, তুমিও?
মিহির : হ্যাঁ দীপক, আমি সমতার সাথী হতে চাই।
দীপক : এ তো দারুণ খবর। মিহির কাকু, তোমাকে বিশেষ অভিনন্দন।

পরের পাতায় গেলে সমতার সাথীরা জানতে পারবেন আপনাদের কি কি অবশ্যই জানতে হবে।

১. সামাজিক লিঙ্গ (জেন্ডার)

সামাজিক ধারণা

দুইটি শরীর আলাদা–তাহলে কথাবার্তা চালচলন সবই কি আলাদা হবে?

নিচের ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে যে বাবা তার ছেলেমেয়েদের বলছেন যে, সমাজে ছেলে আর মেয়েদের জন্য আলাদা নিয়ম নীতি রয়েছে। তোমাদের সেই নিয়ম নীতি মেনে চলতে হবে। তাহলে জানা যাক কি এই নিয়ম নীতি।

সামাজিক লিঙ্গ (জেন্ডার) ০১ অনুশীলনে দেখুন ছেলে আর মেয়েদের জন্য সমাজে কি কি আলাদা নিয়ম কানুন আছে । নীচে ১৫টি প্রশ্ন আছে। এই প্রশ্নগুলিতে সমতার সাথীদের নিজেদের মতামত জানাতে হবে। ক, খ, গ – যে কোনো একটিতে √ চিহ্ন দিতে হবে।

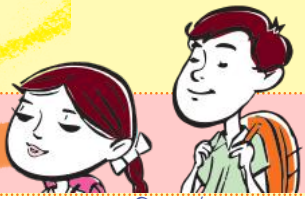

সামাজিক রীতিনীতি	ক) একমত	খ) একমত না	গ) জানি না
1. মেয়েরাও দেরী করে সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির বাইরে ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারে।			
2. মেয়েরা স্বাধীনতার অপব্যবহার করে।			
3. মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু।			
4. মেয়েদের নিজেদের বর পছন্দ করার মত বুদ্ধি আছে।			
5. মেয়েরা কখনওই ছেলেদের সমান সমান হতে পারে না।			
6. মেয়েরা উত্তেজক জামা কাপড় পরে বলেই লোকে তাদের দেখে মন্তব্য, টিটকিরি ইত্যাদি করে।			
7. যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্ত্রীর অবশ্যই স্বামীর কথা মানা উচিত।			
8. বেশিরভাগ সময় শহরের মেয়েদের উপরেই ধর্ষণ হয়।			
9. প্রকৃত পুরুষ তাকেই বলা যায় যে অন্য পুরুষদের ওপরে কর্তৃত্ব করে।			
10.মেয়েদের বেশি লাই দিলে তারা ভুল পথে চলে যায়।			
11.মেয়েরা নিজেদের ভালোমন্দ বুঝতে পারে।			
12.তাদের দেখে টিটকিরি কিংবা মন্তব্য করলে মেয়েরা সেটা উপভোগ করে।			
13.যদি এমন অবস্থা হয় যে স্ত্রী অথবা স্বামী কাউকে চাকরী ছাড়তে হবে তাহলে স্ত্রীরই চাকরী ছাড়া উচিত।			
14. স্ত্রীর স্বামীর সঙ্গে তর্ক করাটা অসভ্যতা।			
15 মেয়েদের কখনওই ছেলেদের সঙ্গে রাত্তিরে ফোনে কথা বলা উচিত নয়।			

এই মন্তব্যগুলি সম্বন্ধে সমতার সাথীরা নিজেদের মতামত (ক, খ, গ) জানিয়েছেন তাই তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।এইবার দেখা যাক লিঙ্গ (জেন্ডার) সম্বন্ধে আমাদের সামাজিক ধ্যানধারণা কিভাবে তৈরী হয়। আসুন এই বিষয়টা গভীরভাবে বোঝার জন্য এবারে আরেকটু পড়া যাক।

আমাদের সমাজে লিঙ্গ পরিচয় ও অবস্থান অর্থাৎ জেন্ডার সম্বন্ধে ধ্যানধারণা কিভাবে কাজ করে

নারীরা যখন নিজেদের পছন্দের কিছু করতে চান, নারীদের ঘরে ও বাইরে যাতায়াত / চলাফেরা করার ক্ষেত্রে, নারীরা যখন কোনো অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলেন, মেয়েরা যখন জোরে কথা বলে, মেয়েরা যখন নিজের ইচ্ছেমতন জামাকাপড় পরে তখন তাদের বলা হয় যে এখন তুমি বড় হয়ে গেছ তাই একটু সামলে চল অথবা তুমি একজন মেয়ে আর তোমার বোঝা উচিত যে তুমি আর ছোট নেই। এই কথাগুলি বারে বারে শুনে মেয়েরা নিজেদের গন্ডি ছোট করতে শুরু করে। কোনো কথা বলার আগে তারা দশবার ভাবে। খালি ভাবতে থাকে আমি একজন মেয়ে। এর ফলে তারা শান্ত, সহনশীল আর বাধ্য নারীতে পরিণত হয়। তাদের সঙ্গে কেউ গুরুতর অন্যায় করলেও তারা চুপ করে থাকে আর সহ্য করে।

ঠিক এইভাবে ছেলেরা বুঝে যায় যে তারা ছেলে। তাদের বলা হয় যে ঘরের বাইরের পৃথিবীটাকে দেখ কারণ তুমি একজন পুরুষমানুষ। তুমি এমন কাজ করবে যাতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পার। ছেলেদের এই ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয় যে ঘরের ভেতর বসে থাকলে তারা হাসির খোরাক হবে, তাদের সকলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে আর এগিয়ে থাকতে হবে ইত্যাদি।

আমরা এইসব সামাজিক কথাবার্তা নিয়ে আলোচনা করছি কারণ সামাজিক মাপকাঠি আর ধ্যানধারণার চাপ নারী–পুরুষ উভয়ের উপরেই পড়ে। তবে এর মধ্যে আমরা বৈষম্য দেখতে পাই। পুরুষদের উপরে চাপ থাকে যাতে তারা এগিয়ে যায়, তাদের মুখোজ্জ্বল হয়, টাকা পয়সা হয় আর তারা ক্ষমতাবান হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু উল্টো অবস্থা তৈরী হয়। মেয়েদের সম্বন্ধে সামাজিক মূল্যবোধ ও ধারণা মেয়েদের দুর্বল, অন্যের মুখাপেক্ষি, অজ্ঞ ও ক্ষমতাহীন বানায়। লিঙ্গের ধারণা এইভাবে নানান ক্ষেত্রে নানাভাবে তৈরী হয়। (২ নং পাঠে সমতার সাথীরা এই বিষয়ে জানবেন।)

নারী–পুরুষের সামাজিক ও জৈবিক পরিচয় কি ?

অনুশীলন 02

এবারের অনুশীলনটি করে সমতার সাথীরা নারী–পুরুষের জৈবিক পরিচয় ও সামাজিক পরিচয়ের মধ্যে তফাতটি আরো ভালো করে বুঝতে পারবেন। তাঁরা আরো বুঝবেন যে তাঁদের আশেপাশে কিভাবে লিঙ্গ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধ্যানধারণা কাজ করে।

নিচে একটি তালিকা দেওয়া আছে। সমতার সাথীরা এই তালিকাটি দেখে বলবেন কোনটি সামাজিক পরিচয় ও কোনটি জৈবিক। উপযুক্ত জায়গায় √ চিহ্ন দিতে হবে।

পরিচয়	ক) সামাজিক	খ) জৈবিক
1. নারীরা বাচ্চাদের দুধ খাওয়াতে পারে ।		
2. নারীরাই বাচ্চা প্রসব করতে পারে।		
3. প্রাকৃতিক নিয়মে ছেলেরাই বংশকে রক্ষা করে।		
4. নারীরা বাচ্চাদের বুকের দুধ খাওয়াতে পারে।		
5. ছেলেদের অন্ডকোষ এবং মেয়েদের জঠর থাকে।		
6. প্রকৃতি মেয়েদের কোমল ও ছেলেদের কঠোর বানায়।		
7. ছেলেদের দাড়ি গোঁফ গজায়।		
8. শুধুমাত্র মা'ই সন্তানদের যথার্থ লালন পালন করতে পারে ।		
9. প্রকৃতিই মেয়েদের লাজুক স্বভাবের বানায়।		
10. প্রকৃতিগতভাবেই নারীরা মমতাময়ী হয়।		

এই অনুশীলনটিতে সমতার সাথীরা নিজেদের মতামত (ক, খ) জানিয়েছেন তাই তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সমতার সাথীরা বুঝুন যে জেন্ডার (সামাজিক লিঙ্গ) আর সেক্স (প্রাকৃতিক লিঙ্গ) কিভাবে আলাদা করে বোঝা যায়।

জেন্ডার ঃ বিভিন্ন সমাজে কোনও কোনও বিশেষ সময় অথবা পরিস্থিতিতে নারী ও পুরুষের নির্দিষ্ট আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মাপকাঠি ও সুযোগ দেখা যায়। জেন্ডার তাকেই বলে যা নারী ও পুরুষ সম্বন্ধে যে নানান সামাজিক মাপকাঠি ও আশা একত্র করে নারী–পুরুষের সংজ্ঞা তৈরী করে। সমাজের তৈরী করা নারী–পুরুষের পরিচয়কেই সামাজিক লিঙ্গ অথবা জেন্ডার বলে।

ছেলে–মেয়ে অথবা নারী–পুরুষের সামাজিক পরিচয় আছে যাকে সামাজিক লিঙ্গ অথবা জেন্ডার বলে। এই পরিচয়টি সমাজ তৈরী করেছে এবং তাকে বদলানো যায়। এই পরিচয়টি আলাদা আলাদা জায়গায় আলাদাভাবে প্রকাশ পায়। দেখা যায় যে সামাজিক লিঙ্গ এমনভাবে তৈরী হয় যে তা মেয়েদের বিরুদ্ধে বৈষম্য করে। এর ফলে মেয়েদের জীবনে অনেক বাধানিষেধ দেখা যায় যেমন কি জামাকাপড় পরবে, বেশি কথা বলবে না। মেয়েদের এমন করে শিক্ষা দেওয়া হয় যে তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে ওঠে না আর তারা অন্যের নিয়ন্ত্রণে থাকতে প্রস্তুত হয়। অন্যদিকে, ছেলেদের সামাজিক লিঙ্গ পরিচয় এমনভাবে গড়ে ওঠে যাতে তারা অনেক সুবিধা পায়। সুবিধার সঙ্গে অনেক ঝুঁকিও আছে যেগুলি বোঝা প্রয়োজন।

সেক্স ঃ প্রাকৃতিক অথবা জৈবিক তফাত অর্থাৎ নারী আর পুরুষের শরীরের গঠন আলাদা। এই তফাতটা নিতান্তই শারীরিক তফাত–এতে কোনো বৈষম্য লুকিয়ে নেই। এই শারীরিক তফাতকে সেক্স বলে। অনেকে এখন মনে করেন শারীরিক তফাত এতটা পরিস্কার নয়। এই নিয়েও বিতর্ক আছে।

আপনারা সামাজিক লিঙ্গ অর্থাৎ জেন্ডার সম্বন্ধে একটি অনুশীলন করেছেন। আপনারা বুঝতে পেরেছেন আপনাদের কোন কোন ধারণা ঠিক অথবা ভুল। এবার দেখুন আপনি সমতার সাথী হিসাবে কোথায় আছেন এবং সেখানে √ দিন।

আমি জেন্ডার বেশ ভালই জানি ☐

আমি জেন্ডার খানিকটা জানি ☐

জেন্ডার সম্বন্ধে আমার অনেক বেশি জানতে আর বুঝতে হবে ☐

আপনি সমতার সাথী মনোনীত হয়েছেন। আপনাকে আবার অভিনন্দন আর স্বাগত জানাচ্ছি। এবার আপনি 'মন এক আয়না' বইটি পড়ুন আর অনুশীলনগুলি করুন। এর ফলে আপনি অনেক কিছু জানতে আর বুঝতে পারবেন।

এর পরের অধ্যায়ের প্রথম অনুশীলনটিতে আপনার নিজের কথা লিখে বুঝতে হবে যে জেন্ডার সম্বন্ধে যে ধারণাগুলি রয়েছে সেই সম্বন্ধে আপনার নিজের কি মতামত।

অনুশীলনগুলির উত্তর

সামাজিক লিঙ্গ (জেন্ডার) অনুশীলন 01

1 ক 2 খ 3 খ 4 ক 5 খ 6 খ 7 খ 8 খ 9 খ 10 খ 11 ক 12 খ 13 খ 14 খ 15 খ

নারী–পুরুষের সামাজিক ও জৈবিক পরিচয় কি? অনুশীলন 02

1 ক 2 খ 3 ক 4 খ 5 খ 6 ক 7 খ 8 ক 9 ক 10 ক

1a. জেন্ডার সম্পর্কে ধারণা

এই অনুশীলনে সমতার সাথীদের বলতে হবে যে নিম্নলিখিত জেন্ডার সম্পর্কিত ধারণাগুলির বিষয়ে তাঁদের মতামত কি। মন্তব্যগুলির পাশের কলমে আপনার মতামত লিখুন।

জেন্ডার সম্পর্কে ধারণা – অনুশীলন 0।

আপনি সমতার সাথী। বাড়িতে, পরিবারের মধ্যে এবং আশপাশের প্রতিবেশীদের মধ্যে আপনি এই ধরনের মন্তব্য নিশ্চয়ই অনেকবার শুনেছেন। এই ধারণাগুলির বিষয়ে আপনি কি কি বলতে অথবা লিখতে চান।

সামাজিক ধারণা	আপনার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য
পুত্রসন্তান বংশের বাতি।	
ছেলেরা কঠোর হয় আর মেয়েরা হয় কোমল।	
যাই বল না কেন, মেয়েরা কখনই ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না।	
ছেলেই তো বংশকে বাঁচিয়ে রাখে, মেয়ে তো পরের বাড়ি চলে যাবে।	
মেয়েরা হাসি মুখে থাকবে নিশ্চয় তবে মেয়েদের জোরে জোরে হাসা উচিত না।	
মেয়েদের বাড়ির বাইরে যাওয়া উচিত নয় কারণ দিনকাল ভালো না।	
মেয়ে যতই শিক্ষিত হোক না কেন তার সমস্ত ঘরদোরের কাজ অবশ্যই জানা উচিত।	
দশজনের সামনে যে ছেলে মুখ খুলতে পারে না সে পুরুষ নয়।	
যে মেয়ে দশজনের সামনে বেশি কথা বলে তার মধ্যে মেয়েদের যথাযথ গুণ নেই।	
কম কথা বলা, শান্ত স্বভাব– এই তো মেয়েদের অলঙ্কার।	
ছেলে তো তেজে টগবগ করবে।	
পতিব্রতা নারীই তো ভালো নারী।	
প্রকৃত পুরুষ তার স্ত্রীকে নিজের অধীনে রাখে।	

সমতার সাথীরা উপরের অনুশীলনটি করেছেন তো? আপনাদের ধন্যবাদ জানালাম। এবারে জানা যাক, সামাজিক লিঙ্গ নির্মাণের মধ্যে কত বৈষম্য নিহিত আছে।

সমতার সাথীরা যখন সামাজিক লিঙ্গ নির্মাণ নিয়ে লেখাপড়া করছেন তখন খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে মেয়েরা ঘরে এবং বাইরে বৈষম্যের শিকার হন। এই বৈষম্য অথবা ভেদাভেদ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়, যেমন ঃ

ঘরের ভেতর ভেদাভেদ

- বাড়ির কাজে বৈষম্য
- বাইরে বেরোনো নিয়ে নিষেধাজ্ঞা
- জামাকাপড় সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা
- কথাবার্তায় নিষেধাজ্ঞা
- নিয়মনীতিতে ভেদাভেদ

ঘরের বাইরে ভেদাভেদ

- কয়েকটি জায়গায় যাওয়া বারণ
- লেখাপড়া শেষ করতে না পারা
- জামাকাপড় সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা
- কথাবার্তায় নিষেধাজ্ঞা
- নিয়মনীতিতে ভেদাভেদ
- জীবিকা অর্জনে ভেদাভেদ

সমতার সাথীদের বুঝতে হবে যে আমাদের সমাজে মেয়ে ও নারীদের বিভিন্ন ধরনের ভেদাভেদের মোকাবিলা করতে হয়।

এবার এই ছবিগুলি (ছবি ক আর ছবি খ) দেখুন এবং সেই সম্বন্ধে আপনাদের মতামত দিন।

1.ছবি ক দেখুন– এখানে কি কাউকে সাহায্যকারীর ভূমিকায় দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ ☐ না ☐

2.কাউকে সাহায্য করতে দেখলে বাড়ি ও পাড়ায় কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় ? ----------

---

ছবি ক

ছবি খ

1.ছবি ক দেখুন– এখানে কি কাউকে সাহায্যকারীর ভূমিকায় দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ ☐ না ☐

2.ছবি খ দেখুন – এরা কি ভেবে সাহায্য করেছে? ----------

ছবি ক

ছবি খ

জেন্ডার সম্পর্কে ধারণা বদলায়

সমতার সাথীদের বুঝতে হবে যে আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মাপকাঠি ও সুযোগ অনুযায়ী নারী ও পুরুষের সংজ্ঞা বদলে যায়। দেখা যায় যে উত্তর ভারতের অনেক প্রদেশে বিবাহিতা নারীরা লম্বা ঘোমটা পরেন। ভারতের সব প্রদেশেই যে একই চিত্র তা কিন্তু নয়। ভারতের অনেক জায়গায় বিভিন্ন জাতি / বর্ণের মধ্যে সামাজিক নিয়ম আলাদাভাবে প্রকাশ পায়। যেমন– উত্তর ভারতের কিছু কিছু জায়গায় দলিত সম্প্রদায়ের বিধবা নারীরা সংসারের ভরণপোষণের জন্য অন্যের ক্ষেতে দিনমজুরী করেন। সেই একই গ্রামে যদি কোনো নিরক্ষর, ব্রাহ্মণ বিধবা, সংসার চালানোর জন্য অন্যের ক্ষেতে দিনমজুরী করতে চান তিনি হয়তো তা করতে পারবেন না কারণ তাঁকে বাড়ি থেকে বেরোতেই দেওয়া হবে না। এই ধরনের অনেক রীতি নীতি আবার কালক্রমে পাল্টে যায়। সমাজ কখনও বাইরের জগতের কোনো অদল বদলের ফলে পাল্টায় আবার কখনও একদল মানুষ নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জাপানে নারীরা কারখানায় অথবা অফিসে কাজ করতেন না। পুরুষরা যখন সবাই যুদ্ধে চলে গেলেন তখন নারীদের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ করা হল। বিশ্বযুদ্ধের পরে সমাজ বদলে গেল– অনেক নারীরাই কর্মক্ষেত্রে রয়ে গেলেন। আজকের জাপানের ৯০ শতাংশ নারীরা কারখানা, অফিস ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত।

পরের অধ্যায়ে সমতার সাথীরা কাজের বোঝা বলতে কি বুঝি তা জানবেন।

1b. কাজের ভার

সামাজিক ধারণা *পুরুষরা কাজ করে আর মেয়েরা বাড়িতে বসে থাকে।*

কাজের ভার অনুশীলন 01 ঃ দীনুবাবুর কাহিনী

দীনুবাবু আর ওনার স্ত্রী রমার ২০ বছর হল বিয়ে হয়েছে। ওনাদের তিনজন স্কুলপড়ুয়া ছেলেমেয়ে। দীনুবাবু নিজেকে একজন সামাজিক কেউকেটা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চান। ভালো ব্যবসা করার জন্য উনি পাঁচটা ছাগল, একটা মোষ এবং এক জোড়া বলদ রেখেছেন। দীনুবাবুর খানিকটা চাষের জমিও আছে। জমি থেকেও ওনাদের কিছু রোজগার হয়। দীনুবাবু ওনার গ্রামের কাছে একটি কারখানায় চাকরীও করেন। কিছুদিন ধরে দীনুবাবু ওনার স্ত্রীকে তার কাজ নিয়ে খুব কথা শোনাচ্ছেন। উনি বলেন, ''তুমি আর কি বুঝবে? তুমি তো সারাদিন বাড়িতে বসে থাক আর আমাকে কত কাজ করতে হয়। আমি ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরি আর তুমি আমাকে দেখেই চেঁচামেচি আরম্ভ কর। একটু আমার দিকটা বোঝো।''

দীনুবাবু প্রায় নিয়মমাফিক রমাকে দিনে একবার বলতে আরম্ভ করলেন যে, যেহেতু রমা বাড়িতে বসে থাকেন, ওনার মাথায় যতসব আজেবাজে চিন্তা ঢোকে। এই ধরনের কথা শুনতে শুনতে রমা ঠিক করলেন যে দীনুকে কাজের অঙ্কটা বোঝাতে হবে। একদিন দীনুবাবুর ছুটি ছিল। দিনের বেলায় ছেলেমেয়েরা যখন স্কুলে ছিল, রমার মনে হল যে উপযুক্ত সময় পাওয়া গেছে।

''বুঝলে, আমি যখন স্কুলে পড়তাম, অঙ্কে সব সময় ফার্স্ট হতাম,'' বললেন রমা।

''তুমি কি অঙ্কে পাশ করতে?'' রমা দীনুবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন।

''কি যে বাচ্চাদের মত কথা বলছ!'' বললেন দীনুবাবু।

''আমার কিন্তু মনে হয় তুমি অঙ্কে খুব কাঁচা ছিলে,'' বললেন রমা।

দীনুবাবু বেশ অপমানিত বোধ করলেন এবং বললেন, ''কি এমন অঙ্ক যা তুমি পার আর আমি পারি না?''

''কেন, তুমি তো রোজই আমাকে বল যে আমি বাড়িতে বসে থাকি আর তুমি কাজ কর,'' বললেন রমা।

''সে তো অবশ্যই। আমিই তো কাজ করি। তুমি আবার কি কাজ কর?'' বললেন দীনুবাবু।

''আমি দুটো ঘড়ি এঁকেছি,'' বললেন রমা। ''এস এই ঘড়িতে আমরা নিজেদের এক দিনের কাজ লিখি।''

''বেশ,'' বললেন দীনুবাবু। ''এবারে অঙ্ক বোঝা যাবে।''

রমা মুচকি হেসে ঘড়িতে নিজের কাজ লিখতে লাগলেন।

আপনাদের কাছে দুটি প্রশ্ন ঃ

নিজের সারাদিনের কাজ লিখতে গিয়ে কি রমাকে বারবার ভাবতে হবে? হ্যাঁ ☐ না ☐

নিজের সারাদিনের কাজ লিখতে গিয়ে কি দীনুবাবুকে বারবার ভাবতে হবে? হ্যাঁ ☐ না ☐

এবার দেখা যাক রমার আর দীনুর একদিনের কাজের হিসেব।

বাড়িতে এক দিনের কাজের তালিকা	সময়	রমা	দীনু
রমা সকালে ওঠেন	5:30		
দীনু সকালে ওঠেন	6:00		
হাত মুখ ধোয়া ও চা করা	5:30-6:00	√	
পালিত পশুদের খাবার দেওয়া	6:00-6:30	√	
দুধ দোয়া	6:30-7:00	√	√
ঘরদোর পরিষ্কার করা	7:00-8:00	√	
খবরের কাগজ পড়া / টি ভি দেখা	7:00-8:00		√
ব্যায়াম করা / হাঁটতে যাওয়া	8:00-8:30		√
সকালের জলখাবার তৈরী করা	8:00-8:30	√	
সকলকে জলখাবার দেওয়া	8:30-9:00	√	
বাচ্চাদের স্কুলের জন্য তৈরী করা	9:00-9:15	√	
যারা বেরোবে তাদের টিফিন তৈরী করা	9:15-9:30	√	√
বাড়ির বাইরে নিজের কাজের জন্য বেরোনো	9:30-10:00		√
বাসন মাজা	9:30-10:00	√	
পালিত পশুদের জল দেওয়া, স্নান করানো	10:00-10:30	√	
গোবর কোড়ানো	10:30-11:00	√	
কাপড় কাচা	11:00-12:00	√	
পশুদের খাবার সংগ্রহ করা	12:00-1:00	√	
দুপুরের রান্না করা	1:00-1:30	√	
সকলকে দুপুরের খাবার দেওয়া	1:30-2:00	√	
বাসন মাজা	2:00-2:30	√	
টি ভি দেখা	2:30-3:00	√	

বাড়িতে এক দিনের কাজের তালিকা	সময়	রমা	দীনু
পাড়াপড়শিদের সঙ্গে গল্পগুজব করা বা তাদের কোনও কাজে সাহায্য করা	3:00-3:30	√	
পালিত পশুদের খাবার আর জল দেওয়া	3:30-4:00	√	
ক্ষেতে কাজ করে যে পশুগুলি তাদের খাবার দেওয়া	4:00-5:00	√	
বাড়ি ফিরে বিশ্রাম নেওয়া	5:00-5:30		√
বিকালের চা–জলখাবার তৈরী করা আর সকলকে দেওয়া	5:00-5:30	√	
বিকালে দুধ দোয়া	5:30-6:00	√	√
রাতের তরকারি কোটা	6:00-6:15	√	
টি ভি দেখা খবর শোনা	6:15-7:00		√
পাড়াপড়শিদের সঙ্গে গল্পগুজব করা	7:00-7:30		√
রাতের রান্না করা	7:30-8:00	√	
সকলকে রাতের খাবার দেওয়া	8:00-8:30	√	
রাতের বাসন মাজা	8:30-9:00	√	
রান্নাঘর পরিষ্কার করা	9:00-9:15	√	
টি ভি দেখা	9:15-9:45	√	√
বিছানা করা	9:45-10:00	√	
দীনু শুতে যান	10:00		
রমা শুতে যান	11:00		

সারা দিনে আরাম আর কাজের সময় – সাকুল্যে 24 ঘণ্টা

রমা সারা দিনে বাড়ির কাজ করেন – 14 ঘণ্টা

সারা দিনে রমা বিশ্রাম পান – 7 ঘণ্টা

রমা একান্ত ব্যক্তিগত কাজ করার সময় পান – 3 ঘণ্টা

দীনুবাবু একদিনে কাজ করেন – 8 ঘণ্টা

সারা দিনে দীনুবাবু বিশ্রাম পান – 10.5 ঘণ্টা

দীনুবাবু একান্ত ব্যক্তিগত কাজ করার সময় পান – 5.5 ঘণ্টা

পরের ভাগের অনুশীলন 02 তে সমতার সাথীরা ভাববেন যে পুরুষরা বাড়ির ভেতরের কাজগুলি কেন করেন না আর যখন করেন তখন সমাজ তাদের কি বলে। চলুন যাওয়া যাক।

কাজের বোঝা অনুশীলন 02

নীচের তালিকাটিতে সাথীরা লিখুন নিজেদের বাড়িতে কখন তারা এই কাজগুলি করেন ।

বাড়িতে এক দিনের কাজের তালিকা	আমি	বোন	স্ত্রী	মা	অন্যরা
	সময়	সময়	সময়	সময়	সময়
সকালে ওঠা					
হাত মুখ ধোয়া ও চা করা					
পালিত পশুদের খাবার দেওয়া					
দুধ দোয়া					
ঘরদোর পরিষ্কার করা					
খবরের কাগজ পড়া টি ভি দেখা					
ব্যায়াম করা / হাঁটতে যাওয়া					
সকালের জলখাবার তৈরী করা					
সকলকে জলখাবার দেওয়া					
বাচ্চাদের স্কুলের জন্য তৈরী করা					
যারা বেরোবে তাদের টিফিন তৈরী করা					
বাড়ির বাইরে নিজের কাজের জন্য বেরোনো					
বাসন মাজা					
পালিত পশুদের জল দেওয়া, স্নান করানো					
গোবর কোড়ানো					
কাপড় কাচা					
পশুদের খাবার সংগ্রহ করা					
দুপুরের রান্না করা					

বাড়িতে এক দিনের কাজের তালিকা	আমি	বোন	স্ত্রী	মা	অন্যরা
	সময়	সময়	সময়	সময়	সময়
সকলকে দুপুরের খাবার দেওয়া					
বাসন মাজা					
টি ভি দেখা					
পাড়াপড়শিদের সঙ্গে গল্পগুজব করা বা তাদের কোনও কাজে সাহায্য করা					
পালিত পশুদের খাবার আর জল দেওয়া					
ক্ষেতে কাজ করে যে পশুগুলি তাদের খাবার দেওয়া					
বাড়ি ফিরে বিশ্রাম নেওয়া					
বিকালের চা–জলখাবার তৈরী করা আর সকলকে দেওয়া					
বিকালের দুধ দোয়া					
রাতের তরকারি কোটা					
টি ভি দেখা খবর শোনা					
পাড়াপড়শিদের সঙ্গে গল্পগুজব করা					
রাতের রান্না করা					
সকলকে রাতের খাবার দেওয়া					
রাতের বাসন মাজা					
রান্নাঘর পরিষ্কার করা					
টি ভি দেখা					
বিছানা করা					
আর অন্য কোনো কাজ –যা আপনি লিখতে চান					

1. সমতার সাথীরা বলুন আপনারা আপনাদের বাড়িতে একদিনে কত ঘণ্টা কাজ করেছেন। একদিনে মোট কত ঘণ্টা? --------

2. সারাদিনে আপনি কত ঘন্টা বিশ্রাম পেলেন? ---------

3. আপনার নিজের কাজের জন্য আপনি কতটা সময় পেলেন? ----------

4. আপনি কি বলতে পারবেন যে আপনার বাড়িতে কাজের ভার বেশি কার উপর?

   নারী ☐ পুরুষ ☐

বেশিরভাগ বাড়িতেই দেখা যায় যে কাজের ভার নারীদেরই বেশি কিন্তু বলা হয় নারীরা তো বাড়িতে বসে থাকেন। নারীদের সারাদিনের কাজ দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে ওঁদের উপর অত্যন্ত বেশী কাজের ভার রয়েছে। অতএব লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা বদলাতে হলে, ঘরের মধ্যে নারীরা যে কাজগুলি করেন, সমতার সাথীদের সেই কাজগুলিতে অংশ নিতে হবে যাতে নারীরা খানিকটা অবসর পান। সমতার সাথীদের এই বদলটা নিজেদের বাড়ি থেকেই শুরু করতে হবে। লিঙ্গ সাম্যের জন্য এই বদলটা খুবই প্রয়োজন। পুরুষদের নিজেদের কাজকর্মের ভূমিকা বদলাতে হবে।

সমতার সাথীরা অনুশীলন 03 এ দেখা যাক পুরুষরা কেন বাড়ির ভেতরে কাজ করেন না আর যে পুরুষরা কিছু সাহায্য করেন, সমাজ তাদের কি বলে।

কাজের ভার অনুশীলন 03

আপনারা ভেবে চিন্তে লিখুন। সঙ্গে দেওয়া ছবিটি দেখুন এবং লিখুন যে আমাদের সমাজে বাড়ির কাজ কি নারী পুরুষ সকলে মিলে ভাগ করে করেন?

আমাদের আশেপাশে কি পুরুষরা বাড়ির কাজ করেন?

হ্যাঁ কেন করেন?----------

না কেন করেন না?----------

কাজের ভার কথাটির মানে কি?

নারীদের করা বাড়ির কাজগুলো আমাদের প্রায় চোখেই পড়ে না। পুরুষরা বাড়ির বাইরে কাজ করেন এবং সেই কাজগুলোকে তাঁরা কাজ বলে ধরেন কারণ সেই কাজের জন্য তাঁরা পয়সা পান। এদিকে নারীরা বাড়ির ভিতরে ও বাইরে সারাদিন অনেক কাজ করেন– কখনও বাচ্চাদের দেখাশোনা, কখনও পশুপালন, কখনও চাষবাস সংক্রান্ত কাজ, আবার ঘরদোর পরিষ্কার, বাড়ির লোকেদের জন্য রান্না ইত্যাদি। অধিকাংশ নারীই সারাদিন ধরে দম দেওয়া পুতুলের মতন এদিক সেদিক করতে থাকেন। আমরা নিজেদের বাড়ির দিকে তাকালেই দেখব যে নারীরাই সকালে সবার আগে ওঠেন এবং রাতে সবার শেষে ঘুমোতে যান। সারদিনে তাঁরা ৬ থেকে ৮ ঘণ্টার বেশি বিশ্রাম পাননা। নারীদের উপর কাজের বোঝা এতটাই যে ওঁদের শরীর দুর্বল হয়ে যায়। ওনারা উন্নতি করার, নতুন কিছু করার বা শেখার কোনো সুযোগ পাননা। এই কারণেই নারীরা সারা জীবন পরাধীন থাকেন। তাই নারীদের কাজের ভার হাল্কা করার জন্য পুরুষদের এগিয়ে আসতে হবে। এর ফলে নারীরা ক্রমশঃ আত্মনির্ভর হতে পারবেন।

আপনারা সমতার সাথী। লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই রকম পরিকল্পনা করুন।

নারীদের কাজের চাপ কমাতে হলে আপনি বাড়ির কোন কোন কাজগুলো কতটা করতে পারেন? পাশে লিখুন।----------
---

আপনারা অর্থাৎ সমতার সাথীরা যখন বাড়ির ভেতরের বিভিন্ন কাজ করা শুরু করলেন তখন কি কি ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হলেন? লোকজনের কি কি মন্তব্য শুনলেন? নীচে লিখুন।

এবার আপনারা পরের অধ্যায়ের অনুশীলনের মাধ্যমে বুঝতে পারবেন যে আমাদের সমাজে কিভাবে নারী আর পুরুষদের জন্য কাজ ভাগ হয় আর এই বিভাজনের কি ধরনের সামাজিক প্রভাব পড়ে।

1c. লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন

সামাজিক ধারণা

নারী পুরুষদের আলাদা আলাদা কাজের ভাগ হয়েছে কারণ পুরুষরা বেশি জানে আর বেশি পরিশ্রমী হতে পারে। পুরুষদের কাজগুলি তাই কঠিন আর ঝুঁকিপূর্ণ।

লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন অনুশীলন 01

এবার অনুশীলন 01 এ আমরা দেখব যে আদতে আমাদের সমাজে কাজগুলি কিভাবে লিঙ্গের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়। দেখা যাক কোন কাজগুলি নারীদের আর কোনগুলি পুরুষদের। মনে রাখতে হবে যে এই কথাগুলি আমাদের শেখানো হয়। আপনারা অর্থাৎ সমতার সাথীরা ছবিগুলি দেখুন আর বলুন কি কাজ করা হচ্ছে আর কে কাজ করছে।

1. কি কাজ করা হচ্ছে লিখতে হবে আর কে কাজ করছে তার পাশে √ চিহ্ন দিতে হবে।

ক) কি কাজ হচ্ছে? ----------

খ) নারী ☐

গ) পুরুষ ☐

ক) কি কাজ হচ্ছে? ----------

খ) নারী ☐

গ) পুরুষ ☐

ক) কি কাজ হচ্ছে? ----------

খ) নারী ☐

গ) পুরুষ ☐

ক) কি কাজ হচ্ছে? ----------

খ) নারী ☐

গ) পুরুষ ☐

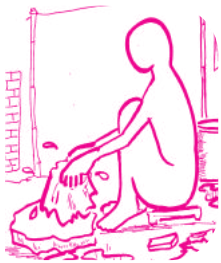

ক) কি কাজ হচ্ছে? ----------

খ) নারী ☐

গ) পুরুষ ☐

ক) কি কাজ হচ্ছে? ----------

খ) নারী ☐

গ) পুরুষ ☐

ক) কি কাজ হচ্ছে? ----------

খ) নারী ☐

গ) পুরুষ ☐

ক) কি কাজ হচ্ছে? ----------

খ) নারী ☐

গ) পুরুষ ☐

ক) কি কাজ হচ্ছে? ----------

খ) নারী ☐

গ) পুরুষ ☐

ক) কি কাজ হচ্ছে? ----------

খ) নারী ☐

গ) পুরুষ ☐

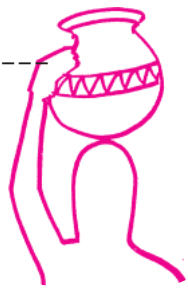

আপনারা অর্থাৎ সমতার সাথীরা ছবিগুলি দেখেছেন আর তারপরে বলেছেন কি কাজ করা হচ্ছে আর কে কাজ করছেন। আপনারা আপনাদের কথাগুলি লিখেছেন।

এইবার আরো কয়েকটি প্রশ্ন করা হচ্ছে। দয়া করে আপনাদের মতামতগুলি লিখুন।

1.ছবিগুলি দেখে আপনি কিভাবে ঠিক করলেন কোন কাজটি একজন নারী করছেন আর কোন কাজটি করছেন একজন পুরুষ? ছোট করে উত্তর দিন।

---

2. বলুন তো, যে ছবিগুলি দেখলেন তার মধ্যে কোন কোন কাজগুলি নারী পুরুষ উভয়েই করতে পারেন ? ছোট করে উত্তর দিন।

লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন কি?

সমাজে বিভিন্ন কাজগুলির এমনভাবে লিঙ্গভিত্তিক ভাগ অথবা বিভাজন হয়েছে যে নারীদের অধিকাংশ কাজ হল অন্যের সেবা করা, বাচ্চাদের লালন পালন করা আর এইসব কাজ, যেগুলিকে পুনরুৎপাদনের কাজ বলা হয়। আর সেই সমাজেই পুরুষরা এমন সব কাজ করেন যার ফলে সামাজিক পরিচয় তৈরী হয়, বাড়ির বাইরে কাজ হয় এবং তাতে টাকা পয়সার লেনদেন হয়। এইসব কাজে পুরুষরা তাঁদের জানার পরিধি বাড়াতে পারেন এবং তাঁদের দক্ষতাও বাড়ে। লিঙ্গভিত্তিক কাজের ভাগে এইরকমও মনে করা হয়ে থাকে যে নারীরা কঠিন কাজ করতে পারেন না। তাঁদের কাজগুলি হাল্কা। নারীদের দুর্বল ভাবা হয়। দেখুন এই কাজগুলি নিয়ে ধারণা কি।

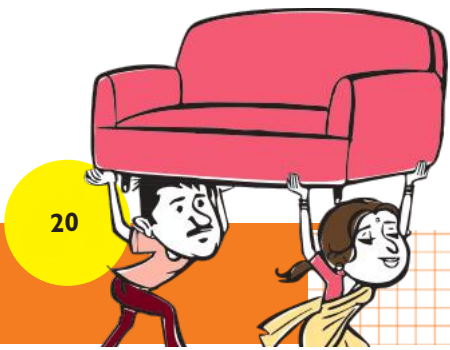

ছেলে / পুরুষ	মেয়ে / নারী
ঘরে রঙ করা বা পালিশ করা, বাড়িতে টিভি,ফ্রিজ ইত্যাদি কেনা, ছাতের জালি, নালা ইত্যাদি পরিষ্কার করা	ঘর ঝাঁট দেওয়া–মোছা / নিকানো, বাড়িতে টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি পরিষ্কার করা
পা ছড়িয়ে সোফায় অথবা চেয়ারে বসা	গুটিসুটি হয়ে সোফায় অথবা চেয়ারে বসা
ঠেলায় সব্জি বিক্রি করা (দাঁড়িয়ে)	বসে সব্জি বিক্রি করা
দাঁড়িয়ে রান্না করা	মেঝেতে বসে রান্না করা
ঢোল বাজানো	নাচা
দেওয়ালে লাগানো আয়নায় চুল আঁচড়ানো	হাঁটুতে আয়না চেপে চুল আঁচড়ানো
কাঁধে করে অথবা হাতে ঝুলিয়ে বালতি নেওয়া	কাঁখে করে কলসিতে জল আনা
বন্দুক দিয়ে খেলা	পুতুল খেলা
কম্পিউটার / ল্যাপটপ পরিষ্কার করা	বাসন মাজা
কাঁধে বসিয়ে বাচ্চাকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া	বাচ্চাদের চান করানো, জামাকাপড় পরিয়ে দেওয়া
লাঙ্গল অথবা ট্রাক্টর চালানো	ক্ষেতে গোবর দেওয়া, রোপণের কাজ করা
বাজারে শস্য বিক্রি করা	শস্য কাটা আর গুছিয়ে রাখা
সালিশি করা	ঘাস কাটা
সাপ খেলানো	ঘোমটা টেনে দূর থেকে সাপের খেলা দেখা
অফিসে নির্দেশ দেওয়া	রিসেপশনিস্টের কাজ করা
এরোপ্লেন চালানো	এরোপ্লেন যাত্রীদের জলখাবার দেওয়া
টেবিলে খাবার খাওয়া	টেবিলে খাবার দেওয়া
বাড়িতে মিস্ত্রি সারানো	গ্যাসের উনুন পরিষ্কার করা
ক্ষেতে কীটনাশক ওষুধ দেওয়া	ক্ষেতের ফসল গুছিয়ে রাখা

আপনারা লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজনের অনুশীলনে অংশগ্রহণ করলেন তাই সকল সমতার সাথীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মনে রাখবেন যে লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন একটি সুচিন্তিত বৈষম্যমূলক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। একে পাল্টাতেই হবে।

লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন ও বৈষম্য

নারী পুরুষের মধ্যে শ্রম বিভাজন দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ব্যবস্থাটি বৈষম্যপূর্ণ। এই বিভাজনে নারীদের দুর্বল মনে করা হয় এবং তাদের কর্মক্ষমতার উপর আস্থা রাখা হয় না। মনে করা হয় যে তাঁরা কোনও কাজ ঠিক করে শেষ করতে পারবেন না। মেয়েদের ও নারীদের বাড়ির বাইরে কাজ করতে গেলে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এও মনে করা হয় যে, তাঁরা 'শক্ত কাজ' শিখতে পারবেন না বা করতে পারবেন না। মেয়েদের জগতটিকে বাড়ি আর তার আশপাশের মধ্যে সংকুচিত করে রাখা হয়। এও মনে করা হয় যে, নারীরা টাকা পয়সা সামলাতে পারবেন না। টাকা পয়সা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত থেকে তাই তাঁদের দূরে রাখা হয়। অবশ্য, বহু চিন্তাবিদদের মতে, এইভাবে নারীদের পুরুষের অধীনে রাখা হয়।

সমতার সাথীরা যদি লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজনের এই ব্যবস্থা পাল্টাতে চান তবে তাঁদের নতুন কিছু মাপকাঠি প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেমন, কোনও কাজই যেন লিঙ্গের ভিত্তিতে সীমিত না থাকে। মেয়েদের এবং নারীদের সব কাজে শামিল করতে হবে যাতে তারা বিভিন্ন জ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা আহরণ করতে পারে, কাজের জগতের বিভিন্ন কৌশল জানতে পারে এবং আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। পুরুষদেরও দেখতে হবে যে তারা কিভাবে বাড়ির ভেতরে নিজেদের ভূমিকাগুলি অন্যভাবে ভাববেন যাতে নারীরা এবং মেয়েরা সহজে বাড়ির বাইরে যেতে পারেন।

আপনারা নীচের ছবিগুলি দেখুন আর ভাবুন এতে সত্যিই কোনও কিছু পাল্টেছে কি না।

সমতার সাথীরা লিঙ্গ সাম্যের জন্য নিজেদের পরিকল্পনা তৈরী করতে পারেন। আপনাদের কি মনে হয় যে লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজনের এই পরিস্থিতি বদলানোর জন্য আপনারা কিছু করতে পারেন? নীচে 'ক' আর 'খ' প্রশ্নের উত্তর দিন। আর 'গ' তে লিখুন যে আপনি যখন লিঙ্গ ভিত্তিক শ্রম বিভাজন ভেঙ্গেছেন তখন আপনার কি ধরনের অসুবিধা অথবা বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

ক)বাড়ির ভেতরের কাজে লিঙ্গ ভিত্তিক শ্রম বিভাজনের পরিস্থিতি বদলাতে আপনি কি করবেন?

খ) বাড়ির বাইরের কাজে লিঙ্গ ভিত্তিক শ্রম বিভাজনের পরিস্থিতি বদলাতে আপনি কি করবেন?

গ) আপনি যখন লিঙ্গ ভিত্তিক শ্রম বিভাজন ভেঙেছেন তখন আপনাকে কি ধরনের অসুবিধা অথবা বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে?

এবার আপনারা পরের অধ্যায়ের অনুশীলনের মাধ্যমে বুঝতে পারবেন যে আমাদের সমাজে কিভাবে নারী আর পুরুষদের জন্য কাজ ভাগ করা হয় আর এই বিভাজনের কি কি ধরনের সামাজিক প্রভাব পড়ে।

2. সমান আর সাম্য

সামাজিক ধারণা

এখন তো সমাজে সাম্য এসে গেছে। অসাম্য তো এখন আর নেই। আগে ছিল।

সমান আর সাম্য অনুশীলন ০।

আপনারা সমতার সাথী। আপনাদের বুঝতে হবে যে সামাজিক ক্ষমতা কিভাবে কাজ করে। কার উপরে কিভাবে এই ক্ষমতার প্রভাব পড়ে? কাদের কোনও ক্ষমতাই নেই ? এবার অনুশীলন ০।এ দেখা যাক এই সামাজিক ক্ষমতাগুলি কি।

নীচে পাঁচটি ছবি দেওয়া আছে। পাঁচটি চরিত্র। তাদের মধ্যে একজন আপনি।

আপনি একজন গরীব, দলিত মেয়ে আর ১০ম শ্রেণীতে পড়েন। অন্য চারজনের সঙ্গে এই দলিত মেয়েটিও একই স্কুলে ১০ম শ্রেণীতে পড়ে । অন্য চারজন ঃ

গ্রামের মোড়লের ছেলে। তারা উঁচু জাতের (জেনারেল কাস্ট)

নিরক্ষর জনমজুরের ছেলে

গাঁয়ের বড়লোক ব্যবসায়ীর ছেলে

স্কুলের চাপরাশির মেয়ে

গরীব, দলিত মেয়ে

মনে রাখতে হবে যে পাঁচটি চরিত্রের সামাজিক ও পারিবারিক পটভূমি আলাদা। এই পাঁচজনের অনেকদিন আগেই ক্লাস ১০ অবধি পড়া হয়ে গেছে। প্রত্যেকের এখন ৩৫ বছর বয়স। এইবারে এই পাঁচ জনকে আটটি আলাদা পরিস্থিতিতে দেখা যাবে। দেখা যাক কে কে কোথায় এগিয়ে যায় আর কে কে পিছিয়ে যাবে। পরিস্থিতিগুলি পড়ুন আর নির্দেশ অনুযায়ী উত্তর লিখুন।

নম্বর দিন

নীচে দেওয়া পরিস্থিতিগুলি পড়ুন। চরিত্রটি যদি কাজটি করতে পারেন তাহলে সামনের দিকের গোলের মধ্যে নম্বর দিন। যদি কাজ না করতে পারেন তাহলে পেছনের দিকের গোলে নম্বর দিন। কাজটি একদমই না পারলে ০ লিখতে হবে।নীচের খোপটিতে দেখবেন কাদের, কোথায় নম্বর দিতে হবে।

গ্রামের মোড়লের ছেলে। উঁচু জাতের ০০০০০০০০ (সামনের দিকে)		(পেছনের দিকে)০০০০০০০০
নিরক্ষর জনমজুরের ছেলে ০০০০০০০০ (সামনের দিকে)		(পেছনের দিকে)০০০০০০০০
গরীব, দলিত মেয়ে ০০০০০০০০ (সামনের দিকে)		(পেছনের দিকে)০০০০০০০০
গাঁয়ের বড়লোক ব্যবসায়ীর ছেলে ০০০০০০০০ (সামনের দিকে)		(পেছনের দিকে)০০০০০০০০
স্কুলের চাপরাশির মেয়ে ০০০০০০০০ (সামনের দিকে)		(পেছনের দিকে)০০০০০০০০

1. আপনি মাধ্যমিক পাশ করে গেছেন। এবার শহরের একটি বড় স্কুলে ভর্তি হবেন। যারা পড়তে পারবেন তাদের সামনের দিকের গোলে ১ লিখুন। যারা পড়তে পারবেন না তাদের পেছনের দিকের গোলে ০ লিখুন।

2. আপনার কলেজে পড়া হয়ে গেছে। চাকরীর জন্য একটি কোর্সে ভর্তি হয়েছেন। যারা ভর্তি হতে পারবেন তাদের সামনের দিকের গোলে ২ লিখুন। যারা পড়তে পারবেন না তাদের পেছনের দিকের গোলে ০ লিখুন।

3. আপনার এক আত্মীয় আপনার কাছে ১০ হাজার টাকা ধার চাইছেন। আপনি জানেন যে বাড়ির অনুমতি না নিয়েই আপনি এই টাকাটা ধার দিতে পারবেন। যাদের অনুমতি নিতে হবে না তাদের সামনের দিকে গোলে ৩ লিখুন। যারা অনুমতি ছাড়া টাকা ধার দিতে পারবেন না তাদের পেছনের দিকের গোলে ০ লিখুন।

4. গ্রামের মন্দিরে পাঠ হচ্ছে। আপনি সেখানে গিয়ে সকলের সঙ্গে বসে খেতে পারবেন তাহলে সামনের দিকের গোলে ৪ লিখুন। যারা সকলের সঙ্গে বসে খেতে পারবেন না তাদের পেছনের দিকের গোলে ০ লিখুন ।

5. বাড়িতে অনেকগুলি এঁটো বাসন পড়ে আছে। আপনার শরীরটা ভালো নেই। আপনাকে যদি বাসন না মাজতে হয় তাদলে সামনের দিকের গোলে ৫ লিখুন। যারা মনে করছেন শেষে বাসন তাদেরকেই মাজতে হবে, তাদের পেছনের দিকের গোলে ০ লিখুন।

6. আপনার ৩৫ বছর বয়স। আপনার ভালো চাকরী আছে, যথেষ্ট পয়সা আছে, এলাকায় মান সম্মান আছে। যাদের এইসব আছে সামনের দিকের গোলে ৬ লিখুন। যাদের নেই তাদের পেছনের দিকের গোলে ০ লিখুন।

7. শহরে এসে বেশি রাত হয়ে গেছে। আপনি যদি একলা হোটেলে থেকে যেতে পারেন তাহলে সামনের দিকের গোলে ৭ লিখুন। না পারলে পেছনের দিকের গোলে ০ লিখুন।

8. আপনার গোপন অঙ্গে ফুসকুড়ি বেড়িয়েছে। ডাক্তার দেখাতে হবে। বাড়িতে কাউকে না বলে ডাক্তারের কাছে যেতে পারলে সামনের দিকের গোলে ৮ লিখুন। না পারলে পেছনের দিকের গোলে ০ লিখুন।

অনুশীলনে অংশগ্রহণ করার জন্য সমতার সাথীদের ধন্যবাদ। এখানে আপনারা অনেক কিছু নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করলেন। এবার ক্ষমতা ও তার প্রভাব নিয়ে আরো আলোচনা করা যাক।

সামাজিক ক্ষমতা

আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় যে সামাজিক সম্পর্ক ও ক্ষমতার সুদূরপ্রসারী প্রভাব থাকে যার ফলে কিছু মানুষ ক্ষমতাবান হয়ে ওঠেন আর কিছু মানুষ ক্ষমতাহীন থাকেন। আমাদের দেশে ক্ষমতা বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয় যেমন– জাতিগত ক্ষমতা, ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কিত ক্ষমতা, শিক্ষাগত ক্ষমতা, পদাধিকারের ক্ষমতা, লিঙ্গগত ক্ষমতা, ভাষাগত ক্ষমতা, অর্থনৈতিক ক্ষমতা। নানান পরিস্থিতি নিয়ে অনুশীলনে দেখা গেল,যারা ক্ষমতাবান তাঁরাই সমাজে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। যেমন ঃ

কারা এগোতে পারেন

উঁচু জাতের মানুষ, উচ্চ পদাধিকারী মানুষ, বড়লোক, শিক্ষিত, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মানুষ, পুরুষমানুষ

কারা পিছিয়ে পড়েন

নারীরা, গরীব দলিত / প্রান্তিক মানুষ, মজুর শ্রেণীর মানুষ, নিরক্ষর মানুষ, অন্য দেশ / জায়গা থেকে আসা মানুষ

অতএব দেখা যাচ্ছে যে সমাজে ক্ষমতার অবস্থা বদলাতে হলে, সাম্য আনতে হলে, পিছিয়ে পড়া মানুষদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন এবং এমন আইন কানুন তৈরী হওয়া দরকার যাতে এই সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব হয়। মনে রাখতে হবে যে সামাজিক ক্ষমতা স্থিতিশীল নয়– এইগুলিও পরিস্থিতির সঙ্গে পাল্টায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষমতাবানও ক্ষমতাহীন হয়ে যায়। যেমন পুরুষমানুষ নিজের বাড়িতে নারী ও বাচ্চাদের মধ্যে ক্ষমতাবান কিন্তু কর্মক্ষেত্রে কর্তাব্যক্তিদের কাছে ক্ষমতাহীন। তাই আমরা দেখছি যে ক্ষমতা বদলায়।

সমতা সাম্য অনুশীলন 02

সমতা আর সাম্যের তফাত বোঝা প্রয়োজন। একটা গল্প শোনা যাক।

একটি পরিবারে পুরুষটি পাথর ভাঙেন। তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী। তাঁদের আরেকজন সন্তান আছে যার ১৫ বছর বয়স। ওঁদের কাছে ১২ টা রুটি আছে। সমতা আর সাম্যের কথা খেয়াল রেখে এই রুটিগুলি তাঁদের তিনজনের মধ্যে ভাগ করুন।

কাকে কটা রুটি দেবেন লিখুন।

স্বামীকে --- রুটি।
স্ত্রীকে ---- রুটি।
বাচ্চাকে --- রুটি।

সমতা আর সাম্যের এই অনুশীলনে অংশ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। এইবারে নীচে লেখা গল্পটি পড়ুন, তাতে সমতা আর সাম্যের তফাত বোঝা যাবে।

সমতা কি?

অনেক সময় সম্পদ এমন করে সহজে ভাগ করা হয় যা বাইরে থেকে দেখতে ভালো লাগে আর সব কিছু সমান সমান মনে হয় কিন্তু তার ফল অসমান হয়, যেমন ঃ

অমিতের কাছে 50 টাকা আছে। আমরা ওকে আরও 50 টাকা দিলাম। সঞ্জয়ের কাছে 10 টাকা আছে। সঞ্জয়কেও আমরা 50 টাকা দিলাম। বাঃ বেশ তো সমান সমান। কিন্তু এর পরিণাম তো সমান হল না।

অমিতের হল 50 টাকা + 50 টাকা = 100 টাকা।

সঞ্জয়ের হল 10 টাকা + 50 টাকা = 60 টাকা।
কিন্তু আমরা যদি সাম্যের কথা ভাবি তাহলে অমিতকে ১০ টাকা দেওয়া উচিত আর সঞ্জয়কে দেওয়া উচিত 50 টাকা। তার ফলাফল ঃ
অমিতের হল 50 টাকা + 10 টাকা = 60 টাকা।
সঞ্জয়ের হল 10 টাকা + 50 টাকা = 60 টাকা।
বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায় যে সমান সমান ভাগ করলে সমাজে সাম্য আসে না। বুঝতে হবে যে ব্যক্তিদের প্রেক্ষাপট আলাদা আলাদা এবং তারা ক্ষমতার বিভিন্ন বিন্দুতে আছেন। তাঁদের প্রয়োজনও আলাদা আলাদা।

অতএব সম্পদ সেইভাবে ভাগ করতে হবে যাতে দুর্বলরা ক্ষমতাবান হতে পারেন। যাদের কম আছে তাদের বেশি দিয়ে ক্ষমতার কাছে পৌঁছনোর সুযোগ তৈরী করা যায়। যাদের বেশি আছে তাদের কম দেওয়া সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য সদর্থক পদক্ষেপ। এই ধরনের পদক্ষেপ নিলে দুর্বল ও প্রান্তিক মানুষেরা সমাজের মূলধারায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।

আপাতঃ সমান আর সাম্যের তফাত বুঝতে সেই বহু পরিচিত সারস আর শেয়ালের গল্প মনে করা যাক।সারস আর শেয়ালের খুবই বন্ধুত্ব ছিল। একে অন্যের বাড়িতে যাতায়াতও ছিল। একদিন শেয়াল সারসকে নেমন্তন্ন করল আর একটা থালায় ওকে ঝোল খেতে দিল। শেয়াল তো বেশ চেটে পুটে ঝোল খেয়ে নিল। সারস কিন্তু তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে প্রায় কিছুই খেতে পারল না। না খেয়েই খাওয়া বন্ধ করতে হল। শেয়াল বলল যে সে দুঃখিত কারণ সারসের খাবারটা পছন্দ হয় নি। সারস শেয়ালকে বলল দুঃখের কোনো কারণ নেই। সে শেয়ালকে তার বাড়িতে নেমন্তন্ন করল। শেয়াল যেদিন নেমন্তন্নে গেল সেদিন সারস লম্বা আর সরু মুখওয়ালা বাসনে খাবার দিল। এই বাসনে সারস তার লম্বা ঠোঁট ডুবিয়ে অনায়াসে খেতে পারল কিন্তু শেয়ালের বেজায় মুস্কিল হল। সে তো এই লম্বা বাসনে মুখ ঢোকাতে পারল না। সারসের মুখ থেকে কিছু পড়ে গেলে সেইগুলি চেটে খেয়ে তার খাওয়া সারতে হল। সারস বলল, ''কিরকম লাগছে? নিজের কর্মের ফল পেলে তো?'' সারস আর শেয়ালের গল্পে আপনারা বুঝতে পারছেন তো সাম্য আর সমানের মধ্যে তফাত কি? এই গল্পে আমরা দেখলাম, প্রত্যেকের পটভূমি আর আবশ্যকতা না বুঝে কিছু দিলে তার পরিণাম ভালো হয় না। অসাম্য থেকেই যায়।

আপনারা এখন সমান আর সাম্য সম্বন্ধে নিজেদের ধারণা ঝালিয়ে নিয়েছেন। আপনাদের অভিনন্দন জানাই। এইবারে পরিকল্পনা তৈরী করুন যাতে সমতার সাথী হিসাবে আপনি লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

আপনি কি করতে পারেন যাতে আপনার সমাজে সাম্যের কথা ভেবে সম্পদ ভাগ করা যায়?

সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্পদ ভাগ করতে গিয়ে অথবা কোনও নৈতিক পদক্ষেপ নিতে গিয়ে আপনাকে কি কি ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে ?

এইবারে আমরা পরের অধ্যায়ে দেখব, সমাজে নারীদের ও পুরুষদের কি কি ধরনের সুবিধা আর কি কি ধরনের প্রতিবন্ধকতা আছে।

অনুশীলনগুলির উত্তর

সাম্য আর সমান অনুশীলন

গ্রামের মোড়লের ছেলে। উঁচু জাতের	1,2,3,4,5,6,7,8 (সামনের দিকে)
নিরক্ষর জনমজুরের ছেলে	00000000 (পেছনের দিকে)
গরীব, দলিত মেয়ে	00000000 (পেছনের দিকে)
গাঁয়ের বড়লোক ব্যবসায়ীর ছেলে	1,2,3,4,5,6,7,8 (সামনের দিকে)
স্কুলের চাপরাশির মেয়ে	00000000 (পেছনের দিকে)

2a. সুবিধা এবং বাধা

সামাজিক ধারণা

মেয়েরা আর নারীরা আজকাল খুবই সুবিধা পান। বাধা বা অসুবিধা কোথায়? মেয়েরা (নারীরা) তো নিজের ইচ্ছায় চলতে পারেন। প্রতিবন্ধকতা বা বাধার কথা সব মনগড়া।

সমতার সাথীরা এই অধ্যায়ে বুঝতে পারবেন যে সমাজে নারীরা কি কি ধরনের সুবিধা পান আর তাদের কি কি বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এও দেখবেন যে পুরুষরা কি কি ধরনের সুবিধা পান আর তাদের কি কি বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সমতার সাথীরা বুঝতে পারবেন যে যারা সব সময় বাধা পান তারা বহু সময়েই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন এবং পিছিয়ে পড়েন। অনুশীলন 01 এ দেখা যাক সুবিধা কোথায় আর প্রতিবন্ধকতা কি কি।

সুবিধা এবং প্রতিবন্ধকতা অনুশীলন 01

উপযুক্ত জায়গায় √ চিহ্ন দিন।

সুবিধা এবং প্রতিবন্ধকতা	নারী		পুরুষ	
	সুবিধা	বাধা	সুবিধা	বাধা
1. বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া				
2. সকলের সামনে মতামত দেওয়া				
3. বাইরে বেরোনোর স্বাধীনতা				
4. সকলের সামনে কাঁদা				
5. নিজের দুর্বলতা অন্যদের জানানো				
6. নিজের পছন্দের জামাকাপড় পরা				
7. বাড়ি এবং বাইরের জগৎ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া				
8. নিজের মতন সাজগোজ করা				
9. নিজের পছন্দ মতন বিয়ে করা				
10. সকলের সঙ্গে চোখ তুলে কথা বলতে পারা				
11. নিজের ইচ্ছানুযায়ী টাকা পয়সা খরচ করা				
12. নিজের ইচ্ছানুযায়ী জিনিসপত্র কেনা				
13. নিজের ইচ্ছানুযায়ী জমি বাড়ি কেনা				
14. শরীর চর্চা করা				
15. নিজের পছন্দমত মানুষদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা				
16. চুল বড় করা				
17. সিঁদুর পরা অথবা সাজগোজ করা				
18. জোরে জোরে কথা বলা				
19. সন্তানদের লেখাপড়া সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া				
20. নিজের লেখাপড়া করে যাওয়ার স্বাধীনতা				
21. বাড়ির বাইরে নিজের পছন্দের কাজ করা				
22. নিজের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবসা করা				
23. শব যাত্রায় অংশগ্রহণ করা				
24. বংশের উত্তারাধিকারী সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া				
25. সামাজিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা				

আপনারা খোপগুলিতে √ চিহ্ন দিয়েছেন তাই ধন্যবাদ। এবারে বুঝতে হবে যে একই জায়গায় নারী এবং পুরুষের কি কি সুবিধা ও প্রতিবন্ধকতা থাকে।

সুবিধা এবং প্রতিবন্ধকতা বোঝা কেন প্রয়োজন

আমাদের দেশে নারীদের উপর অনেক নিষেধাজ্ঞা আছে আর পুরুষরা অনেক সুবিধা ও স্বাধীনতা পান। নারীদের উপর অনেকগুলি কাজের দায়িত্ব আছে যেগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে সুবিধা মনে হতে পারে। সেগুলি কিন্তু মোটেই সুবিধা নয়। কখনও কখনও নারীরাও মনে করেন যে তাদের এই দায়িত্ব অথবা ভূমিকাগুলি 'সুবিধা'। যেমন– অনেকে বলেন মেয়েদের উপর রোজগার করার দায়িত্ব নেই, এটাই একটা সুবিধা। এইটা কি সত্যিই সুবিধা? মেয়েরা / নারীরা কি এই বিষয়ে নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন? অনেক সময় দেখা যায় যে যেখানে নারীদের বাধা দেওয়া হয় সেখানে পুরুষরা সুবিধা পান, যেমন ঃ

- নারীদের উপর এদিক ওদিক যাওয়া নিয়ে অনেক বিধিনিষেধ আছে।
- পুরুষরা যখন খুশি যেখানে খুশি যেতে পারেন।
- নারীরা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।
- পুরুষরা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
- পুরুষরা সকলের সামনে কাঁদতে পারেন না।
- নারীরা যেখানে চান কাঁদতে পারেন।

সুবিধা এবং প্রতিবন্ধকতা অনুশীলন 02

নারী ও পুরুষের উপর সুবিধা এবং প্রতিবন্ধকতার প্রভাব

এইবারে দেখা যাক, এই সুবিধা ও প্রতিবন্ধকতার কি প্রতিফলন হয়। নীচে দেওয়া মন্তব্যগুলি দেখুন এবং √ চিহ্ন দিয়ে আপনার মতামত জানান।

ক) সামাজিক ধারণা	একমত	একমত নই
1. সমাজে নারী আর পুরুষ একই সুবিধা পান		
2. সমাজে নারী আর পুরুষের একই প্রতিবন্ধকতা থাকে		
3. এখন যুগ পাল্টে গেছে, কারো উপর কোনও বাধা নিষেধ নেই		
4. এখন তো নারীরা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী সুবিধা পান		

আপনার মতামত জানানোর জন্য ধন্যবাদ। পরের অনুশীলনে আপনি বলুন যে সুবিধা ও প্রতিবন্ধকতার কি কি পরিণাম হয়। √ চিহ্ন দিয়ে আপনার মতামত জানান।

খ) পরিণাম	একমত	একমত নই
1. নারীরা দুর্বল হতে থাকেন		
2. পুরুষদের গায়ে জোর হয় আর ওরা সক্ষম হন		
3. নারীরা সংকুচিত হয়ে যান		
4. পুরুষরা বিভিন্ন কাজের জায়গায় নেতৃত্ব দেন		
5. পুরুষরাই বিভিন্ন সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করেন		
6. নারীরা দিনকে দিন ক্ষমতাহীন হতে থাকেন		
7. পুরুষরা ক্ষমতাবান হতে থাকেন		
8. নারীদের অন্যদের উপর নির্ভরতা বাড়তেই থাকে		
9. নারীরা নিজেদের জীবন নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে অথবা পরিকল্পনা করতে পারেন না		
10. .নারীরা শোষণ আর হিংসার শিকার হন		
11. পুরুষদের রক্ষক পরিচয় দৃঢ় হয়		

সুবিধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্বন্ধে মতামত জানালেন। ধন্যবাদ। এইবারে আলোচনা করা যাক যে পুরুষদের সামাজিক সুবিধার ফলে তাঁদের কি ধরনের চাপ হয়।

পুরুষদের সামাজিক সুবিধা এবং চাপ

আমরা মনে করি যে সমাজে সাম্য আনতে গেলে পুরুষদের নিজেদের সুবিধাগুলি ছাড়তে হবে যাতে নারী পুরুষের সম্পর্কে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। এমন অবস্থা তৈরী করতে হবে যে –

- নারীরাও বাড়ির ও বাইরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
- নারীরাও যাতে উপার্জন করার সুযোগ পান।
- তারা যাতে তাদের ইচ্ছা ও যোগ্যতার উপযুক্ত চাকরী পান।
- নারীরা যাতে স্বনির্ভর হতে পারেন।

পুরুষদের সম্বন্ধে যে প্রচলিত ছবি আছে তার ফলে বহু পুরুষের নানান মুস্কিল হয়, যেমন–

- পুরুষদের সারাক্ষণ প্রমাণ করতে হয় যে তারা সব বিষয়ে পারদর্শী; সেটা কখনই সম্ভব নয়।
- সব পুরুষ যে সব সময়ে সব কাজে সফল হবে তা সম্ভব নয়।
- মনে করা হয় যে পুরুষদের ভয়–ভীতি, আশংকা ইত্যাদি হয় না । এর ফলে তারা এই অনুভূতিগুলি চেপে রাখেন।
- মনে করা হয় যে সব পুরুষকেই টাকা রোজগার করতে হবে কিন্তু তা সব সময় সম্ভব হয় না
- মনে করা হয় যে সব পুরুষদেরই গায়ে খুব জোর কিন্তু তা তো সত্যি নয়।

ছবিটি (অ) দেখে বলুন আমাদের আশেপাশের মেয়েরা এই ধরনের খেলার সুবিধা পায় কি না?

হ্যাঁ ☐

না ☐

ছবিটি (আ) দেখে বলুন কোনো কাজ আছে কি যা ছেলেদের অথবা পুরুষদের করতে দেওয়া হয় না।

হ্যাঁ ☐

না ☐

কোন কাজ করতে দেওয়া হয় না?

আপনি অনুশীলনটি করেছেন আর আপনার মতামত লিখেছেন তাই ধন্যবাদ। আপনি সমতার সাথী। এবার আপনি সমাজের দেওয়া সুবিধা আর প্রতিবন্ধকতার পরিবেশটি পাল্টানোর জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরী করুন।

লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমতার সাথীর পরিকল্পনা

নারী ও মেয়েদের বাধা দূর করার জন্য নিজের বাড়িতে কি কি করবেন ?

আপনি যখন সুবিধা আর বাধার এই ব্যবস্থাটি বদলাতে গেছেন তখন কি কি বাধা হয়েছে?

সমতার সাথীরা পরের অধ্যায়ে দেখবেন যে বিভিন্ন সম্পদ নারী আর পুরুষ, কার নিয়ন্ত্রণে আছে এবং কে কে সম্পদগুলিকে ব্যবহার করতে পারছেন।

অনুশীলনগুলির উত্তর

সুবিধা এবং প্রতিবন্ধকতা অনুশীলন 02 ক)

I একমত নই 2 একমত নই 3 একমত নই 4 একমত নই

সুবিধা এবং প্রতিবন্ধকতা অনুশীলন 02 খ)

I একমত 2 একমত 3 একমত 4 একমত 5একমত 6 একমত 7 একমত 8 একমত 9 একমত 10 একমত 11 একমত

2b. সম্পদ ব্যবহার করা আর নিয়ন্ত্রণ করা

সামাজিক ধারণা

আজকাল তো নারী পুরুষ সকলেই বিভিন্ন সম্পদ ব্যবহার করেন আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। কেউ কারুর চেয়ে কম যাননা।

এইবার সমতার সাথীরা দেখবেন সমাজের বিভিন্ন সম্পদগুলি নারীরা ব্যবহার করতে পারেন কি না। তাদের কি ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় না কি তারা সেইগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন ? সম্পদ মানে সেই জিনিসগুলি যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বাড়িতে আর বাইরের জগতে প্রয়োজন। সম্পদ ব্যবহার করা মানে জিনিসগুলি সম্বন্ধে জানা আর সেগুলিকে কাজে লাগানো। সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করা মানে জিনিসগুলিকে নিজের মতন করে যে কোনো সময়ে ব্যবহার করতে পারা এবং চাইলে বিক্রি করতে পারা। সেই সম্পদটির সেই হর্তা কর্তা এবং সেটি তার কবলে।

অনুশীলন 0। এ আমরা দেখব কোন কোন সম্পদ নারী এবং পুরুষ কতখানি ব্যবহার করেন আর নিয়ন্ত্রণ করেন।

সম্পদ ব্যবহার করা আর নিয়ন্ত্রণ করাা অনুশীলন ০।

অনুশীলন ০। এ আমরা দেখব কোন কোন সম্পদ নারী এবং পুরুষ কতখানি ব্যবহার করেন আর নিয়ন্ত্রণ করেন। √ চিহ্ন দিয়ে আপনার মতামত জানান।

সম্পদের বর্ণনা	নারীরা ব্যবহার করেন		নারীরা নিয়ন্ত্রণ করেন		পুরুষরা ব্যবহার করেন		পুরুষরা নিয়ন্ত্রণ করেন	
	কম	বেশি	কম	বেশি	কম	বেশি	কম	বেশি
সাইকেল / মোটরবাইক								
টিভি / ফ্রিজ								
বাড়ি								
চাষের জমি								
বাড়ির বাসনপত্র								
গয়না								
জামাকাপড়								
গরু								
ছাগল								
সার / বীজ								
টাকা পয়সা								
মুরগী								
টিউবওয়েল								
খুচরো টাকা পয়সা								
দোকান / কারখানা								
বাগান								
জমির ফসল								
বাড়ির আসবাবপত্র								
উনুন / গ্যাস								
মোবাইল ফোন								
মোট সম্পদ - 20								

আপনারা নিজেদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী লিখেছেন কে কোন সম্পদগুলি কতখানি ব্যবহার করেন আর নিয়ন্ত্রণ করেন। ধন্যবাদ। এইবারে দেখা যাক সম্পদের ব্যবহার আর নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বোঝার প্রয়োজনীয়তা।

সম্পদের ব্যবহার আর নিয়ন্ত্রণ

অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে ঘরে ও বাইরের সম্পদ হয়তো নারী আর পুরুষেরা প্রায় সমান সমান ব্যবহার করছেন। কিন্তু সম্পদগুলি নিয়ন্ত্রণ বেশিরভাগই পুরুষরাই করেন। এই ধরনের ব্যবস্থা নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে কিন্তু প্রায়ই বলা হয় যে ঘরে ও বাইরের সম্পদগুলি সবই প্রায় সমানভাবে নারী আর পুরুষদের আয়ত্তে আছে আর কেউ কারুর চেয়ে কম না। এইরকমও বলা হয় যে শুধু সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রেই নয়, নিয়ন্ত্রণের দিক থেকেও নারী আর পুরুষের অবস্থা সমান। এইটি কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতি নয়। আপনি নিজে একবার নিজের বাড়ি অথবা নিজের পাড়ার দিকে তাকান। উদাহরণ হিসাবে বলুন যে আমাদের একটা মোটরবাইক কিনতে হবে। এইখানে বলুন তো কে কি সিদ্ধান্ত নেয়। এইখানে দেখা যাবে যে পুরুষরাই 'স্বাভাবিক'ভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন– স্বামী, বাবা, ভাই, শ্বশুর– তারাই ঠিক করছেন কোন কোম্পানির জিনিস কেনা হবে, কত টাকা দিয়ে কেনা হবে। একেই বলে সম্পদের নিয়ন্ত্রণ। তারা হয়তো এও ঠিক করবেন যে মোটরবাইটি কে বা কারা চালাবে। ব্যবহারের ক্ষেত্রে হয়তো দেখা যাবে যে বাড়ির মেয়েদের মোটরবাইকে করে এদিক ওদিক নিয়ে যাওয়া হয়– স্বামী স্ত্রী মিলে বাজারে গেল, বোনকে কলেজে পৌঁছে দিল। খুবই অল্পসংখ্যক নারী আছেন যারা নিজেরা মোটরবাইক চালান।

যেহেতু বেশীরভাগ সম্পদই পুরুষদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তাই নারীরা অনেক সময়ই সম্পদগুলি সম্বন্ধে সব তথ্য ইত্যাদি জানেননা। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে নারীরা ভয় পান অথবা ইতস্ততঃ করেন। সম্পদে নিয়ন্ত্রণ নেই বলে নারীদের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতাও প্রভাবিত হয়ঃ

- বহু জিনিস জানার সুযোগ থেকে মেয়েরা / নারীরা বঞ্চিত হন
- কোনটা ঠিক কোনটা ভুল – এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না
- বাড়ির বাইরের জগৎ সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারেন না
- সম্পদ বেচা কেনার বিষয়ে ইতস্ততঃ করেন
- নিজের দক্ষতা বাড়াতে পারেন না
- মেয়েদের / নারীদের জগতের পরিধিটা ছোট হয়ে যায়
- অন্যদের উপর নির্ভরতা বাড়তে থাকে

অনুশীলন 02 তে সমতার সাথীরা দেখবেন যে লিঙ্গ সম্বন্ধে সামাজিক ধারণা কিভাবে সম্পদের ব্যবহার আর নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্র প্রভাবিত করে।

লিঙ্গ সম্বন্ধে সামাজিক ধারণা কিভাবে সম্পদের ব্যবহার আর নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্র প্রভাবিত করে অনুশীলন 02

এই অনুশীলনে আপনারা সম্পদের উপর নারীদের নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করবেন। এখানে হয়তো দেখতে পারেন যে এমন কিছু সম্পদ আছে যেগুলি নারী / মেয়ে কেউ ব্যবহারও করেননা। লক্ষ্য করুন, কিছু সম্পদ আছে যেগুলি নারীরা নিয়ন্ত্রণ করেন। ব্যবহার আর নিয়ন্ত্রণের তফাত বোঝা যাক। এইবারে দেখা যাক, নারী ও পুরুষের উপর এই সুবিধা ও প্রতিবন্ধকতার কি প্রতিফলন হয়। নীচে দেওয়া মন্তব্যগুলি দেখুন এবং √ চিহ্ন দিয়ে আপনার মতামত জানান।

লিঙ্গ সম্বন্ধে ধারণা	একমত	একমত নই
1. সম্পদের উপর নারীদের নিয়ন্ত্রণ থাকলে ব্যবস্থাটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে		
2. বাড়ির ছোট খাটো সম্পদের উপর নারীদের নিয়ন্ত্রণ থাকাটাই যথেষ্ট		
3. বাড়িতে আর বাড়ির বাইরে বড় দামী সম্পদের উপর নারীদের নিয়ন্ত্রণ থাকা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়		
4. সাম্যের জন্য অবশ্যই নারী পুরুষ দুজনেরই সম্পদ ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারা প্রয়োজন		
5. নারীরা দামী ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ সামলাতে পারেন না তাই তাঁদের সেই সব সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত নয়		
6. সম্পদ পুরুষ নিয়ন্ত্রণ করবে– এটাই পুরনো ঐতিহ্য এবং এটাই ঠিক		
7. সমাজে নারীদের কিছু গণ্ডি ঠিক করা আছে আর সম্পদের প্রসঙ্গেও সেই গণ্ডি রয়েছে		
8. নারীরা দুর্বল প্রকৃতির, তাঁদের পক্ষে সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়		
9. সম্পদের উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ থাকলে নারীদের অসুবিধা নেই		
10.সব পুরুষ কিন্তু মনে করেননা যে নারীদের সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত নয়		

আপনারা নিজেদের মতামত দিয়েছেন। ধন্যবাদ। এবার পড়ুন লিঙ্গ সম্বন্ধে সামাজিক ধারণা কিভাবে সম্পদের ব্যবহার আর নিয়ন্ত্রণকে প্রভাবিত করে।

লিঙ্গ সম্বন্ধে সামাজিক ধারণা কিভাবে সম্পদের ব্যবহার আর নিয়ন্ত্রণকে প্রভাবিত করে?

আমরা চাই সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা হোক। সম্পদের উপর পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ কমুক। নারীরাও স্বনির্ভর হোন। নারীদের আর্থিক স্বাবলম্বিতার পরিবেশ তৈরী করতে হলে পুরুষদের সহযোগিতা প্রয়োজন। এই সহযোগিতার মনোভাব তৈরী করতে হবে। এই অধ্যায়ে আমরা বুঝতে পারছি কি কি ভাবে সম্পদকে নিজেদের আয়ত্তে রাখার ক্ষেত্রে (ব্যবহার, সিদ্ধান্ত নেওয়া ও নিয়ন্ত্রণ) নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য করা হয়।

- সেবা আর দেখাশোনা করার ক্ষেত্রে নারীদের দেখা যায়। বলা হয়, এইভাবেই নারীরা সামাজিক কাজকর্মে ভাগ নেন।
- সম্পদের ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে নারীরা পুরুষদের চেয়ে কম।
- সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গায় তো মেয়েদের / নারীদের প্রায় দেখাই যায় না – এইখানে পরিকল্পনা করেই বৈষম্য করা হচ্ছে।

এই অধ্যায়ে আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে সম্পদ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ / অধিকার থেকে মেয়ে / নারীদের বঞ্চিত করা হয় এবং তার ফলে নারীরা স্বনির্ভর হতে পারেননা, তাঁদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ে না, তাঁদের সামাজিক ভূমিকা শ্রমের মধ্যেই সীমিত থাকে। এর ফলে নারীদের জীবন পুরুষদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। আর সেই কারণে নারীদের জীবনে বৈষম্য আর হিংসা চলতেই থাকে। সমতার সাথীদের এমন সমাজ তৈরীর কাজ করতে হবে যেখানে লিঙ্গ সম্বন্ধে ধারণাগুলি সাম্য প্রতিষ্ঠার দিকে এগোবে আর নারীদের উপর বাধানিষেধ থাকবে না।

লিঙ্গ সাম্যের জন্য পরিকল্পনা

এইবারে লিখুন আপনারা কিভাবে নারীদের সম্পদের ব্যবহার আর নিয়ন্ত্রণ বাড়াবেন। কিভাবে সম্পদগুলি নারীদের আয়ত্তে আসবে?

সমতার সাথীরা পরের অধ্যায়ে সমান সুযোগ আর অংশগ্রহণ সম্বন্ধে জানবেন।

সম্পদের ব্যবহার আর নিয়ন্ত্রণ অনুশীলন 01 এর উত্তর

সম্পদের বর্ণনা	নারীরা ব্যবহার করেন		নারীরা নিয়ন্ত্রণ করেন		পুরুষরা ব্যবহার করেন		পুরুষরা নিয়ন্ত্রণ করেন	
	কম	বেশি	কম	বেশি	কম	বেশি	কম	বেশি
সাইকেল / মোটরবাইক	√		√			√		√
টিভি / ফ্রিজ		√	√			√		√
বাড়ি	√		√			√		√
চাষের জমি		√	√			√		√
বাড়ির বাসনপত্র		√	√		√			√
গয়না		√	√			√		√
জামাকাপড়		√	√			√	√	
গরু		√	√			√		√
ছাগল		√	√			√		√
সার / বীজ	√		√		√			√
টাকা পয়সা	√		√			√		√
মুরগী		√	√			√		√
টিউবওয়েল		√	√			√		√
খুচরো টাকা পয়সা	√		√			√		√
দোকান / কারখানা	√		√			√		√
বাগান	√		√			√		√
জমির ফসল	√		√			√		√
বাড়ির আসবাবপত্র		√	√			√		√
উনুন / গ্যাস		√	√			√		√
মোবাইল ফোন	√		√			√		√
মোট সম্পদ - 20	9	11	20	00	03	16	01	19

সম্পদের ব্যবহার আর নিয়ন্ত্রণ অনুশীলন 02 এর উত্তর

1 একমত নই 2 একমত নই 3 একমত নই 4 একমত
5 একমত নই 6 একমত নই 7 একমত 8 একমত নই
9 একমত নই 10 একমত

2c. সমান সুযোগ আর অংশগ্রহণ

সামাজিক ধারণা

সমান সুযোগ ! আজকাল তো সব জায়গাতেই নারীরা পুরুষদের চেয়ে বেশি সুযোগ পান আর সামাজিক কাজকর্মে তো নারীরাই বেশি অংশগ্রহণ করেন।

এই অধ্যায়ে দেখা যাক সমাজের বিভিন্ন জায়গায় নারী আর পুরুষরা একই ধরনের সুযোগ পান কি না আর কে কি ধরনের কাজে অংশগ্রহণ করেন।

সমান সুযোগ আর অংশগ্রহণ অনুশীলন ০।

নীচের তালিকাটি দেখুন। কোথায় নারী আর পুরুষ কি সুযোগ পাচ্ছেন আর অংশগ্রহণ করছেন বিবেচনা করে লিখুন। তালিকাটি দেখুন আর √ চিহ্ন দিয়ে কম কি বেশি বলুন।

জায়গা	নারীদের সুযোগ আর অংশগ্রহণ		পুরুষদের সুযোগ আর অংশগ্রহণ	
	কম	বেশি	কম	বেশি
টিউবওয়েল / কুয়োর পাড়				
পুকুর				
ধর্মীয় স্থান–মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি				
পশু চ্রার মাঠ				
ক্ষেত				
ছোট শহর				
পথের ধারে / রক				
রাস্তার মোড়				
খেলার মাঠ				
বাজার				
পঞ্চায়েত ভবন				
রেশনের দোকান				
ব্যাংক				
গ্যাসের গুদাম				
কোর্ট কাছারী				
থানা				
শ্মশান				
মাংসের দোকান				
পোস্ট অফিস				
জঙ্গল				
সার বীজের দোকান				
ভজনের জায়গা				
সিনেমা হল				
মোট জায়গা				

নিজেদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আপনারা দেখলেন বাড়ির বাইরের বিভিন্ন জায়গায় নারী আর পুরুষের সমান সুযোগ আর অংশগ্রহণের ছবি। ধন্যবাদ। এইবারে নীচের প্রশ্নটির উত্তর দিন। তারপরে আমরা দেখব সমান সুযোগ আর অংশগ্রহণ সম্বন্ধে কি কি জানা প্রয়োজন।

এইবারে লিখুন কোথায় কোথায় মেয়েদের আর নারীদের সুযোগ আর অংশগ্রহণ বাড়ানো প্রয়োজন।

সুবিধা এবং প্রতিবন্ধকতা বোঝা কেন প্রয়োজন

খতিয়ে দেখলে সমতার সাথীরা বুঝতে পারবেন যে মেয়েদের আর নারীদের জীবনগুলি বাড়ির আশেপাশেই বেঁধে দেওয়া হয়। বেশির ভাগকেই সেবামূলক কাজের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের সীমাবদ্ধতা দেখা যায় না। মেয়েদের / নারীদের কিন্তু সব জায়গায় অবাধ সুযোগ দেওয়া হয় না এবং তার ফলে তাঁরা অনেক কিছু জানতে পারেন না এবং তাঁদের আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে।

বাজার ঃ বাজারে দেখা যায় যে যারা বেচে আর যারা কেনে তারা অধিকাংশই পুরুষ। নারীদের দেখা যায় বিউটি পার্লার, মেয়েদের জামাকাপড়ের দোকান, তরকারিপাতির দোকান, সেলাই অথবা বোনার দোকান, বাচ্চাদের জামাকাপড়ের দোকান, খেলনার দোকান আর খাবারের দোকানে। বাজার ব্যবস্থায় লাভ করতে হবে আর তার জন্য চাই কুশলী বুদ্ধি আর পরিশ্রম। মনে করা হয় যে, নারীরা তা পারেন না। এছাড়া আরেকটা কারণ হল যে বাজারে মেয়েরা হেনস্থা হতে পারেন বা হিংসার শিকার হতে পারেন তাই বাড়ি থেকে তাদের ছাড়তে চায় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে নারীরা বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে আর সেখানকার কাজকর্মগুলি শেখার যথেষ্ট সুযোগ পান না।

কাজের জায়গা ঃ অধিকাংশ কাজের জায়গায় নারীদের নিরাপত্তা, তাঁদের ব্যক্তিগত সুবিধা আর তাঁদের প্রয়োজনের কথা মাথায় আনা হয় না। অনেক সময়েই শোনা যায় যে, নিয়োগকর্তা অথবা পুরুষ সহকর্মীরা নারীকর্মীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য করেন কিংবা তাদের হেনস্থা করেন। কিন্তু নারীকর্মীদের এই ব্যবহার চুপচাপ মেনে নিতে হয় অথবা চাকরী ছেড়ে দিতে হয়। এইরকমও দেখা গেছে যে যদি কোনো নারী এই ধরনের ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন তাহলে তিনি তো কোনো সাহায্য পানই না বরং তাঁকেই কাজের পরিবেশ খারাপ করছেন বলে দোষী ঠাওরানো হয়। কাজের জায়গায় এমন পরিবেশ তৈরী করতে হবে যাতে নারীরা সেখানে কাজ করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। এছাড়া এখন প্রতিটি কাজের জায়গায় লিঙ্গপরিচয় নির্বিশেষে সব কর্মীদেরই যৌন হেনস্থা বিরোধী আইন সম্বন্ধে জানানো উচিত।

মনোরঞ্জনের জায়গা ঃ মনোরঞ্জনের জায়গায় যাওয়ার সুযোগ এখনও মেয়েদের / নারীদের চেয়ে ছেলেদের / পুরুষদের বেশী। কি ধরনের মনোরঞ্জন হবে, কারা মনোরঞ্জন করবে, তার বিষয়বস্তু কি হবে– এইসব কথা পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং বেশীরভাগ সময় পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মনোরঞ্জনের বিষয়বস্তু অধিকাংশ সময়ে নারীদের শরীর বা তাদের যৌনতাকে নিয়েই তৈরী হয়। মনোরঞ্জনের নামে এমন সব কবিতা, গান ঠাট্টা তামাশা তৈরী হয় যা নারীদের ছোট করে দেখায় আর পুরুষদের জ্ঞান, বিচক্ষণতা, পৌরুষের গুণগান করে। মনোরঞ্জনের জায়গাগুলিতেও নারীরা সম্মানিত আর স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না।

যাতায়াত ঃ আমাদের দেশে অনেকরকম সরকারী যাতায়াত ব্যবস্থা আছে যার ফলে সকলেই সুরক্ষিতভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারে। বেশিরভাগ সময়েই কিন্তু নারীরা যাত্রা নিয়ে চিন্তিত থাকেন। মানতেই হবে যে নারীদের সুরক্ষিত এবং স্বচ্ছন্দভাবে যাতায়াত করার জন্য যথেষ্ট যানবাহন নেই। এছাড়া যানবাহনের মধ্যে ছিনতাই, লুটপাট, মেয়েদের / নারীদের দেখে অশ্লীল মন্তব্য, অঙ্গভঙ্গি, অপরহণ, ধর্ষণ ইত্যাদি ঘটে। এর সঙ্গে আছে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ও যানবাহনের মালিক, চালক, কন্ডাক্টর ও অন্যান্য কর্মীদের লাভের জন্য নিয়মকানুনের অবহেলা। এর ফলে যাত্রার অভিজ্ঞতা নারীদের / মেয়েদের সুখকর হয় না। পরিবারের মধ্যেও নিজেদের কথা মেয়েরা / নারীরা বলতে পারে না কারণ তাদের ভয় করে যে অসুবিধা বা অস্বস্তির কথা বললে তাদের চলাফেরার উপর নিষেধাজ্ঞা এসে যাবে। এর ফলে মেয়েরা / নারীরা সারাক্ষণই নিরাপত্তার অভাবে ভীত থাকেন। নারীদের / মেয়েদের যাতায়াতের নিরাপত্তার জন্য সকলেরই, বিশেষতঃ যুবক যুবতীদের কাজ করা উচিত যাতে মেয়েরা / নারীরা নিশ্চিন্তে স্কুল, কলেজ, বাজার, কাজের জায়গা, সিনেমা ইত্যাদিতে যেতে পারেন।

মনে রাখতে হবে, সমতার সাথীরা অনুশীলনের মাধ্যমে বুঝেছেন যে বাড়ির বাইরে অনেক জায়গাগুলিতেই মেয়েরা / নারীরা বৈষম্যের মুখোমুখি হন। এর ফলে তাঁরা সুযোগ আর অংশগ্রহণ, এই দুদিকেই বঞ্চিত হন। আপনাদের কাজ করতে হবে যাতে মেয়েরা / নারীরা এই ধরনের লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের শিকার না হন।

- বাড়ির বাইরে সর্বসাধারণের জন্য যে জায়গাগুলি আছে সেইখানে পৌঁছানোর যথেষ্ট সুযোগ মেয়েরা / নারীরা পান না।
- পুরুষদের কিন্তু বেশীরভাগ জায়গায় অবাধ গতি।
- নারীরা সেই জায়গাগুলিতে সহজে পৌঁছতে পারেন যেখানে কোনো কাজ অথবা সেবা প্রয়োজন।
- পুরুষরা সব জায়গাতেই সহজে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান – জানার জন্য, শেখার জন্য, মনোরঞ্জনের জন্য, মজা করার জন্য।
- পুরুষরা সব জায়গাতেই সহজে পৌঁছতে পারেন এবং তাদের একটা সামাজিক পরিচয় তৈরী হয়।

বাড়ির বাইরে সর্বসাধারণের জন্য যে জায়গাগুলি আছে, সেইখানে পৌঁছানোর যথেষ্ট সুযোগ মেয়েরা / নারীরা পান না। সমতার সাথীদের বুঝতে হবে, এর ফলে তাঁদের জীবনে কি কি প্রভাব পড়ে।

- মেয়েরা / নারীরা বাড়ির বাইরের জগত সম্বন্ধে জানার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।
- তাঁরা উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ পান না।
- তাঁরা হিংসা ও বৈষম্যের শিকার হন।
- তাঁদের যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস থাকে না।
- তাঁরা নিজেদের দুর্বল মনে করেন।
- তাঁরা পুরুষদের উপর নির্ভরশীল থাকেন।

বাড়ির বাইরে বিভিন্ন কাজে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়াতে হলে সমতার সাথীদের নিজেদের জীবনে পরিবর্তন আনতে হবে। নিজেদের পাড়াপড়শিদের মধ্যে আলোচনা করতে হবে যে কিভাবে পুরুষরা এই বদলাটা আনতে পারেন। এই ধরনের কাজ করা যায় ঃ

- মেয়েদের / নারীদের বাড়ির বাইরে বেরোনোর সুযোগ বাড়াতে হবে।
- সমতার সাথীরা বাড়ির কাজের দায়িত্ব নেবেন।
- সর্বসাধারণের জন্য যে জায়গাগুলি আছে সেখানে লিঙ্গ সাম্যের পরিবেশ তৈরী করতে হবে।
- সর্বসাধারণের জন্য জায়গাগুলিতে নারীদের / মেয়েদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।

লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমতার সাথীর পরিকল্পনা

সর্বসাধারণের জন্য যে জায়গাগুলি আছে সেখানে মেয়েদের / নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়াতে হলে কি কি করবেন?

সর্বসাধারণের জন্য যে জায়গাগুলি আছে সেখানে মেয়েদের / নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়াতে গিয়ে কি কি মুস্কিল হয়েছে?

পরের অধ্যায়ে আমরা লিঙ্গভিত্তিক হিংসা আর বৈষম্য নিয়ে আলোচনা করব।

সমান সুযোগ আর অংশগ্রহণ অনুশীলন ০। উত্তর

জায়গা	নারীদের সুযোগ আর অংশগ্রহণ		পুরুষদের সুযোগ আর অংশগ্রহণ	
	কম	বেশি	কম	বেশি
টিউবওয়েল / কুয়োর পাড়		√	√	
পুকুর		√	√	
ধর্মীয় স্থান–মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি	√			√
পশু চ্রার মাঠ	√			√
ক্ষেত	√			√
ছোট শহর	√			√
পথের ধারে / রক	√			√
রাস্তার মোড়	√			√
খেলার মাঠ	√			√
বাজার	√			√
পঞ্চায়েত ভবন	√			√
রেশনের দোকান		√	√	
ব্যাংক	√			√
গ্যাসের গুদাম		√	√	
কোর্ট কাছারী	√			√
থানা	√			√
শ্মশান				√
মাংসের দোকান	√			√
পোস্ট অফিস	√			√
জঙ্গল	√			√
সার বীজের দোকান				√
ভজনের জায়গা		√	√	
সিনেমা হল	√			√
মোট জায়গা				

3. লিঙ্গভিত্তিক হিংসা আর বৈষম্য

সামাজিক ধারণা

মেয়েদের / নারীদের ঠিক পথে রাখার জন্য একটা দুটো চড় থাপ্পড় মারা কি বকা ঝকা করাকে হিংসা বলা উচিত নয়।

হিংসা কাকে বলে?

সমতার সাথীদের বুঝতে হবে হিংসা এবং তার বিভিন্ন রূপ কি কি? লিঙ্গভিত্তিক হিংসা / অত্যাচার বলতে আমরা কি বুঝি। হিংসা / অত্যাচার কথাগুলি শুনলে আমাদের কি কি মনে হয়, যেমন মারধোর, গালাগালি করা, পুড়িয়ে দেওয়া, ঝগড়া ঝাঁটি, গুলি করা, ছুরি মারা ইত্যাদি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে হিংসা মানে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের উপর, বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা দল / সমষ্টির উপর ক্ষমতা আর গায়ের জোর ব্যবহার করা বা ব্যবহার করার হুমকি দেওয়া। এবং এর ফলে আঘাত, মৃত্যু, মানসিক বিপর্যয়, ব্যক্তিত্বের বিকাশে ব্যাঘাত আর বঞ্চনা হতে পারে।

লিঙ্গভিত্তিক হিংসা আর বৈষম্য অনুশীলন 01 ছবিগুলি দেখুন। ছবিতে কি হচ্ছে তা বলুন। ছবিগুলিতে মেয়ে / নারী আর ছেলে / পুরুষ, এদের চিহ্নিত করুন।

বাড়ির ভেতরে

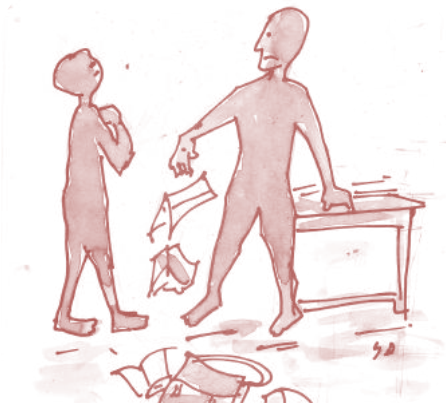

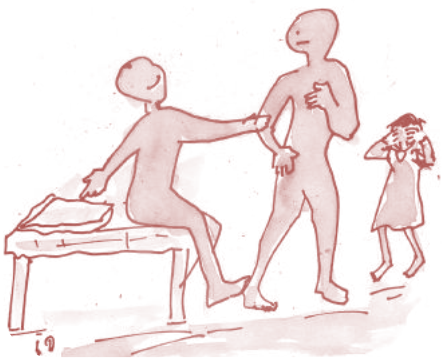

1. কার উপর হিংসার ঘটনাটি ঘটছে?

---

2. কে হিংসাত্মক কাজটি করছে?

---

3. চরিত্রদের মধ্যে সম্পর্ক কি?

---

4. ঘটনাটি কোথায় ঘটছে?

---

5. কি করে বুঝলেন যে এখানে হিংসা ঘটছে?

বাড়ির বাইরে

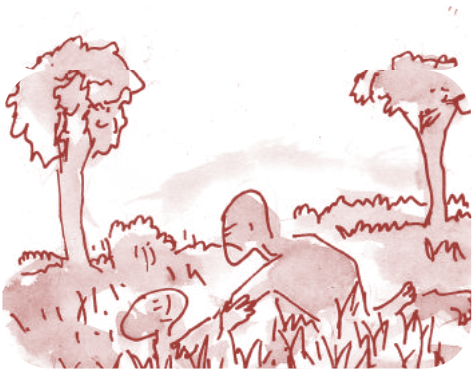

1. কার উপর হিংসার ঘটনাটি ঘটছে?

---

2. কে হিংসাত্মক কাজটি করছে?

---

3. চরিত্রদের মধ্যে সম্পর্ক কি?

---

4. ঘটনাটি কোথায় ঘটছে?

---

5. কি করে বুঝলেন যে এখানে হিংসা ঘটছে?

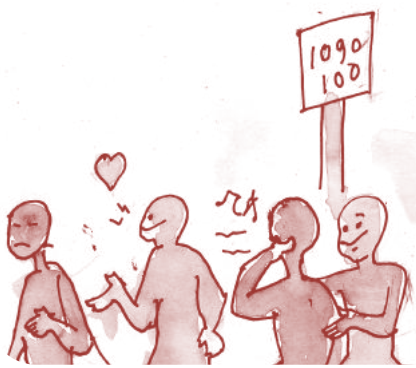

অনুশীলনটি করার জন্য ধন্যবাদ। এইবারে আমরা লিঙ্গভিত্তিক হিংসা সম্বন্ধে কিছু পড়াশোনা করব।

লিঙ্গভিত্তিক হিংসা কি?

কাউকে তার লিঙ্গ পরিচয়ের কারণে শারীরিক, মানসিক / আবেগগত,অর্থনৈতিক এবং যৌন নির্যাতন করাকে লিঙ্গভিত্তিক হিংসা বলে। শুধুমাত্র মেয়ে হওয়ার কারণে মেয়েরা / নারীরা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি পরিমাণে লিঙ্গভিত্তিক হিংসার শিকার হন।

লিঙ্গভিত্তিক হিংসার প্রকার :

শারীরিক হিংসা – প্রচন্ডভাবে মেরে শরীরে কালসিটে এবং ক্ষত তৈরী করা, ঘরে আটকে রাখা, গলা টিপে ধরা ইত্যাদি।

মানসিক / আবেগগত হিংসা – অপমানকর নামে ডাকা, চরিত্র হনন করা, ছেলে না হওয়ার জন্য অপমান করা ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক হিংসা – চাকরি করতে বাধা দেওয়া, স্ত্রী ও সন্তানের খরচ বহন না করা, স্ত্রীর স্ত্রীধন সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া ইত্যাদি।

যৌন হিংসা – জোর করে যৌন সম্পর্ক করা, জোর করে পর্ণগ্রাফি দেখতে অথবা পর্ণগ্রাফিতে অংশগ্রহণ করানো ইত্যাদি।

মেয়েদের / নারীদের এই ধরনের হিংসার সাথে যুঝতে হয়। জন্মের পর থেকেই সামাজিকীকরণের ফলে তারা এই হিংসাকে স্বাভাবিক বলে মনে করতে থাকে এবং একই কারণে সমাজও এটাকে স্বাভাবিক বলে মনে করে।

লিঙ্গভিত্তিক হিংসার প্রভাব

সমাজে এই হিংসার প্রভাব খুবই গভীর এবং বিস্তৃত, এর ফলে মেয়েরা / নারীরা তাদের মৌলিক অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত হয় যা তাদের পূর্ণ বিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করে।

মৌলিক অধিকারগুলি হল স্বাধীনতা, লিঙ্গ সমতা, নিপীড়ন থেকে মুক্তি ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন।

যে মুহূর্তে মেয়েরা/ নারীরা লিঙ্গভিত্তিক ধারণা বা আচরণ অর্থাৎ সামাজিক রীতিনীতিগুলি লঙ্ঘন করে এবং পাল্টাতে চায়, সেই মুহূর্তে সমাজ, এমনকি তাদের নিজেদের পরিবার থেকেও তাদের ওপরে হিংসা নেমে আসে। অনুশীলন 02 তে লিঙ্গভিত্তিক হিংসার বিভিন্ন প্রকার বোঝা যাবে।

লিঙ্গভিত্তিক হিংসার বিভিন্ন প্রকার– অনুশীলন 02

এই অনুশীলনে আপনারা জানতে পারবেন যে হিংসা বললে আমাদের মাথায় কোন কোন শব্দগুলি খেলে। সমাজে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হিংসার ঘটনা ঘটতেই থাকে। কখনও আমরা হিংসার শিকার হই আবার কখনও আমরা নিজেরাও হিংসাত্মক আচরণ করে থাকি।

ছবিগুলি দেখুন। ছবিগুলিতে কি ধরনের হিংসা দেখতে পাচ্ছেন? কি ঘটছে? যৌন হেনস্থা, আগুন লাগিয়ে দেওয়া, গালাগালি করা, মারধোর করা, চেপটে দেওয়া, গলা টিপে ধরা ইত্যাদি। যা দেখতে পাচ্ছেন তাই লিখুন।

বহু মেয়েদের / নারীদের জীবনে চক্রাকারে হিংসা আসে। সমতার সাথীদের বোঝা দরকার এই হিংসার চক্রটি কিভাবে কাজ করে।

১. মেয়ে শিশু কন্যা , বালিকা ও কিশোরী ঃ

শারীরিক হিংসা – শিশুকন্যা হত্যা, কন্যা ভ্রূণ হত্যা, মারধোর করা, খেতে না দেওয়া, মেয়েদের যত্ন না নেওয়া, চিকিৎসা না করানো ইত্যাদি।

মানসিক / আবেগগত হিংসা – জোর করে বিয়ে দেওয়া, আত্মীয় পরিজনদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, গালাগালি করা, টিটকারি মারা, চেহারা বা গায়ের রং নিয়ে কটুক্তি করা, লেখাপড়ার ভালো ব্যবস্থা না করা, পড়াশোনা বন্ধ করে দেওয়া, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু না শেখানো, স্বাস্থ্য সমস্যাকে অগ্রাহ্য করা, চলাফেরাকে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করা, বন্ধুবান্ধবের সাথে যোগাযোগে বাধা দেওয়া ইত্যাদি।

যৌন হিংসা – বাচ্চা মেয়েদের সাথে যৌন সম্পর্ক করা, যৌন ব্যবসায় বিক্রী করে দেওয়া, ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়া, বাল্য বিবাহ (বাধ্যতামূলকভাবে যৌন জীবনে প্রবেশ করানো) দেওয়া ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক হিংসা – খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগের ক্ষেত্রে শিশু কন্যার প্রতি বৈষম্য এবং সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

2.প্রাপ্তবয়স্ক নারী ঃ

শারীরিক হিংসা – চড়, লাথী, ঘুষি, ধাক্কা মারা, গলা টিপে ধরা, প্রচন্ডভাবে মারধোর করে শরীরে কালসিটে এবং ক্ষত তৈরী করা, ঘরে আটকে রাখা, অত্যধিক খাটানো, জবরদস্তি গর্ভধারণ এবং গর্ভপাত করানো, ডাইনী বলে পুড়িয়ে দেওয়া, বিধবাদের খাদ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

মানসিক আবেগগত হিংসা – অপমান করা, অপমানকর নামে ডাকা, অপমানকর গালি গালাজ করা, হুমকি দেওয়া, চরিত্র হনন করা, নানানভাবে লাঞ্ছনা করা, পণের জন্য হেনস্থা করা, চেহারা এবং পোষাক নিয়ে টিটকারি করা, পোষাক পরা ও চলাফেরাকে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করা, নিজের পছন্দের মানুষকে বিয়ে করতে বাধা দেওয়া। আত্মীয় পরিজন ও বন্ধুবান্ধবদের সাথে যোগাযোগে বাধা দেওয়া, বাপের বাড়ির লোককে নানানভাবে অপমান করা, ছেলে না হওয়ার জন্য অপমান করা, আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া, দেখাশোনা ও যত্ন না করা, স্বাধীনতা খর্ব করা, স্বাস্থ্য সমস্যাকে অগ্রাহ্য করা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে দূরে রাখা, বিধবাদের পোষাক পরিচ্ছদে বৈষম্য সৃষ্টি করা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা জারি করা।

যৌন নির্যাতন হিংসা – জোর করে যৌন সম্পর্ক করা, ধর্ষণ, যা বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যে ও বাইরে ঘটে থাকে, পরিবারের মধ্যে যৌন হেনস্থা, জবরদস্তি গর্ভধারণ ও গর্ভপাত ঘটানো, জোর করে গর্ভনিরোধক ব্যবহার করানো। বিক্রী করে দেওয়া, জবরদস্তি পর্ণগ্রাফি দেখতে অথবা পর্ণগ্রাফিতে অংশগ্রহণ করানো, যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য হুমকি দেওয়া, কাজের জায়গায় যৌন হেনস্থা করা ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক হিংসা – চাকরি করতে বাধা দেওয়া, রোজগার করলে তার মাইনে নিয়ে নেওয়া, স্ত্রী ও সন্তানের খরচ বহন না করা, স্ত্রীর স্ত্রীধন সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া, স্ত্রীর স্ত্রীধন সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, স্ত্রীকে বাড়ির বাইরে বের করে দেওয়া, বৈধব্যের সুগোগে সম্পত্তির থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি।

3.বৃদ্ধা নারী ঃ

শারীরিক হিংসা – বাড়িতে মারধোর করা, খেতে না দেওয়া, অত্যধিক খাটানো, যত্ন না নেওয়া, ডাইনী বলে পুড়িয়ে মারা ইত্যাদি।

মানসিক / আবেগগত হিংসা – অপমান করা, অপমানকর গালিগালাজ করা, দেখাশোনা / যত্ন না করা, উপেক্ষা করা, বৈধব্যের জন্য অপমান করা, বৈধব্যের কারণে গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা, স্বাধীনতা খর্ব করা, হুম্‌কি দেওয়া, স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে পরিবারের উদাসীন থাকা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে দূরে রাখা, বিধবাদের খাদ্য ও পোষাকের ওপরে নিয়ন্ত্রণ জারি করা, সন্তান দ্বারা উপেক্ষিত হওয়া, গতিবিধির ওপরে নিয়ন্ত্রণ জারি করা ইত্যাদি।

যৌন হিংসা – ধর্ষণ, যৌন হেনস্থা, বৈধব্যের সুযোগ নিয়ে জোর করে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক হিংসা – সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, বাড়ির বাইরে বের করে দেওয়া ইত্যাদি।

এইবারে অনুশীলন 03 এ দেখা যাক লিঙ্গভিত্তিক হিংসা কিভাবে সমাজে টিকে আছে।

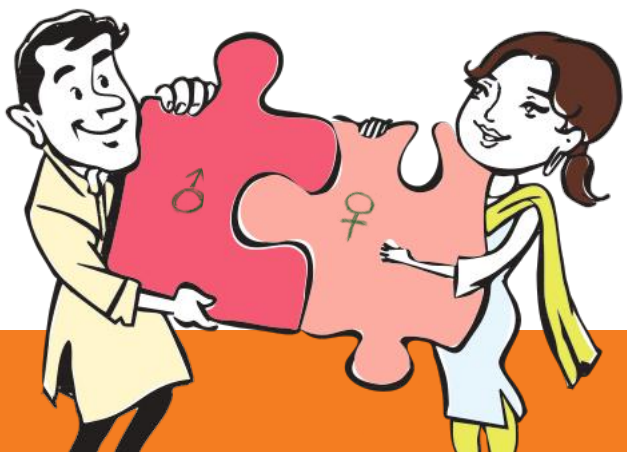

লিঙ্গভিত্তিক হিংসা কিভাবে সমাজে টিকে আছে অনুশীলন 03

সমতার সাথীদের ৫টি প্রশ্ন করা হয়েছে। আপনারা ক, খ, গ তে √ চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

সামাজিক মাপকাঠি	(ক) হ্যাঁ	(খ) না	(গ) জানিনা
1. মেয়ে জন্মালে কি প্রত্যেকটি বাড়িতে আনন্দের উৎসব হয়?			
2. মেয়ে জন্মালে কি এখনও মা-বাবা ঠাকুর্দা-ঠাকুমা দুঃখিত হন?			
3. সকলেই কি আজকাল চান যে তাদের মেয়ে সন্তান জন্মাক?			
4. এখন কি আর জন্মানোর আগেই মেয়ে ভ্রুণকে নষ্ট করা হচ্ছে না?			
5. ছেলে আর মেয়ের লালন পালনে কি আর কোনো বৈষম্য নেই?			

লিঙ্গভিত্তিক হিংসার শিকার হলে কি ধরনের প্রভাব নারীদের আর পুরুষদের জীবনে দেখা যায়?

নারীদের উপর প্রভাব ঃ

- সচেতনতার অভাব
- উন্নতিতে বাধা
- আত্মসম্মানের অভাব
- স্বাস্থ্যের সমস্যা, পেটে ব্যথা, গর্ভপাত, এইচ আই ভি।
- মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা যেমন, উৎকণ্ঠা, ভয়, মাথা ব্যথা, অস্থিরতা, ঘুমের ব্যাঘাত, যৌন সম্পর্কে অনীহা, আত্মহত্যার ইচ্ছা, মৃত্যু কামনা।
- গুরুতর আঘাত যেমন হাড় ভাঙ্গা, কেটে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া।

পুরুষদের উপর প্রভাব ঃ

- শারীরিক আঘাত
- রাগ
- আক্রমণাত্মক ব্যবহার
- হীনমন্যতার শিকার

- হীনমন্যতার শিকার
- বুক ধড়ফড় করা
- চিন্তা
- অস্থিরতা
- ঝুঁকি নিতে ভয়
- নেশা করা
- নিজের চেয়ে দুর্বল মানুষকে অত্যাচার করা
- ঝুঁকিপূণ যৌন জীবনযাপন
- অন্যদের প্রতি বিরক্তি ও ঘৃণা
- রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া
- আর্থিক আশংকা

সমতার সাথীরা লিঙ্গ সাম্যের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরী করুন

লিঙ্গভিত্তিক হিংসা থামাতে হলে কি কি করবেন? ----------

পরের অধ্যায়ে আমরা গার্হস্থ্য হিংসা নিয়ে আলোচনা করব।

অনুশীলনগুলির উত্তর

লিঙ্গভিত্তিক হিংসা আর বৈষম্য অনুশীলন 01

বাড়ির ভেতরে । নারী 2 পুরুষ 3 স্বামী স্ত্রী 4 বাড়ির ভেতরে 5 স্বামী স্ত্রীকে মারছে, অনেক ক্ষেত্রেই সমাজে এটা মেনে নেওয়া হয়, কিন্তু আমরা জানি এই ধরনের ব্যবহার হিংসার প্রতিফলন।

বাড়ির বাইরে । মেয়ে, নারী 2 ছেলে, পুরুষ 3 অচেনা লোক, পরিচিত মানুষ, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ 4 অফিস, চৌমাথা রাস্তা 5 ছেলেরা মেয়েদের বিরক্ত / হেনস্থা করছে, সমাজে মেনে নেওয়া হয়, আমরা জানি, এই ধরনের ব্যবহার হিংসার প্রতিফলন।

লিঙ্গভিত্তিক হিংসার বিভিন্ন প্রকার– অনুশীলন 02

। ধর্ষণ 2 বাড়ি থেকে বেরতে দিচ্ছে না 3 কাজের জায়গায় যৌন হেনস্থা করছে 4 ধাক্কা মেরে বাড়ি থেকে বার করে দিচ্ছে 5 বকাঝকা, গালাগাল করছে 6 মোবাইলে অশ্লীল ছবি দেখাচ্ছে

লিঙ্গভিত্তিক হিংসা কিভাবে সমাজে টিকে আছে – অনুশীলন 03

। খ 2 ক 3 খ 4 খ 5 খ

3a. গার্হস্থ্য হিংসা

সামাজিক ধারণা

ঘরের মধ্যে বাসনে বাসনে তো ঠোকাঠুকি লাগবেই। একে হিংসা বলা ঠিক নয়।

এই তালিকাটি দেখে বলুন, আমাদের নিজেদের বাড়িতে, আমাদের আশেপাশে মেয়েদের / নারীদের উপর বাড়ির ভেতরে কি কি ধরনের হিংসা ঘটে। এইরকম ঘটনার কথা হয়তো আমরা খবরের কাগজেও পড়েছি। আপনি জানাবেন আপনি একমত কি একমত নন।

হিংসা	একমত	একমত নই
ঘুষি মারা		
মারা		
গলা টেপা		
মেরে ফেলা		
পুড়িয়ে দেওয়া		
জিনিস ছুঁড়ে মারা		
লাথি মারা, ধাক্কা মারা		
ধারালো জিনিস দিয়ে আঘাত করা		
গালাগাল করা		
সমালোচনা করা		
হুমকি দেওয়া		
অপমান করা		
ছোট করার জন্য মন্তব্য করা		
ধর্ষণ		
যৌন আক্রমণ, জোর করে যৌন সম্পর্ক করা		
যৌন হেনস্থা		
জোর করে যৌন সম্পর্ক করার জন্য নারীকে হুমকি দেওয়া		
কাউকে অপহরণ করা		
জোর করে বিয়ে করা		
নারীদের বাড়ির বাইরে কাজ করতে না দেওয়া		
আর্থিক নিয়ন্ত্রণ		
প্রিয়জন / পরিবারের থেকে আলাদা করা		
যাতায়াতে নজরদারী করা		
তথ্য / খবর না দেওয়া		

অনুশীলন করার জন্য ধন্যবাদ। এরপরে আমরা আলোচনা করব যে গার্হস্থ্য হিংসা সম্বন্ধে আলোচনা / প্রতিবাদ শুরু হলে তাকে নিজেদের ব্যাপার আর বাড়ির ব্যাপার বলে থামিয়ে দেওয়া হয় কেন।

গার্হস্থ্য হিংসার আলোচনা বা প্রতিবাদকে বাড়ির ব্যাপার বলে থামিয়ে দেওয়া উচিত কি?

আমাদের সমাজে বাড়ির ভেতরের কথাগুলিকে বাড়ির ভেতরেই রেখে দেওয়ার প্রবণতা আছে। এর ফলে অনেক সময়েই বাড়ির ভেতরে যে নারী আর বাচ্চাদের উপর হিংসাগুলি ঘটে তার কথা জানা যায় না। সমতার সাথীদের বুঝতে হবে যে নারীদের উপর বাড়িতে যে হিংসাত্মক ঘটনাগুলি ঘটে সেই ব্যাপারগুলি ঢেকে রাখলে চলেবে না। সকলকে জানাতে হবে নারীদের উপর কি কি ধরনের অত্যাচার অর্থাৎ হিংসা ঘটতেই থাকে আর সব জায়গাতেই এই ধরনের হিংসাগুলি ঘটে। এই হিংসা বন্ধ করার জন্য কাজ করতে হবে।

সমতার সাথীরা তো বুঝেছেন যে নারীদের বিরুদ্ধে হিংসার বিভিন্ন রূপ রয়েছে যেমন, ঃ শারীরিক, মানসিক,অর্থনৈতিক ও যৌন হিংসা অর্থাৎ জোর করা, ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ করা, নিয়ন্ত্রণ করার জন্য হুমকি দেওয়া, খারাপ ব্যবহার করা, এমনভাবে আত্মসম্মান খর্ব করা যে অত্যাচারিতা নারী নিজের অত্যাচারীর উপর নির্ভরশীল থাকে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত থাকে– এই সবই ঘটে বৈষম্যপূর্ণ পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। বুঝতে হবে যে এমন একটি সমাজ তৈরী করতে হবে, যেখানে পুরুষ আর নারীর উভয়ের প্রতি আচরণ, সম্বোধন, কথাবার্তায় ভালোবাসা আর সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমাদের সমাজে নারীদের অলৌকিক মানুষ হিসাবে দেখা হয় যেমন, মা দুর্গা, মাতৃশক্তি, দয়ালু, কোমল ইত্যাদি। কিংবা নারীদের দেখা হয় হাস্যকর, নীচু জীব হিসাবে। এর ফলে

অনেক সময়েই নারীরা পুরুষদের সামনে বা তাদের সঙ্গে অতি সাধারণ কথাবার্তা বলতেও ভয় পান বা ইতস্ততঃ করেন। রেগে গিয়ে পুরুষরা যে গালিগালাজ করেন সেই শব্দগুলি অধিকাংশই নারীর শরীর আর যৌনতার সঙ্গে যুক্ত।

পুরুষরা যখন নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করেন তাতে নারীদের কথা উঠলে অনেক সময়েই সে কথা নারী– শরীর সর্বস্ব হয়। এই ধরনের কথাবার্তা নারীদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার পিতৃতান্ত্রিক ধারণার অন্তর্গত। পুরুষদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘটলে গালিগালাজের লক্ষ্য হয়ে যান দুই পরিবারের নারীরা। এই ধরনের মনোভাব নারীদের প্রতি সম্মানজনক নয়।

সমতার সাথীরা লিঙ্গ সাম্যের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরী করুন

সমতার সাথী, আপনি কি করবেন যাতে আপনার বাড়িতে মেয়েদের / নারীদের উপর হিংসা না ঘটে?

সমতার সাথীরা গার্হস্থ্য হিংসা বন্ধ করতে দলগতভাবে কি করবেন?

লিঙ্গ সাম্য আনার জন্য সমতার সাথীরা নিজেদের পরিকল্পনা করেছেন। ধন্যবাদ। এইবার পরের অধ্যায়ে গার্হস্থ্য হিংসার আইনটি সম্বন্ধে কিছু জানা যাবে।

3b. পারিবারিক নির্যাতন থেকে নারীদের সুরক্ষা আইন, ২০০৫

সামাজিক ধারণা

বাড়ির ভেতরের কথা বাড়িতেই মিটে যাওয়া উচিত। এইসব কথা সকলে জানতে পারলে পরিবারের মানসম্মান চলে যায়।

পারিবারিক নির্যাতন থেকে নারীদের সুরক্ষা আইনটি কি?

'পারিবারিক নির্যাতন থেকে নারীদের সুরক্ষা আইন, ২০০৫'– এই আইনটি বাড়ির ভেতরে নারীদের উপর যে হিংসা ঘটে সেইগুলি থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য আনা হয়েছে। এই হিংসাগুলি অনেক রকমের হতে পারে, যেমন শারীরিক, মানসিক / আবেগগত, যৌন ও আর্থিক। পারিবারিক নির্যাতন থেকে নারীদের সুরক্ষা আইন ২০০৫, পরিবারের মধ্যে প্রতিটি নারী–বিবাহিতা বা অবিবাহিতা, স্ত্রী, মেয়ে, মা, বোন, পুত্রবধূ বা মহিলা সঙ্গীকে পারিবারিক নির্যাতন থেকে সুরক্ষা দেয় । যে কোনো পুরুষ, যার সঙ্গে নারীর পারিবারিক সম্পর্ক আছে, যেমন বাবা, ভাই, স্বামী, প্রেমিক (যিনি প্রেমিকার সাথে স্বামী স্ত্রীর মতন বসবাস করেন) তিনি যদি সেই মহিলা বা তার বাচ্চাদের উপর অত্যাচার বা অবহেলা করেন তবে তার বিরুদ্ধে এই আইনের আওতায় ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। এটি একটি দেওয়ানী আইন।

পারিবারিক নির্যাতনের সংজ্ঞা

যে কোনো পুরুষ আর নারী যদি পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে থাকেন এবং এবং সেই নারীর যদি স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, জীবন ও শরীর কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাহলে সেই ক্ষতিকারক আচরণ পারিবারিক হিংসার আওতায় পড়বে। এই হিংসা যে কোনো ধরনের হোক না কেন– শারীরিক, মৌখিক, মানসিক, আবেগগত, যৌন, আর্থিক ইত্যাদি।

নিপীড়িতা নারী কে?

তিনি মা হতে পারেন অথবা বোন, মেয়ে, স্ত্রী, দ্বিতীয় স্ত্রী, অথবা এমন কোনো নারী যার সঙ্গে বিবাদীর পারিবারিক সম্পর্ক আছে। প্রথমে এই আইনে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যেত তিনি হতেন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ অথবা স্বামী বা বিবাহের মতন সম্পর্কে থাকা পুরুষটির আত্মীয়। বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তিই, (যার সঙ্গে অভিযোগকারিণী মহিলার পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে) বিবাদী হতে পারেন।

পারিবারিক সম্পর্ক মানে কি?

একাধিক মানুষ, যারা যৌথ গৃহস্থালিতে এক সঙ্গে থাকেন এবং তাদের মধ্যে রক্তের, বিবাহ বা বিবাহের মতন সম্পর্ক অথবা দত্তক, পারিবারিক ইত্যাদি দ্বারা সম্পর্ক হতে পারে।)

যৌথ গৃহস্থালি মানে কি?

এমন জায়গা যেখানে অভিযোগকারিণী, বিবাদীর সঙ্গে এক সংসারে থেকেছেন বা আছেন, দুজনে মিলে, অন্যদের সঙ্গে, বাড়ি ভাড়া নিয়ে অথবা নিজেদের মালিকানায়।

পারিবারিক নির্যাতন থেকে নারীদের সুরক্ষা আইন, ২০০৫–এর সাহায্যে নির্যাতিতা মহিলারা নিম্নলিখিত সুরাহাগুলি পেতে পারেন :

- নির্যাতন বন্ধ করার জন্য সুরক্ষা আদেশ
- স্বামীর বাড়ি, বাপের বাড়ি অথবা যৌথ গৃহস্থালী অর্থাৎ যৌথ পারিবারিক বাসস্থানে বসবাসের অধিকার
- নিজের বাচ্চাদের নিজের হেফাজতে রাখার অধিকার
- নির্যাতিতা মহিলা ও তার সন্তানের খোরপোষ পাওয়ার অধিকার ও চিকিৎসা বিষয়ে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার অধিকার।
- পারিবারিক অত্যাচারের জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার

এই আইন অনুযায়ী কোনও নির্যাতিতা মহিলা পুলিশের কাছে অভিযোগ না জানিয়েও:

- সরাসরি আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অবিলম্বে অত্যাচার বন্ধ করার জন্য সুরক্ষা আদেশ পাওয়ার আবেদন করতে পারেন, অথবা
- জেলাস্তরে একজন সুরক্ষা অফিসার নিযুক্ত আছেন। জেলার সুরক্ষা অফিসার (প্রেটেকশন অফিসার), পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা বা লিগ্যাল এড সার্ভিস–এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা
- কোনও উকিল অথবা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যারা মেয়েদের অধিকার নিয়ে কাজ করে তাদের কাছে লিখিত বা মৌখিক ভাবে আবেদন জানাতে পারেন।

এই আইনটি হিংসা বিরোধী। একে পুরুষ বিরোধী আইন মনে করা ঠিক নয়।

পরের অধ্যায়ে আমরা যৌন হেনস্থা নিয়ে আলোচনা করব।

3c. যৌন হেনস্থা

এই অধ্যায়ে সমতার সাথীরা নারীদের উপর যে যৌন হেনস্থা ও যৌন আক্রমণ হয় সেই সম্বন্ধে আরও জানতে পারবেন। অনুশীলন ০১ এ জানা যাবে যৌন হেনস্থা কি।

যৌন হেনস্থা অনুশীলন ০১

মেয়েদের / নারীদের উপর যৌন হেনস্থা ঘটার বড় কারণ– আমাদের সমাজে প্রচলিত ধারণা হল যে ছেলেদের / পুরুষদের এই ধরনের ব্যবহার করার অধিকার আছে। এই ধারণার ভিত্তিতে ছেলেরা / পুরুষরা এইরকম ব্যবহার করে। কিন্তু এইরকম আচরণ করা কি ঠিক? দেখা যাক কি ধরনের সামাজিক ধারণা / আচরণ ভালোবাসার প্রকাশ আর কোন কোন ব্যবহার যৌন হেনস্থা।

তালিকাতে সামাজিক ধারণা / আচরণের বর্ণনাগুলি পড়ুন আর √ চিহ্ন দিয়ে বলুন কোন ব্যবহারগুলি গ্রহণযোগ্য আর কোনগুলি হেনস্থা।

আচরণের বর্ণনা / সামাজিক ধারণা	গ্রহণযোগ্য	যৌন হেনস্থা
1. জোর জবরদস্তি করলেই তো ভালবাসার আসল মজা পাওয়া যায়।		
2. স্ত্রী / প্রেমিকার না'তেই হ্যাঁ লুকিয়ে আছে।		
3. স্ত্রী / প্রেমিকার মন জয় করতে হলে পুরুষের নিজের শরীরকে বলবান করতে হবে।		
4. প্রেমের জন্য পুরুষের তার স্ত্রী / প্রেমিকার সম্মতির প্রয়োজন নেই।		
5. শারীরিক সম্পর্কের ইচ্ছা নারীদেরও হতে পারে।		
6. পুরুষই ঠিক করবে দম্পতির কতজন সন্তান হবে।		
7. স্বামীকে খুশি রাখতে চাইলে স্ত্রীর কখনওই যৌন সম্পর্কে না বলা উচিত নয়।		
8. যৌন সম্পর্কে আনন্দের জন্য স্ত্রীর সম্মতি নেওয়া জরুরী।		
9. সুন্দরী মেয়ে দেখে একজন ছেলে যদি চোখ মারে কি শিস দেয়, তাতে দোষের কিছু নেই।		
10. ছেলেরা পেছনে লাগলে তো মেয়েরা খুশি হয়।		
11. নিজের আনন্দের কথা ভেবে স্বামী তার স্ত্রীর সঙ্গে যেমন ইচ্ছে যৌন ব্যবহার করতে পারে।		
12. মেয়েরা সাজগোজ করে যাতে ছেলেরা তাদের পেছনে লাগে।		
13. তাড়াতাড়ি বাচ্চা হলে দায়িত্বের ভারে স্ত্রী পর পুরুষের দিকে তাকাতে পারবে না।		
14. প্রকৃতিগত কারণেই ছেলেরা মেয়েদের উত্যক্ত করে।		

অনুশীলনটি করার জন্য ধন্যবাদ।

যৌন হেনস্থা কি?

ধর্ষণ করা, কাউকে জোর করে অশ্লীল কিছু দেখানো বা পড়ানো, নারীদের অপমান করার জন্য তাঁদের লিঙ্গ পরিচয় টেনে আনা বা বাচ্চাদের সঙ্গে কোন যৌন আচরণ করা– এই ব্যবহারগুলি যৌন হেনস্থা। নারীদের সঙ্গে বিভিন্ন যৌন হেনস্থার ঘটনা বাড়িতে, বাড়ির বাইরে এবং কাজের জায়গায় ঘটে। পুরুষদের এই ধরনের দুর্ব্যবহার নারীদের মধ্যে সুরক্ষার অভাব তৈরী করে। এর ফলে মেয়েরা / নারীরা নিজেদের জীবনগুলি ছোট গন্ডির মধ্যে বেঁধে ফেলেন। নারীদের / মেয়েদের যাতায়াতের পথে–স্কুল, বাজার, কাজের জায়গাতে বিভিন্ন মন্তব্য, টিটকারি ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হয় আর এর ফলে অনেকেই নিজেদের এদিক ওদিক যাওয়া সীমিত রাখেন। পুরুষদের এই ধরনের আচরণ মেয়েদের উন্নতির পথ আটকে দেয়। এই ধরনের ব্যবহার আইনী অপরাধ। কাজের জায়গায় যৌন হেনস্থা বন্ধ করার জন্য সরকারী, বেসরকারী সব কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা নিবারণ কমিটি তৈরী করা বাধ্যতামূলক। বহু ধরনের ব্যবহারকেই যৌন হেনস্থা বলা যেতে পারে। পরিপূর্ণ তালিকা গঠন করা সম্ভব নয়। তবে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেমন ঃ
কামড়ে দেওয়া, শরীর টিপে দেওয়া, চোখ মারা, শিস দেওয়া, গায়ে হাত দেওয়া, মন্তব্য করা, জোর করে যৌন ব্যবসা করানো, ধর্ষণ, জবরদস্তি গর্ভধারণ, নারীদের / মেয়েদের বেচাকেনা, ভয় দেখিয়ে যৌন সম্পর্ক করা ইত্যাদি।

ভিডিও, মোবাইলে অশ্লীল বিষয় প্রদর্শনী

প্রায় সকলের কাছেই আজকাল মোবাইল ফোন আর অন্যান্য সঞ্চার মাধ্যম পৌঁছে যাচ্ছে। মোবাইল আর ইন্টারনেটের ফলে যুবক যুবতীদের এক নতুন জীবনযাত্রা শুরু হয়েছে। অনেক কিছু ওঁরা সহজেই জানতে পারছেন। ওঁরা যৌনতা সম্বন্ধে এখন সহজেই জানতে পারছেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে মিডিয়া বাজারে পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব আর পৌরুষের প্রতাপ বেড়েছে। এর ফলে এমন সব চলচ্চিত্র তৈরী হচ্ছে যেখানে মেয়েরা / নারীরা ভোগ্যবস্তু। এর ফলে অনেক মেয়েদের উপর অত্যাচার বেড়ে গেছে। অনেক ছবিতেই পুরুষদের আক্রমণাত্মক হতে প্রলুব্ধ করা হচ্ছে।

সমতার সাথীরা যৌন হেনস্থার বিষয়ে নিজেদের জানার পরিধি বাড়ালেন। ধন্যবাদ। পরের অধ্যায়ে আমরা ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা করব।

যৌন হেনস্থা অনুশীলন 01

1 হেনস্থা 2 হেনস্থা 3 হেনস্থা 4 হেনস্থা 5 গ্রহণযোগ্য 6 হেনস্থা
7 হেনস্থা 8 গ্রহণযোগ্য 9 হেনস্থা 10 হেনস্থা 11 হেনস্থা
12. হেনস্থা 13. হেনস্থা 14. হেনস্থা

3d. ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করা

সমতার সাথীরা এইবারে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করা বিষয়টা লিঙ্গ সাম্যের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করবেন। এই গল্পটি পড়ুন।

বিমল আর তাঁর স্ত্রী কল্পনা আপনাদের পাড়ায় থাকেন। তাঁদের ১৫ বছর বিয়ে হয়েছে আর দুটি মেয়ে আছে। মেয়েরা ভালো স্কুলে পড়ে। ওঁদের পরিবারটি বেশ খুশিতে আছে কিন্তু বিমলের মামা জয়দেব সারাক্ষণ বিমলকে বিরক্ত করে। ''কি রে বিমল? তোর বংশে বাতি দেবে কে? কিছু কর।'' ''আজকাল অনেক উপায় রয়েছে। তুই বলিস তো আমি খোঁজ নিতে পারি।'' ''এইভাবে আর কতদিন চলবে বিমল?'' ইত্যাদি। বিমল জয়দেবের কথার উত্তর দেয় না কিন্তু ও বুঝতে পারছে যে কল্পনার মনে আতঙ্ক তৈরী হচ্ছে। একদিন বিমল আপনার কাছে এল।

আরেকটি পরিবার হল মাধব আর তাঁর স্ত্রী ইন্দু। তাঁদের ১০ বছর বিয়ে হয়েছে আর তিনটি মেয়ে আছে। ইন্দু চতুর্থবার সন্তানসম্ভবা হয়েছে। দ্বিতীয় মেয়েটি হওয়ার পর থেকেই মাধব তার স্ত্রীকে মারধোর করে। ইন্দু রাগে দুঃখে তার মেয়েদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, তাদের যত্ন করে না, ঠিকমতন খেতে দেয় না। মাধব আর তার পরিবারের লোকেরা বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে খবর আনতে শুরু করেছে। পাড়া পড়শিরাও ইন্দুকে নানান উপদেশ দিচ্ছে।

একদিম মাধব আপনাকে তার সমস্যার কথা বলল। আবার বিমলও আপনার কাছে পরামর্শ চাইল। পরের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

1. বিমল আপনার কাছে কি পরামর্শ চাইল?
2. মাধব কি সাহায্য চাইল? আপনি ওকে কি বলবেন?
3. বিমলের বাড়িতে সমস্যাটি কি?
4. মাধবের বাড়িতে কিসের অশান্তি?
5. কল্পনা কেন আতঙ্কিত?
6. বিমলের মামা জয়দেব কি করতে চাইছেন?

অনুশীলনটিতে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ বিষয়ে আমরা আরো কিছু আলোচনা করব।

ভ্রূণের লিঙ্গ ভিত্তিক চয়ন কি?

আমাদের দেশে অধিকাংশ সমাজে ছেলে আর মেয়েকে আলাদা চোখে দেখা হয়। পুত্রসন্তানই আকাঙ্ক্ষিত এবং তার জন্যই আদর যত্ন, সুযোগ ও সম্পদের ব্যবস্থা করা হয়। ভাবা হয় ছেলেরা বংশ টিকিয়ে রাখবে, সম্পত্তি পাবে এবং বুড়ো বাবা–মা'কে দেখবে। আর মনে করা হয় যে মেয়েরা পরের বাড়ি চলে যাবে আর ওরা সংসারের বোঝা। অনেক সমাজে / পরিবারে মেয়েদের জন্মকেই অলক্ষণে মনে করা হয়। মেয়েদের যেহেতু সংসারের বোঝা মনে করা হয় তাই তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য করা হয় আর তারা অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের উন্নতির সুযোগও খর্ব করা হয়। আমাদের সংস্কৃতিতে যেহেতু মেয়েদের প্রতি এই ধরনের বিদ্বেষ রয়েছে তাই প্রযুক্তিকেও এই ধরনের মেয়ে বিরোধী চিন্তার কাজে লাগানো হয়েছে। ভ্রূণের লিঙ্গ পরীক্ষা করে অনেক ক্ষেত্রেই মেয়ে ভ্রূণকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে দেশে ছেলেদের অনুপাতে মেয়েদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আমাদের দেশে জন্মপূর্ব ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ প্রযুক্তি আইন, ১৯৯৪ আইনটি আছে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ বন্ধ করার জন্য, তা সত্ত্বেও আমাদের সমাজ মেয়ে বিদ্বেষী মনোভাবকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি।

পরের অধ্যায়ে সমতার সাথীরা দেখবেন যে ভাষার মধ্যে দিয়ে কি ধরনের লিঙ্গ প্রেক্ষাপট তৈরী হয় এবং কার বিরুদ্ধে অভদ্র ভাষা আর অশ্রদ্ধার মনোভাব তৈরী করা হয়।

ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করা অনুশীলন

I বিমল জানতে চাইল কিভাবে জয়দেবকে তাদের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলাতে মানা করবে। ওরা মেয়ে নিয়ে খুশি। ওদের বিশেষভাবে ছেলের জন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই।

2. মাধাব চায় যে আপনি ওকে এমন জায়গার সন্ধান দিন যেখানে ও ওর স্ত্রীর গর্ভের ভ্রূণটির লিঙ্গ সম্পর্কে জানতে পারবে। আপনি ওকে বলবেন ভ্রূণের লিঙ্গ জানার কোনো প্রয়োজন নেই। জানতে চাওয়া আইনী অপরাধ।

3. বিমলের বাড়িতে বংশের কথা বলে জয়দেব মিছিমিছি সংকট তৈরী করছে। বিমল আর কল্পনা এই ধরণের সাবেকি মনোভাবের নয়। তারা মেয়ে নিয়ে খুশি ।

4. মাধব তার স্ত্রী ইন্দুকে মারধোর করে। ছেলের আকাঙ্ক্ষায় ইন্দুকে বারবার গর্ভবতী হতে বাধ্য করে। ইন্দু নিজেকে নিরুপায় মনে করে এবং নিজের মেয়েদের মারে আর অযত্ন করে। এইখানে সঙ্কট অতি গভীর।

5. কল্পনা ভয় পাচ্ছে যে জয়দেবের পাল্লায় পড়ে বিমল যদি ছেলের জন্মের জন্য উতলা হয়ে ওঠে এবং তাদের সংসারে অশান্তি হয়।

6. জয়দেব চায় বিমলের একটি ছেলে হোক। সে উপদেশ দিচ্ছে বিমল যেন আবার বিয়ে করে।

3e. অভদ্র ভাষা এবং নারীদের প্রতি অবজ্ঞা

অভদ্র ভাষা এবং নারীদের প্রতি অবজ্ঞা অনুশীলন ০।

এই অনুশীলনে সমতার সাথীরা ভাষার মধ্যে নারীদের প্রতি কি ধরনের অশ্রদ্ধা আর অবজ্ঞা রয়েছে তা খতিয়ে দেখবেন। ছবিগুলি দেখুন আর বলুন ছবিগুলিতে কি দেখছেন। আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করা হয়েছে। প্রশ্নের উত্তর দিন।

ছবি ক

ক)i. এদের মধ্যে কি কোনও সম্পর্ক আছে? এরা একে অপরের কে হয়?

---

ii. একজন কি আরেকজনকে বকছে / শাসাচ্ছে –কে কাকে?

---

iii. কি ধরনের ভাষা ব্যবহার করছে মনে হয়?

ছবি খ

খ) i. এদের মধ্যে কি কোনও সম্পর্ক আছে? এরা একে অপরের কে হয়?

---

ii. একজন কি আরেকজনকে বকছে / শাসাচ্ছে –কে কাকে?

---

iii. কি ধরনের ভাষা ব্যবহার করছে মনে হয়?

অনুশীলনটি করার জন্য ধন্যবাদ। এইবারে আমরা ভাষাতে নারীদের / মেয়েদের প্রতি কি ধরনের অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা প্রকাশ পায় তাই নিয়ে আলোচনা করব।

ভাষাতে অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা এবং তার প্রভাব

সমাজে একে অন্যের প্রতি আচরণ, সম্বোধন, কথাবার্তায় ভালোবাসা আর সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশে নারীদের অলৌকিক মানুষ হিসাবে দেখা হয় যেমন, মা দুর্গা, মাতৃশক্তি, দয়ালু, কোমল ইত্যাদি। কিংবা নারীদের দেখা হয় হাস্যকর, নীচু জীব হিসাবে। এইরকম কথা লোকে বলেই থাকে– 'মেয়েদের আর কি? ওদের তো রোজগারের কথা ভাবতে হয় না।' 'রাজনীতির কথা মেয়েদের ভেবে লাভ নেই। ওদের মাথায় ঢুকবে না।' 'মেয়েদের মতন ঝগড়া কোরো না।' এর ফলে অনেক সময়েই নারীরা পুরুষদের সামনে আসতে বা তাদের সঙ্গে অতি সাধারণ কথাবার্তা বলতেও ভয় পান বা ইতস্ততঃ করেন। রেগে গিয়ে পুরুষরা যে গালিগালাজ করেন সেই শব্দগুলি অধিকাংশই নারীর শরীর আর যৌনতার সঙ্গে যুক্ত। পুরুষরা যখন নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করেন, তাতে নারীদের কথা উঠলে অনেক সময়েই সে কথা নারী শরীর সর্বস্ব হয়। এই ধরনের কথাবার্তা নারীদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার পিতৃতান্ত্রিক ধারণার অন্তর্গত। শ্রমিক–মালিক সম্পর্কের মতন এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষরা নারীদের প্রতি অবজ্ঞামূলক ভাষা ব্যবহার করেন কারণ তারা নিজেদের বেশি ক্ষমতাবান মনে করে। পুরুষদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘটলে গালিগালাজের লক্ষ্য হয়ে যান দুই পরিবারের নারীরা। এই ধরনের মনোভাব নারীদের প্রতি সম্মানজনক নয়।

আপনি কি কোনো কথা বা প্রবাদ মনে করতে পারছেন যা মেয়েদের বোধ বুদ্ধিকে ছোট করে বা তাদের শরীর বা যৌন জীবনকে লক্ষ্য করে বলা হয়। অনেক সময়েই এইসব কথাগুলিকে ঠাট্টা মনে করা হয়। গালিগালাজও করা হয়।

পরের অধ্যায়ে যৌন হেনস্থা ও হিংসার বিরোধীতা করা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

অভদ্র ভাষা এবং নারীদের প্রতি অবজ্ঞা অনুশীলন

ক) i. ভাই বোন; প্রেমিক প্রেমিকা; স্বামী স্ত্রী; (হতে পারে) ii. ছেলেটি বেশ রেগে গেছে মনে হচ্ছে। iii. ছেলেটি চেঁচাচ্ছে। হয়তো গালাগালি দিচ্ছে।

খ) i. বাবা– ছেলে; মালিক– চাকর (হতে পারে) ii. বাবা / মালিক ছেলেটিকে বকছেন মনে হচ্ছে। iii. বাবা / মালিক হয়তো গালাগালি দিচ্ছেন।

3f. যৌন হেনস্থা ও হিংসার বিরোধিতা

মেয়েদের আর নারীদের যৌন হেনস্থা ও তাঁদের উপর যৌন হিংসা আমাদের দেশের বড় সমস্যা। এই বিষয়টি নিয়ে পুরুষদেরও ভাবা প্রয়োজন। মেয়েরা / নারীরা মনে মনে পুরুষদের সম্বন্ধে আতঙ্কে ভোগেন কারণ ছেলেরা / পুরুষরাই যৌন হেনস্থা আর আক্রমণ করে থাকেন। আমরা জানি সব পুরুষ তো আর মেয়েদের হেনস্থা বা আক্রমণ করছে না, তবে সব পুরুষেরই কেন এর দায় নিতে হবে? যৌন হেনস্থা ও হিংসার বিরোধীতা সকল পুরুষকেই করতে হবে। ভারতে কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা ও বিভিন্ন যৌন হিংসা রোধ করার জন্য কয়েকটি আইন আছে। অনেক জায়গাতেই দেখা যায় যে প্রায় কেউই আইনগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেননা আবার অনেক ক্ষেত্রে আইনগুলি কাজে লাগানো হয় না। আমাদের দেশে যেহেতু মেয়েদের / নারীদের সমাজে নীচু চোখে দেখা হয় তাই তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে আইনগুলি জানেননা আর আইনের সুবিধা নিতেও পারেননা। দেখা যাক আইন ব্যবহার করে যৌন হিংসার বিরোধীতা কিভাবে করা যায়।

অনুশীলন 01 এ আমরা যৌন হেনস্থা নিয়ে আলোচনা করব।

যৌন হেনস্থা ও হিংসা অনুশীলন 01

সীতার ভয়

সীতা একটি শহরে থাকে এবং একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করে। এই কোম্পানিতে 30 জন কর্মী আছে যারা অধিকাংশই পুরুষ। সীতার এক পুরুষ সহকর্মী ছিল যে প্রায়ই সীতাকে দেখে অস্বস্তিকরভাবে তাকাতো। সীতার ভালো লাগত না। ও মুখ ঘুরিয়ে নিত। তবে সীতা কি করবে বুঝতে পারত না কারণ, লোকটির সঙ্গেই ওর দৈনন্দিন কাজ। যেহেতু ওরা একসঙ্গে কাজ করত, লোকটির দুঃসাহস বাড়তে থাকল। ও সীতার গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। একদিন ও সুযোগ পেয়ে গেল আর সীতার হাত ধরে নিল। সীতা কিছু বলতে বা করতে পারল না। চুপ করে নিজের কাজ করতে লাগল। নিজের মনে ভাবতে লাগল যে ওর চাকরিটি প্রয়োজন কিন্তু এখন ও কি করবে। কোম্পানিতে কাউকে কি জানানো যাবে? কোথায় জানানো যায়?

আপনি একজন সমতার সাথী। এই প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন।

সীতার কি করা উচিত?

এই ধরনের ঘটনার প্রতিকারের জন্য কোনো আইন আছে কি?

মেয়েরা / নারীরা কি এই ধরনের ঘটনার কথা তাড়াতাড়ি জানান নাকি লুকিয়ে রাখেন? কেন লুকিয়ে রাখেন?

প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। কর্মক্ষেত্রে নারীদের যৌন হেনস্থা (নিবারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার) আইন, ২০১৩টি যদি পড়েন তাহলে ভালো হবে। এমন কোনো সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করুন যেখানে এই আইনের বাংলা অনুবাদ পেতে পারেন।

যৌন হেনস্থা ও হিংসা অনুশীলন 02

টিনা চুপচাপ কেন?

টিনার বয়স ১২ বছর। ওর স্কুল বাড়ির কাছেই। টিনা হেঁটে স্কুলে যায়। গণেশ টিনার পাড়ায় থাকে। টিনা ওকে প্রায় জন্ম থেকেই চেনে আর কাকু বলে ডাকে। টিনা যে সময়ে স্কুলের জন্য বেরোয় গনেশও সেই সময়ই বেরোয় আর টিনার সঙ্গেই হাঁটে। ওরা দুজনে হাসি গল্প করতে করতে যায়। দু'জনেরই বেশ লাগে। কয়েকদিন এইভাবে চলার পর গণেশ টিনার জন্য রোজই চকোলেট আনতে লাগল। দু'তিনদিন পর রোজ রোজ চকোলেট নিতে টিনার অস্বস্তি হতে লাগল। টিনা না নিতে চাইলে গণেশ ওর হাতে গুঁজে দেয়। এরপর মাঝে মাঝেই গণেশ টিনাকে জড়িয়ে ধরতে আর আদর করতে আরম্ভ করল– কারণে অকারণে ওর গাল টিপে দেয়, পিঠে হাত বোলায় ইত্যাদি। টিনার আর গণেশের সঙ্গে হাঁটতে ইচ্ছে করে না কিন্তু গণেশ ওকে ডেকে নিয়ে যায়। টিনার বাড়ির লোকেরা মনে করে যে গণেশের সঙ্গে যাওয়ার ব্যবস্থাটা খুব ভালো। টিনা এখন কি করবে?

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন।

টিনা এবার কি করতে পারে?

এই ধরনের ঘটনার প্রতিকারের জন্য কোনো আইন আছে কি?

মেয়েরা / নারীরা কি এই ধরনের ঘটনার কথা তাড়াতাড়ি জানান নাকি লুকিয়ে রাখেন? কেন লুকিয়ে রাখেন?

প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

18 বছর বয়সের নীচে শিশুদের যৌন হেনস্থা হলে যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন, ২০১২ (পক্সো) আইনের আওতায় নালিশ করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের উপরেও যৌন আক্রমণ হতে পারে। লিঙ্গ পরিচয় নির্বিশেষে সব বাচ্চারাই যৌন হেনস্থা ও হিংসার শিকার হতে পারে।

যৌন হেনস্থা ও হিংসা বিরোধী আইন

ভারতের সংবিধানে প্রত্যেক মানুষের সম্মান ও সুরক্ষার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। কিছু ব্যবস্থাও আছে যাতে সাম্যের কথা ভেবে সমাজের বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়, নারী এবং শিশুদের জন্য প্রয়োজনমত বিশেষ ব্যবস্থা বা আইন তৈরী করা যায়। কর্মক্ষেত্রে যাতে নারীরা যৌন হেনস্থার প্রতিকার চাইতে পারেন সেই জন্য কর্মক্ষেত্রে নারীদের যৌন হেনস্থা (নিবারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার) আইন, ২০১৩ আইনটি রয়েছে। এই আইনটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল যে প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার প্রতিকার ও নালিশের জন্য একটি কমিটি গঠন করতে হবে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 376 এবং ধারা 354 ধারায়ও যৌন হেনস্থা ও যৌন আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিকার পাওয়া সম্ভব। 18 বছর বয়স অবধি শিশু ও কিশোরদের (লিঙ্গ পরিচয় নির্বিশেষে) জন্য আছে যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন, ২০১২ (পক্সো)। পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে যৌন হিংসা হলে পারিবারিক হিংসা বিরোধী আইনটির কথা অধ্যায় 3b এ আলোচনা করা হয়েছে।

সমতার সাথী নিজের লিঙ্গ সাম্যের জন্য আপনার পরিকল্পনা তৈরী করুন।

যৌন হেনস্থা ও যৌন হিংসা প্রতিরোধ করতে আপনি কি করতে পারেন?----------

---

পরের অধ্যায়ে পৌরুষের ধারণা আর রূপ সম্বন্ধে আরও জানবেন।

4. পৌরুষ

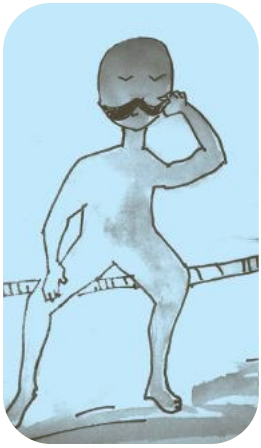

পৌরুষ শব্দটি আমাদের সাধারণ কথাবার্তায় প্রায়ই শোনা যায়। আমরা নিজেরা বলে থাকি আবার অন্যরাও বলেন। এই অধ্যায়ে সমতার সাথীরা পৌরুষ নিয়ে আরো খানিকটা জানতে পারবেন। এখানে বোঝা যাবে, পৌরুষের ধারণা আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কি ধরনের প্রভাব ফেলে। পৌরুষ কথাটি শুনলে আপনাদের কোন কোন শব্দ মনে পড়ে?

অনুশীলন 01 এ পৌরুষ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

পৌরুষ কি? অনুশীলন 01

ক) পৌরুষ কথাটি শুনলে আপনাদের কোন কোন শব্দ মনে পড়ে? অন্ততঃ ৫টি শব্দ লিখুন।

খ) উপরে যে শব্দগুলি লিখেছেন তার ভিত্তিতে পৌরুষের সংজ্ঞা লিখুন।

বুঝতে হবে, আমাদের দেশে প্রচলিতভাবে পৌরুষের ধারণাটি কঠোর ও দাপুটে। সমাজের বিভিন্ন জায়গায় ও প্রতিষ্ঠানে দাপুটে আর আগ্রাসী মনোভাবকেই পৌরুষের পরিচয় মনে করা হয়। পৌরুষের এই প্রচলিত ধারণাকে নানানভাবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করা হয় যেমন, স্কুল কলেজে খেলাধূলার মধ্যে প্রতিযোগী ও আগ্রাসী পৌরুষের ধারণা গড়ে তোলা হয় ও সেনাবাহিনীর যুদ্ধের মাহাত্ম্য তৈরী করা হয়। এই ধারণার বাইরেও পৌরুষের ধারণা অবশ্যই আছে কিন্তু সেই ধারণাগুলি সমাজে সেইভাবে স্বীকৃতি পায় না।

আপনারা পৌরুষ সংক্রান্ত শব্দ লিখেছেন এবং পৌরুষের সংজ্ঞা তৈরী করেছেন। অনুশীলনে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ। এবারে 02 অনুশীলনে বলুন, পৌরুষ সামাজিক না জৈবিক।

পৌরুষ সামাজিক না জৈবিক? অনুশীলন 02

ছবিগুলি দেখুন আর প্রশ্নের উত্তর দিন।

1. আমরা কি এই ছবিগুলির সঙ্গে নিজেদের মেলাতে পারছি? না পারলে, কেন পারছি না?

---

2. পুরুষদের এই চারিত্রিক বিশেষত্ব বা গুণ কি সব সময় একই থাকে? না কি বদলায়?

দেখা যায় যে অধিকাংশ সময়েই আমরা ভাবি যে পৌরুষ পুরুষমানুষদের জৈবিক বিশেষত্ব। কিন্তু পৌরুষ সামাজিকভাবে গঠিত হয় এবং এর রূপ বদলাতে থাকে। পৌরুষের ধারণা কিন্তু স্থির থাকে না। কোনো মানুষই সব সময় ক্ষমতাবান নয়। পৌরুষ কিন্তু নিজের চেয়ে দুর্বলের উপর জোর খাটায়। একজন পুরুষ তার কাজের জায়গায় কর্তৃপক্ষের সামনে নম্র থাকে, তাদের কথা শোনে। নিজের বাড়িতে সেই পুরুষই স্ত্রী আর সন্তানদের উপর কর্তৃত্ব ফলায়। এখানে পৌরুষের সঙ্গে ক্ষমতার যোগ দেখা যাচ্ছে। পৌরুষের দাপট বজায় রাখার আতঙ্ক কিন্তু সমাজে কাজ করে। এই দাপট আর প্রতিপত্তি অটুট রাখার জন্য হিংসা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পৌরুষের এই অনুশীলনে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। পরের অধ্যায় বোঝা যাবে যে পৌরুষের ধারণাগুলি সমাজে কিভাবে গেঁথে যায়।

4a. পৌরুষের সামাজিকীকরণ

সমতার সাথীদের বোঝা প্রয়োজন যে, পৌরুষ সম্বন্ধে ধারণাগুলি কিভাবে সমাজে স্বীকৃতি পায়। পড়ে দেখুন।

পৌরুষের ধারণা ছোটবেলা থেকে ছেলেদের মধ্যে গড়তে শুরু করে তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে। বহুদিন ধরে কিছু কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে পৌরুষ বলা হয় যেগুলিকে ছেলে আর পুরুষদেরই একচেটিয়া মনে করা হয়। পৌরুষ শব্দের মধ্যে ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ আর দাপটের ধারণাগুলি গেঁথে রয়েছে। সামাজিক ধারণার প্রতিফলনই পৌরুষ এবং সমাজ তাই ছেলেদের / পুরুষদের আচার–ব্যবহার, চরিত্র, ধরণধারণ, মনোভাব, রোজকার শিক্ষা দিয়ে এই পৌরুষ তৈরী করে। যেহেতু পৌরুষের ধারণা সামাজিকভাবে তৈরী হয় তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজে পৌরুষ আলাদা আলাদা রূপ নেয়। বুঝতে হবে যে পৌরুষের অনেকরকম ধারণা আছে। ছেলে বা পুরুষ তৈরী করার যে শুধু একটাই রাস্তা আছে তা কিন্তু নয়। পৌরুষের ক্ষমতা / দুর্বলতা সামাজিক কাঠামোর নানান জায়গা থেকে আসে। যেমন,

1. বংশ, জাতি, ধর্ম, ভৌগলিক অবস্থান
2. যৌনতার পরিচয়, উদাহরণ ঃ সমকামী পুরুষ, বিষমকামী পুরুষ
3. বয়স ঃ শিশু, যুবক, বৃদ্ধ
4. শরীর স্বাস্থ্যের অবস্থা ঃ প্রতিবন্ধকতা, থ্যালাসেমিয়া, এইচ আই ভি, অবসাদ (ডিপ্রেশন)
5. সামাজিক / রাজনৈতিক পরিচয়
6. ব্যক্তির নিজের মধ্যেই পৌরুষের ধারণা পাল্টাচ্ছে।
7. পৌরুষের ধারণা ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত।
8. ক্ষমতা / ক্ষমতাহীনতার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গেই পৌরুষের অভিব্যক্তি পাল্টায়।

নারী পুরুষ সম্পর্কে, মেয়ে যদি বয়সে বড় হয় তাহলে পৌরুষে আঘাত লাগে; মাথায় লম্বা হলেও তাই, আবার মেয়ে বেশি টাকা উপায় করলেও পৌরুষে বাধে, তার্কিক মেয়েও মুস্কিলের, মেয়ে আগে হাঁটলে পৌরুষ আক্রান্ত হয়, সম্পর্কের মধ্যে মেয়েরা না বললে পৌরুষে ধস নামে, বৌ যদি অনুমতি না নিয়ে পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে গল্প করে তাহলে পৌরুষ রাগে দাঁত কিড়মিড় করে, আবার ফেসবুকে যদি মেয়ের ছবিতে বেশি লাইক আসে তো ছেলের বুক ধড়ফড় করে। এই থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পৌরুষ তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন মেয়ে ছেলের চেয়ে ছোট হয়, ছেলের নিয়ন্ত্রণে থাকে, পুরুষের উপর নির্ভরশীল থাকে আর তার ছত্রছায়ায় জীবন কাটে।

পৌরুষ মানে দেখা যাচ্ছে এক ধরনের মানসিক বিড়ম্বনা যা অন্যকে ছোট করে নিজেকে বড় মনে করে। ক্ষমতার সঙ্গে পৌরুষের সম্পর্ক অবশ্যই আছে। পৌরুষের তাই বিভিন্ন প্রকারও আছে, যেমন ঃ

দাপুটে বা নেতৃত্বের পৌরুষ ঃ এই ধরনের পৌরুষ অন্যকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। নিজের চেয়ে কমজোর মানুষদের উপরে এই দাপুটে পুরুষরা ছড়ি ঘোরায়। যে পুরুষরা এই দাপুটে পৌরুষ প্রকাশ করে না তাদের এই দাপুটেরা 'মেয়ে' বলে ঠাট্টা আর অবজ্ঞা করে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের যৌন আক্রমণও করে। এই ধরনের দাপুটে পৌরুষ সকলের জন্যই ক্ষতিকর।

দলের পৌরুষ ঃ কখনও কখনও একদল মানুষ নিজেদের আরেক দলের চেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ করতে চায়। হয়তো রাস্তা আটকে ফেলে বা নিজেদের অধিকারের জন্য জমায়েত করে। আবার কখনও একদল পুরুষ আরেক গোষ্ঠীর ঘরদোর জ্বালিয়ে দেয়।

পৌরুষের বিকল্প ধারণা ঃ লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদের নিজেদের মধ্যে পৌরুষ আর নারীত্বের সামঞ্জস্য তৈরী করতে হবে। আমাদের অন্যভাবে জীবন গড়তে হবে আর দাপট আর ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করতে হবে। আমাদের অন্যদের পরাধীন করার অভ্যাস ছাড়তে হবে আর নিজেদের মধ্যে, নিজেদের বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে, পরিবারে, সমাজে, বিভিন্ন সংগঠনে বিকল্প এক জীবনযাত্রা ভাবতে হবে। আমাদের মধ্যে যখন মনের জগৎ আর বাইরের বিকাশ, অর্থনীতি, নৈতিকতা, বিজ্ঞান আর বিশ্বাস নিয়ে দ্বন্দ্ব হয় তখন আমাদের এই কঠিন প্রশ্নগুলির মোকাবিলা করতে হবে আর উত্তর খুঁজতে হবে। পৃথিবীর বহু সমস্যার কারণই পৌরুষ। এখন পুরুষদের সমাধানের পথিক হতে হবে। নতুন লিঙ্গ ব্যবস্থায় পৌরুষের সাবেকি ভূমিকাকে তো বদলাতেই হবে।

দাপুটে পৌরুষ আর হিংসার সম্পর্ক

দাপুটে পৌরুষের সঙ্গে হিংসার সম্পর্ক বোঝার জন্য কয়েকটি পরিস্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে। আপনারা ভেবে বলুন যে এখানে কি হয়েছিল।

1. রাস্তায় খাবারের দোকানে ছেলেদের দুটি দল খেতে এসেছিল। তারা মুখোমুখি বসেছিল। একটি দলের একজনের সঙ্গে আরেক জনের চোখাচোখি হয়। অন্যজন বিরক্তিতে বিড়বিড় করতে লাগে। এরপরে কি হল? লিখুন।

---

2. হাওড়ায় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হচ্ছে। জয়নগরের টিমের সঙ্গে বাউড়িয়ার ম্যাচ। বাউড়িয়া জিতে যাবে মনে হচ্ছিল। জয়নগর জানে যে ওদের পাড়ায় সকলে ভেবে রেখেছে যে গত বছরের মতন এবারও জয়নগর জিতবে। এরপরে কি হল? লিখুন।

---

3. পঞ্চায়েত ভোটের দুজন প্রার্থী একই সময়ে এক জায়গায় প্রচারে এসেছেন। এরপরে কি হল? লিখুন।

---

4. মিজানুর পাম্প ভাড়া নিয়ে নিজের ক্ষেতে জল দিয়েছিল। সকালে এসে দেখে যে গফুর সেই জল নিজের ক্ষেতে নিয়ে নিয়েছে। এরপরে কি হল? লিখুন।

---

5. সুব্রত বাসের সীটে রুমাল রেখে চা খেতে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে বিমল সেই জায়গায় বসে আছে। এরপরে কি হল? লিখুন।

পুরুষদের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব হয় তাতে দাপুটে পৌরুষের প্রতিফলন দেখা যায়। মাঝে মাঝে দুঃখ কমানোর জন্য আমরা দাপুটে পৌরুষের রাস্তা বেছে নিই। দাপুটে পৌরুষের রাস্তা নিলে অনেক সময় নিজের বিপদও হতে পারে। কখনও কখনও এই ধরণের রাস্তা নেওয়ার পরে আমাদের অনুতাপ হয়। তবে দাঙ্গা ইত্যাদির সময় দেখা যায় যে পৌরুষের নামে পুরুষদের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দেওয়া হয় আর সমাজে সন্ত্রাস বিরাজ করে ।

পরের অধ্যায় এ আমরা নারী আর পুরুষদের উপর পৌরুষের প্রভাব দেখব।

4b. পৌরুষের ধারণা এবং নারী আর পুরুষের উপর তার প্রভাব

এই অধ্যায়ে একটি অনুশীলন রয়েছে। সমতার সাথীরা এই অনুশীলনটি করুন। পৌরুষ কি? নারী আর পুরুষের উপর পৌরুষের কি ধরণের প্রভাব পড়ে। এবার একটা খেলা খেলব। ঠিক মন্তব্যগুলিতে √ দিতে হবে।

1. আসল পুরুষ তো সে, যে সকলকে দাবিয়ে রাখবে। স্ত্রীকে মেরে ঠাণ্ডা করে রাখবে যাতে সে বুঝতে পারে পুরুষমানুষ কি জিনিস।

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

2. আমার তো মনে হয় সকলেই কখনও না কখনও বৌকে মারে। আমিও তাই মাঝে মধ্যে আমার বৌকে মারি। এ তো পুরুষের অধিকার।

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

3. পুরুষরা সমাজে অত্যন্ত ভুল একটি ধারণা প্রতিষ্ঠা করেছে যে, পুরুষকে তখনই পুরুষ মনে করা হয় যখন সে চতুর্দিকে আগ্রাসী হিংসাত্মক পরিবেশ তৈরী করে।

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

4. পুরুষ তো সেই, যে সারা দিন কারো না কারো সঙ্গে একবার অন্ততঃ ঝগড়া অথবা হাতাহাতি করে।

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

5. মেয়েদের পেছনে লাগা আর তাদের ইভটিজিং করার অধিকার তো সব ছেলেদেরই আছে। নইলে আর যৌবন কি?

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

6. পুরুষ মানেই সে, যে গায়ের জোর ফলাবে, আগ্রাসী হবে আর অন্যদের ভয় দেখাবে– পুরুষদের এই ধারণা কিন্তু ভুল।

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

7. মেয়ে / নারী যদি পুরুষের প্রেমের ডাকে সাড়া না দেয় তবে, তাকে সাড়া দিতে বাধ্য করান উচিত। তবেই সে বুঝবে, পুরুষদের কথার অবাধ্য হওয়ার ফল কি।

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

8. দেখ ভাই, আমরা জানি যে পুরুষ ভ্রমরের মতন। আমরা এক ফুল থেকে আরেক ফুলের মধু খাই। এখন কোনো নারী যদি মনে করে আমি সারাজীবন তার সঙ্গে থাকব তাহলে সে ভুল ভাবছে।

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

9. সমাজে সঠিক ধারণার পাশাপাশি অনেক ভুল ধারণাও থাকে। যদি পুরুষ সমাজের নাম করে এই ভুল ধারণাগুলি বয়ে বেড়ায়, সেটা সবচেয়ে বড় ভুল।

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

10. যেদিন বাইরে মার খেয়ে বা হেরে বাড়ি ফিরলাম, সেদিনই বুঝলাম যে এইরকম পরিস্থিতিতে পুরুষমানুষের কাউকে মুখ দেখানো উচিত নয়। সম্মান রাখতে হলে আত্মহত্যা করা ভালো

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

11. প্রকৃত পুরুষ সেই, যে নিজের সঙ্গে বা অন্যের সঙ্গে হিংসার ঘটনা ঘটায় না।

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

12. মেয়েমানুষ হয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করছে। ও কি জানে না আমি পুরুষ?

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

13. প্রায়ই ভাবি নিজের স্ত্রীর কাছে নিজের দুঃখের কথা বলি, কিন্তু তারপর মনে হয় যদি ও আমাকে দুর্বল ভাবতে আরম্ভ করে। তাই কঠোরভাবেই চলি।

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

14. প্রকৃত পুরুষের, তাকে নিয়ে লোকে কি বলছে তাতে কিছু যায় আসে না। সে বিচলিত হয় যখন তার মনে হয় সে কিছু ভুল করেছে।

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

15. পুরুষ কখনওই অন্যের সামনে মাথা ঝোঁকাতে পারে না।

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

16. পুরুষরা এবার ভাবতে আরম্ভ করেছে যে তাদের কখন কোথায় কি করা উচিত। পুরুষদের খেয়াল রাখতে হবে যে কারো সঙ্গে যেন হিংসাত্মক কিছু না হয়।

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

17. তুমি যেভাবে আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছ, তুমি কি দেখতে পারছ না যে তোমার সামনে একজন পুরুষমানুষ দাঁড়িয়ে আছে?

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

18. তুমি হয়তো ঠিকই বলছ কিন্তু তোমার কথা মেনে নিলে সমাজ আমার পৌরুষ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবে তাই তোমার কথা বলা বন্ধ রাখ।

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

19. পুরুষরা যদি বকে ধমকে সকলকে চুপ করিয়ে দিচ্ছে তাহলে তো সেটা পুরুষদের নামে কলঙ্ক।

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

20. কাজের জগতে আর বাড়িতে যদি নারী আর শিশুরা পুরুষকে ভয়ই না পায় তাহলে তো পুরুষ হওয়া বৃথা।

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

21. পুরুষকে ভয় না পেলে তো নারী আর শিশুরা সব পুরুষদের মাথায় চড়ে নাচবে।

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

22. যে পুরুষ অন্যদের ভয় পাইয়ে সম্মান পেতে চায়, সে কিন্তু অন্যের ঘৃণার পাত্র হয়।

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

23. হতেই পারে যে পুরুষের না আছে শক্তি না আছে জ্ঞান কিন্তু সেই কথা সে বলবে কেন?

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

24. বাড়িঘর সমাজ সবই পুরুষকে চালাতে হয়। নিজের দুর্বলতা স্বীকার করলে তো মান সম্মান মাটিতে মিশে যাবে।

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

25. প্রকৃত পুরুষ কিন্তু সহজেই নিজের দুর্বলতা আর অসহায়তার কথা অন্যের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে।

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

26. পুরুষদের তো জিততেই হবে। অন্য কিছু তারা যেন মনে না আনে।

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

27. পুরুষদেরও অনুভূতি আছে কিন্তু ওরা ভাবে সেগুলি কাউকে জানতে দিলে তারা আর অসাধারণ থাকবে না।

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

28. প্রকৃত পুরুষ তো সে, যে প্রচলিত পৌরুষের ধারণা অগ্রাহ্য করে মানুষকে সম্মান দিতে জানে।

একমত ☐ একমত নই ☐ জানি না ☐

অনুশীলনটি করার জন্য ধন্যবাদ। পরের অধ্যায় পৌরুষ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে।

অনুশীলনগুলির উত্তর

1) একমত নই 2) একমত নই 3) একমত 4) একমত নই 5) একমত নই 6) একমত
7) একমত নই 8) একমত নই 9) একমত 10) একমত নই 11) একমত 12) একমত নই
13) একমত নই 14) একমত 15) একমত নই 16) একমত 17) একমত নই 18) একমত নই
19) একমত 20) একমত নই 21) একমত নই 22) একমত 23) একমত নই
24) একমত নই 25) একমত 26) একমত নই 27) একমত 28) একমত

4c. সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও পৌরুষ

সমাজের প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাগুলি সাবেকি পৌরুষকে বাঁচিয়ে রাখছে আর এমনও হয় যে বহু মানুষ সাবেকি পৌরুষকে পুষ্ট করার কাজে নানান প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছেন। পড়ে দেখুন এই ব্যবস্থাগুলি কিভাবে কাজ করে।

আমাদের দেশে আর সমাজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলি পৌরুষের সাবেকি ধারণা নির্মাণে এবং পুষ্ট করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই দাপুটে পৌরুষের ধারণায় বিশ্বাসী এবং তারা এই ধারণাটি সকলের সামনে তুলে ধরে এবং গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এরা অন্য কোনো পৌরুষের ধারণাকে মূল্য দিতে চায় না বরং সেগুলিকে নীচু মনে করে অথবা শেষ করে দিতে চায়। তারা মনে করে, এতেই তাদের লক্ষ্যে পৌঁছান যায় যেমন, স্কুল কলেজে খেলাধূলার মধ্যে প্রতিযোগী ও আগ্রাসী পৌরুষের ধারণা গড়ে তোলা, সেনাবাহিনীর যুদ্ধের মাহাত্ম্য তৈরী করা এবং বহু সংখ্যক পুরুষকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা ইত্যাদি। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই নিজের ধারণা অনুযায়ী পৌরুষের ছবি আঁকে এবং দাপুটে পৌরুষকে প্রাধান্য দেয়। এই ধারণাই তখন সব জায়গায় প্রকাশ পায় যেমন, সেনাবাহিনী, পুলিশ, প্রচারমাধ্যম, রাজনীতি ইত্যাদিতে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই দেখায় কিন্তু সব প্রতিষ্ঠানই পৌরুষের ধারণা গড়তে শামিল হয়।

ক্ষমতার দিকে তাকিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি হয়তো দাপুটে পৌরুষকে পিছিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারে। এখানে দেখতে হবে যে সত্যিই বিকল্প খোঁজা হচ্ছে নাকি 'নতুন হাওয়ায়' বয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে বোঝা দরকার যে দাপুটে পৌরুষ সমাজের ক্ষতি করে এবং সাম্যের পথে বাধা দেয়।

পুরুষ আর পৌরুষ

একটু ভাবলে আমরা বুঝতে পারি যে পয়সার একদিক যদি পৌরুষ তবে অন্য পিঠটি নারীত্ব। নারী সেই যে পুরুষ নয়। সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীত্ব আর পৌরুষকে এইরকম পরস্পরবিরোধী ব্যবস্থা মনে করা হয়, যেমন পুরুষ যদি রাগী হতে পারে তাহলে নারীকে হতে হবে ধীরস্থির। একজন আছে বলেই অন্যজন কার্যকরী হয়। পুরুষ যদি দাপুটে হতে চায় আর নারী তা সহ্য করতে অস্বীকার করে তাহলে 'শান্তি' আর 'দুজনের ভাব' ভেঙে যায়। এই উদাহরণগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সমাজ, পুরুষ আর পৌরুষের সামাজিক নিয়মকানুনের একটি ছবি তৈরী করেছে আর নারীদের উপর দায়িত্ব বর্তেছে সমাজের ধারণা অনুযায়ী নিজেদের তৈরী করে নেওয়ার। যে কোনো মানুষই,

লিঙ্গ পরিচয় নির্বিশেষে, পৌরুষ আর নারীত্বের বিশেষত্বগুলি আয়ত্ব করতে পারেন। পুরুষরা যদি কোমল হন, দাপুটে আর আগ্রাসী না হন তাদের ব্যঙ্গ করে 'মেয়ে' বলা হয়। এই ধরণের মনোভাব তো সাম্যের কথা ভাবে না। এখানে বলা হচ্ছে যে মেয়েদের উপর জোর খাটানো হবে আর তাদের দাবিয়ে রাখা হবে। অন্যদিকে মেয়েরা / নারীরা যদি বলিষ্ঠ আর শক্তিশালী হয় তাদের 'পুরুষালী' বলে আলাদা করা হয়।

পৌরুষ আর নারীত্বের আলোচনায় আমাদের মনে রাখতে হবে সেই সব মানুষদের কথা যারা, জন্মের সময় ছেলে অথবা মেয়ে বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন কিন্তু সেই লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে তাঁরা বিব্রতবোধ করেন। এই ধরণের রূপান্তরকামী মানুষদের কথা জানলে আমরা বুঝতে পারি যে নারীত্ব বা পৌরুষ জন্মগত বা জৈবিক নয়। সমাজ নারী আর পুরুষদের মধ্যে এত রকমের বিভাজন তৈরী করেছে যে আমরা মানুষের অনেক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে, যেগুলি চারপাশ থেকে অর্জিত সেগুলি জন্মগত বলে ভাবতে অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছি।

পরের অধ্যায়ে সমতার সাথীরা লিঙ্গ পরিচয় আর যৌন পরিচয় নিয়ে বিস্তৃতভাবে জানবেন।

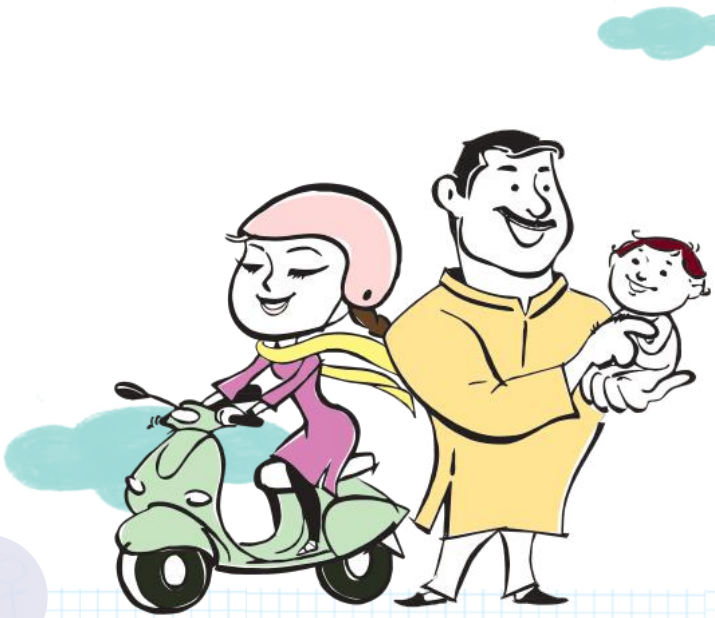

5. যৌনতা, যৌন পরিচয় ও লিঙ্গ পরিচয়

যৌনতা, যৌন পরিচয় ও লিঙ্গ পরিচয় অনুশীলন ০১

যৌনতা, যৌন পরিচয় ও লিঙ্গ পরিচয় সম্বন্ধে প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

ক)i. যৌনক্রিয়া সম্বন্ধে কয়েকটি শব্দ দেওয়া রয়েছে– *সহবাস, উৎসাহিত / উত্তেজিত করা, হস্তমৈথুন, মুখমৈথুন, চুমু খাওয়া, ধর্ষণ*। এই শব্দগুলি সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা কি?

---

ii. তালিকাতে যে যৌনক্রিয়া / যৌনব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি কি আপনাদের স্বাভাবিক মনে হয়? কোনগুলি স্বাভাবিক? কেন? কোনগুলি স্বাভাবিক নয়? কেন?

খ)i. যৌন সম্পর্ক কি শুধুমাত্র নারী পুরুষের মধ্যেই হতে পারে?

---

ii. এই শব্দগুলি কখনও শুনেছেন কি– *সমকামী / হোমোসেক্সুয়াল, অসমকামী / হেটেরোসেক্সুয়াল, লেসবিয়ান, গে*। শব্দগুলির মানে কি?

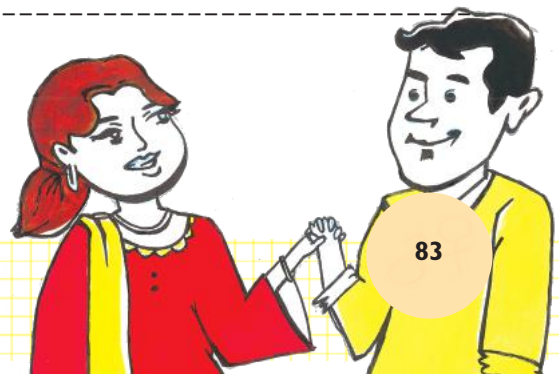

গ) এই কথাগুলির সঙ্গে কি আপনি একমত?

1) হস্তমৈথুন করলে পুরুষরা নপুংসক / কমজোর হয়ে যায়।

একমত ☐ একমত না ☐ জানিনা ☐

2) নারীদের যৌন আকাঙ্ক্ষা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী।

একমত ☐ একমত না ☐ জানিনা ☐

3) নারীদের যৌন আকাঙ্ক্ষা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী।

একমত ☐ একমত না ☐ জানিনা ☐

4) মেয়েদের / নারীদের শুধুমাত্র বিয়ের মধ্যেই যৌন সম্পর্ক করা উচিত।

একমত ☐ একমত না ☐ জানিনা ☐

5) মুখমৈথুন অপ্রাকৃতিক আর নোংরা।

একমত ☐ একমত না ☐ জানিনা ☐

6) পুরুষের বীর্যের এক ফোঁটা নষ্ট হলে তাদের প্রাণশক্তি ক্ষয় হয়। সেই বীর্যের এক ফোঁটা তাদের রক্তের হাজার ফোঁটার সমান।

একমত ☐ একমত না ☐ জানিনা ☐

যৌনতা, যৌন পরিচয় ও লিঙ্গ পরিচয়

সমতার সাথীদের যৌনতা, যৌন পরিচয় ও লিঙ্গ পরিচয় সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের প্রকাশ কিন্তু যৌনতার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। যৌন ইচ্ছা যদিও জৈবিক / প্রাকৃতিক কিন্তু সেই ইচ্ছাও সামাজিক বিশ্বাস অনুসারে স্বীকৃত আর প্রকাশিত। ব্যক্তিগত অনুভূতি, ব্যক্তির লিঙ্গ পরিচয়, মূল্যবোধ, তার আর্থ-সামাজিক অবস্থান, বয়স ইত্যাদি মিলে তার যৌন পরিচয় নির্ধারণ করে। যেমন সমাজে প্রচলিত ধারণা যে যৌন সম্পর্কে নারীদের ভূমিকা প্রায় নিষ্ক্রীয় থাকবে। মেয়েদের নিজেদের যৌন জীবন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রস্তুত করা হয় না। তাই অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েরা / নারীরা নিজেদের যৌনসঙ্গী নির্বাচন করতে, যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে, নিজেকে যৌনরোগ থেকে রক্ষা করতে অপারগ। আমাদের দেশে কোনো প্রচেষ্টাই নেই যার ফলে মেয়েরা / নারীরা নিজেদের যৌনজীবন উপভোগ আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

অন্যদিকে পুরুষদের কিন্তু তাদের পৌরুষ প্রকাশ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। তারা কিন্তু বুঝতে পারে যে তাদের যৌনজীবনে তারা সক্রিয় হবে। নারীদের যৌন ইচ্ছা / আনন্দকে কিন্তু পুরুষের যৌন দক্ষতা ও ক্ষমতার প্রকাশ হিসাবে দেখা হয়। আবার দেখা হয় যে একজন দম্পতির কটি

সন্তান আছে, বিশেষ করে পুত্রসন্তান। নারী–পুরুষের সম্পর্কে লিঙ্গ ভূমিকাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সামাজিক লিঙ্গ ভূমিকা অনুসারে এক একটি দম্পতির যৌন স্বাস্থ্য, সম্পর্ক ও গর্ভনিরোধক পদ্ধতি প্রভাবিত হয়। অনেকসময় দেখা যায় যে নারীরা অনিচ্ছাকৃতভাবে গর্ভবতী হয়ে যাচ্ছেন। এইরকমও হয় যে নারীদের বিপজ্জনকভাবে গর্ভপাত করানো হয়। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে নারীদের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া হয় না, যৌনরোগ হয়, তাঁরা বিভিন্ন লিঙ্গভিত্তিক শোষণ আর হিংসার শিকার হন, যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে জবরদস্তি / ধর্ষণও তাদের সঙ্গে ঘটে। পুরুষরাও কিন্তু নিজের পৌরুষ প্রমাণ করতে গিয়ে অসুরক্ষিত বহুগামিতার পথ বেছে নেন এবং তার ফলে এইচ আই ভি ও অন্যান্য যৌনসংক্রমণের শিকার হন।

আমাদের সমাজে যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় নারী ও পুরুষের আলাদা লিঙ্গব্যবহার ও যৌনভূমিকা তৈরী করে। একদিকে নারীদের যৌনতা / যৌন ইচ্ছাকে অস্বীকার করা হয়, আবার মনে করা হয় যে নারীদের যৌনতা নোংরা এবং নীচু স্তরের। এই ধরনের চিন্তাধারা ক্ষতিকারক, অন্যায় এবং সাম্য বিরোধী। তবে এই ধরনের চিন্তাধারা আমরা নিজেদের বিশ্বাস আর ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দিয়ে বদলাতে পারি।

লিঙ্গ পরিচয়, যৌনতা ও যৌন পরিচয়ের বিষয়গুলি বহুমাত্রিক এবং এগুলির সঙ্গে জীবনদর্শন ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বিশ্বাসের গভীর সম্পর্ক আছে। যৌনতা আর যৌন পরিচয় শুধুমাত্র প্রজননের সঙ্গে যুক্ত নয়। আমাদের শরীর, জীবনদর্শন ও জীবনযাত্রায় আমাদের যৌনতা আর যৌন পরিচয় প্রতিফলিত হয়। আমাদের মেনে নিতে হবে যে মানুষের লিঙ্গ পরিচয়, যৌনতা ও যৌন পরিচয়ের বিবিধতা আছে। সেই বিবিধতাকে যথাযথ সম্মান আর স্বীকৃতি দিতে হবে। হতেই পারে যে এই বিবিধতা আমাদের বিশ্বাস / চিন্তাধারার সঙ্গে মেলে না কিন্তু তাই বলে এই বিবিধতাকে অস্বীকার বা অসম্মান যেন আমরা না করি। জীবনের এই বহুমাত্রিকতা সম্বন্ধে আমাদের আরও জানতে আর বুঝতে হবে।

এই কথাও মনে রাখা দরকার যে 'স্বীকৃত' যৌনতা নিয়েও সমাজে বহু ভুল ধারণা আছে যার ফলে আমাদের নিজেদের ও আমাদের যৌন সঙ্গীদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। এই ধারণাগুলি সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা করা দরকার এবং প্রয়োজনে ডাক্তার, কাউন্সেলার ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

পরের অধ্যায়ে সমতার সাথীরা নারী পুরুষের শরীর সম্পর্কে সচেতনতা নিয়ে বিস্তৃতভাবে জানবেন।

অনুশীলনগুলির উত্তর

গ) 1) একমত না 2) একমত না 3) একমত না
4) একমত না 5) একমত না 6) একমত না

5a. নারী পুরুষের শরীর সম্পর্কে সচেতনতা

এই অধ্যায়ে সমতার সাথীরা মানুষের শরীর সম্বন্ধে জানবেন আর বুঝতে পারবেন এই কথাগুলি জানা কেন প্রয়োজন। কিশোর অবস্থা থেকে আমাদের অবশ্যই জানা উচিত মানুষের শরীর কি রকমের এবং তাতে কি কি ধরনের পরিবর্তন হয়। শরীর আর তার পরিবর্তন অনুসারে কি ধরনের খাবার খাওয়া উচিত, নিজের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, যথোপযোগী ওষুধ আর প্রয়োজনীয় সম্পদ ইত্যাদি সম্বন্ধে ঠিকঠাক তথ্য ও সময়োপযোগী পরামর্শও দরকার। এবার শরীর সম্বন্ধে জানুন।

আমাদের দেশে খুবই পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় যে শরীরের কয়েকটি অঙ্গ সম্বন্ধে খোলাখুলিভাবে কথা বলা সমীচীন নয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে পুরুষরা নারীদের শরীর সম্বন্ধে আর নারীরা পুরুষদের শরীর সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানেন না। এর ফলে অনেকের মনেই শরীর ও তার ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা থাকে যা নারী ও পুরুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। যেমন– নারীরা মাসিকের সঙ্গে যুক্ত কথাবার্তা লুকিয়ে রাখেন আর পুরুষরা যৌনরোগ সম্বন্ধে সঠিক পরামর্শ নিতে ইতস্ততঃ করেন।

নারীদের শরীর কিছু ক্ষেত্রে পুরুষদের শরীরের থেকে আলাদা। নারীদের শরীরে স্তন, যোনি, গর্ভাশয়, ডিম্বাশয়, যোনিদ্বার, মূত্রদ্বার রয়েছে। 9 থেকে 16 বছরের মধ্যে মেয়েরা তাদের শরীরে পরিবর্তন অনুভব করে। কিছু মেয়ের শরীরে পরিবর্তন অন্য মেয়েদের চেয়ে আগে হতে পারে যেমন, খুব তাড়াতাড়ি লম্বা হয়ে যাওয়া। কিশোরাবস্থায় মেয়েদের স্তন বাড়ে এবং বগলে ও যোনির উপরে লোম গজায়। অনেকের মুখে ব্রণ ওঠে। এইগুলি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই হয়। এই বদলগুলি মেয়েদের শরীরের হরমোন, খাদ্যাভাস, বংশের ধাত ইত্যাদি অনুসারে হয়। অবশ্য এতে মেয়েটির আর্থসামাজিক পটভূমিও কিছু প্রভাব ফেলে। 17 / 18 বছরের মধ্যে মেয়েদের শরীর প্রাপ্তবয়স্ক নারী শরীরে পরিণত হয়। 9 থেকে 16 বছরের মধ্যে মেয়েদের মাসিক শুরু হয়। এরপরে মেয়েদের শরীরকে প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্তবয়স্ক বলা যায়।

পুরুষদের শরীরের বাইরে ডিম্বাশয় ঝুলে থাকে আর তার ভেতরে শুক্রাণু তৈরী হয়। 9 থেকে 15 বছরের মধ্যে ছেলেরা তাদের শরীরে পরিবর্তন অনুভব করে। কিছু ছেলের শরীরে পরিবর্তনগুলি অন্য ছেলেদের চেয়ে আগে হতে পারে যেমন, খুব তাড়াতাড়ি লম্বা হয়ে যাওয়া। কখনও লম্বায় বাড়ার আগে কিছু ছেলের ওজন বেড়ে যেতে থাকে। কিশোর বয়সে ছেলেদের গলা ভারী হতে থাকে আর শারীরিক শ্রমের ফলে মাংসপেশীগুলি মজবুত আর কাঁধ চওড়া হতে থাকে। মুখে,

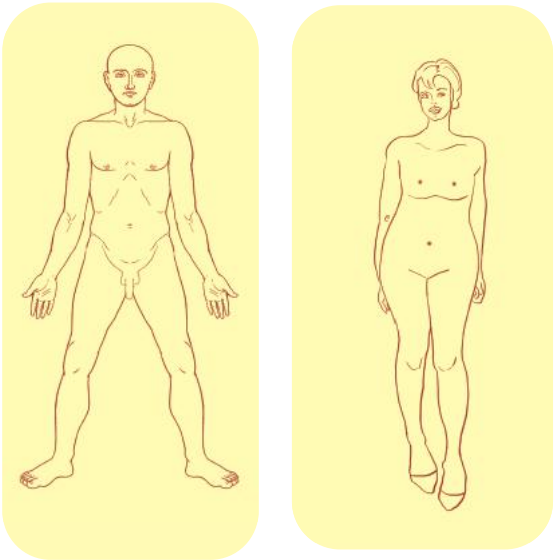

বগলে ও পায়ের মাঝে চুল গজায়। অনেকের মুখে ব্রণ ওঠে। এইগুলি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে হরমোনের জন্য হয়। 17 / 18 বছরের মধ্যে ছেলেদের শরীর প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের শরীরে পরিণত হয়।

বুঝতে হবে যে, পুরুষদের শরীরের থেকে নারীদের শরীর প্রকৃতিগতভাবে আলাদা। নারীদের শরীর মাসিক ও প্রজনন প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে যুক্ত এবং সেই কারণে মেয়েদের / নারীদের বিশেষভাবে স্বাস্থ্যের যত্নের প্রয়োজন আছে। সমাজের মূল্যবোধ, রীতিনীতি ইত্যাদির ফলে নারীদের শারীরিক অদল বদল, যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ইত্যাদি নিয়ে খোলাখুলিভাবে কথা বলতে নারীরা লজ্জা পান বা ইতস্ততঃ করেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের যৌন ও প্রজনন জীবন সামাজিক রীতিনীতির মধ্যেই বাঁধা থাকে। নারীদের স্বাস্থ্য, নারীদের উপর বিভিন্ন সামাজিক চাপের দ্বারা প্রভাবিত হয় যেমন, বাড়ির কাজের ভার, পুত্রসন্তান জন্ম দেওয়ার চাপ, সহজে স্বাস্থ্য পরিষেবা না পাওয়া, সকলের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা, হেনস্থা আর হিংসার শিকার হওয়া ইত্যাদি। পরিবার পরিকল্পনায়ও তারা তাদের স্বামীর সহযোগিতা পায় না এবং তা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। কিশোর অবস্থা থেকে আমাদের অবশ্যই জানা উচিত আমাদের শরীরে কি কি ধরনের পরিবর্তন হয়। শরীর আর তার পরিবর্তন সম্বন্ধে ভ্রান্তি দূর করা, পরিষ্কার ধারণা থাকা, বিভিন্ন সম্পদ সম্বন্ধে ঠিকঠাক তথ্য ও সময়োপযোগী পরামর্শ দরকার।

শরীর সম্বন্ধে জানার জন্য ধন্যবাদ। পরের অধ্যায়ে যৌনতা ও যৌন অধিকার সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

5b. যৌনতা ও যৌন পরিচয়ের অধিকার

এই অধ্যায়ে সমতার সাথীরা যৌনতা ও যৌন পরিচয়ের অধিকার সম্বন্ধে জানবেন।

আমাদের দেশে শুধুমাত্র এক ধরনের যৌন পরিচয়কে সম্মান দেওয়া হয়– নারী আর পুরুষের মধ্যে বিবাহ বন্ধন। এই সম্পর্কটিকেই স্বাভাবিক আর সম্মানজনক মনে করা হয় এবং এই সম্পর্কেও মনে করা হয় যে যৌনতার অধিকার শুধুমাত্র পুরুষের। নারীর যৌন ভূমিকা দেখা হয় বংশবৃদ্ধির কর্তব্যের নিরিখে। সমাজের বৈষম্যপূর্ণ দৃষ্টির নিরিখে নারী–পুরুষের সম্পর্ক, তাদের ভূমিকা আর পরিবারের ভূমিকা আর কর্তব্য তৈরী হয়ে আছে– এখানে সাম্যের কোনো জায়গা নেই। মনে রাখতে হবে যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিবারের চিত্র নারী–পুরুষের মধ্যে যৌন / বৈবাহিক সম্পর্ক আর সামাজিক লিঙ্গের ধারণার ভিত্তিতেই তৈরী হয়েছে। এই বৈবাহিক / পারিবারিক ব্যবস্থা পিতৃতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছে। পিতৃতন্ত্র রয়েছে কারণ নারী আর পুরুষেরা নারীত্ব আর পৌরুষের ধারণা অনুযায়ী পরিবার আর সমাজে তাঁদের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। ব্যক্তিরা যখন এই পরিচিত ব্যবস্থার বিকল্প কিছু চান আর করেন, তাঁদের সমাজ–সংস্কৃতি বিরোধী মনে করা হয়। এই ব্যক্তিদের বিকল্প পারিবারিক সম্পর্কগুলিকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র স্বীকার করতে চায় না এবং 'বিদেশী' / 'পশ্চিমী' আখ্যা দিয়ে দেয়। বিকল্প যৌন বিশ্বাসের ব্যক্তিদের যখন অস্বীকার করা অসম্ভব হয়ে ওঠে তখন তাদের বিভিন্নভাবে শাস্তি দেওয়া হয় যার ফলে তাদের জীবন দুষ্কর হয়ে ওঠে।

বিগত কয়েক দশক ধরে ভারতে বিকল্প যৌনতার অধিকারের দাবি উঠেছে। এই দাবি তুলেছেন লেসবিয়ান নারীরা অর্থাৎ যে নারীরা নারীদের প্রতি আকর্ষিত, গে পুরুষেরা অর্থাৎ যে পুরুষরা পুরুষদের প্রতি আকর্ষিত, বাইসেক্সুয়াল ব্যক্তিরা, যারা নারী–পুরুষ উভয়ের প্রতি আকর্ষিত এবং ট্রান্স ব্যক্তিরা, যারা নিজেদের সাবেকি নারী–পুরুষ পরিচয়ের বাইরে রাখেন। বিকল্প লিঙ্গ পরিচয় ও যৌন পরিচয়ের নানান মানুষ, যাদের সকলের নাম হয়তো এখানে উল্লেখ করা হয় নি, সকলে মিলে বিকল্প লিঙ্গ পরিচয় ও যৌন পরিচয়ের মানুষদের জন্য হিংসামুক্ত, ভয়মুক্ত, সম্মানজনক জীবন আর আইনগত অধিকার চাইছেন।

বিকল্প যৌন অধিকার মানবাধিকার। বিকল্প যৌন জীবনকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পছন্দ বলে সীমিত রাখলে চলবে না। যৌন অধিকার কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার কারণ অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিদের তাদের যৌন পছন্দ বদলানোর জন্য বাধ্য করা হয়। এছাড়াও বিকল্প যৌনজীবনের জন্য ব্যক্তিদের সামাজিক এবং আইনীভাবে শাস্তিও দেওয়া হয়। এইভাবে আক্রান্ত হলে ব্যক্তির জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক অস্বীকার করা হয়। বিকল্প যৌন জীবনের স্বীকৃতি না পেলে এই ব্যক্তিদের সম্মান

ও ব্যক্তিত্বে গুরুতর আঘাত লাগে। মানুষের যৌন অধিকারকে স্বীকৃতি না দেওয়া, তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার সমান – এর ফলে একজন ব্যক্তি নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে আক্রান্ত মনে করে।

ইচ্ছুক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের মধ্যে সমকামী যৌন সম্পর্ককে অপরাধ বলা মানবাধিকার লঙ্ঘন। সমকামী মানুষ তাঁরা, যাঁরা নিজের লিঙ্গের মানুষের প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করেন অর্থাৎ পুরুষরা পুরুষদের প্রতি আর নারীরা নারীদের প্রতি। এই ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষে কিন্তু সামাজিকভাবে নারীরা নারীদের সঙ্গে এবং পুরুষরা পুরুষদের সঙ্গে সময় কাটান। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই নিজেদের যৌনতার সঙ্গে এই পছন্দের কোনো যোগ দেখেন না আর নিজেদের সমকামী ভাবেন না।

অনেকেই আজকাল মনে করেন যে যৌন আকর্ষণকে সমকামিতা আর বিসমকামিতার দুটি বিন্দু হিসাবে না দেখে আকর্ষণের একটি পরিসর হিসাবে দেখা দরকার। যৌন আকর্ষণ সম্বন্ধে আমাদের জানা / বোঝা যত বাড়ছে ততই বোঝা যাচ্ছে যে খুব অল্প সংখ্যক মানুষই সম্পূর্ণভাবে সমকামী বা বিসমকামী। অন্যরা সকলেই যৌনতার পরিসরে বিভিন্ন জায়গায় বিচরণ করেন। তবে অধিকাংশ মানুষ নিজেদের পরিচয় ও জীবনযাত্রা বিসমকামী বলেন কারণ সেই পরিচয় সামাজিক স্বীকৃতি আর মর্যাদা পায়।

সমকামিতা মানুষের বৈশিষ্ট্য আর তার সঙ্গে তার জাতীয়তা / নাগরিকত্বের কোনও যোগ নেই। সমকামী সম্পর্ক পৃথিবীর ইতিহাসে খুব পুরোনো। প্রাচীন সাহিত্যেও সমকামী সম্পর্কের বর্ণনা পাওয়া যায়, যেমন কামসূত্র। খাজুরাহোর মত পুরোনো স্থাপত্যেও সমকামী সম্পর্কের স্বীকৃতি আছে। খৃষ্টপূর্ব 1500 বছর থেকে জানা যায় যে হারেমে হিজড়া এবং যুবকরা থাকতেন।

নারী–পুরুষ উভয়েই বিভিন্ন ধরনের যৌন আকর্ষণ অনুভব করতে পারেন। জীবনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের প্রতি একজন আকৃষ্ট হতে পারেন। এবং এখন বোঝা যাচ্ছে যে প্রায় প্রত্যেকেই কখনও না কখনও সমলিঙ্গের মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই ধরনের আকর্ষণ অত্যন্ত স্বাভাবিক। (সূত্র ঃ নাজ ফাউন্ডেশন গাইড)

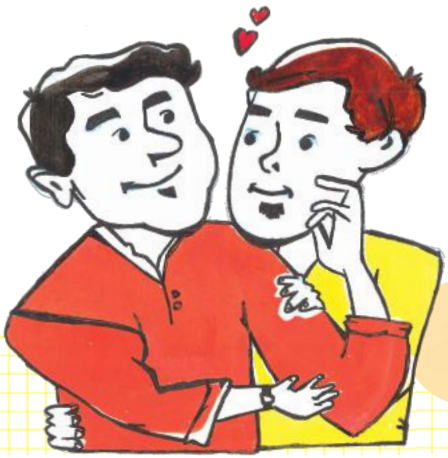

বিভিন্ন যৌন / লিঙ্গ পরিচয়ের সংজ্ঞা ঃ

গে ঃ সমকামী পুরুষ । অনেকে সমকামী অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত।

হিজড়া (ইউনাক) ঃ এমন পুরুষ যাদের অন্ডকোষ নেই– জন্মগত হতে পারে বা তাঁরা অন্ডকোষ কাটিয়ে নিয়েছেন যাতে পুরুষের জৈবিক লক্ষণ প্রকাশ না পায়। পুরুষ হরমোন কম থাকার দরুণ অনেক 'মেয়েলি' লক্ষণ প্রকাশ পায় যেমন মিহি গলা, দাড়ি না গজানো।কিছু কিছু দেশে হারেমের নারীদের উপর নজর রাখার জন্য হিজড়াদের রাখা হত। হিজড়ারা নিজেদের নারী মনে করেন এবং নারীদের মতন সাজগোজ আর আচরণ করেন। ভারতীয় সমাজে হিজড়াদের ঘৃণা ও ভয় করা হয়। তাঁদের উপার্জনের সুযোগ দেওয়া হয় না বলে তাঁরা ভিক্ষা করেন।

MSM (men who have sex with men) ঃ যে পুরুষরা অন্য পুরুষদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রাখেন কিন্তু নিজেদের সমকামী বলে পরিচয় দেন না। এঁদের মধ্যে অনেকেই বিবাহিত এবং অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে আছেন।

কোথী ঃ সেই পুরুষ, যাঁরা সমকামী সম্পর্কে নিজেদের নারী হিসাবে দেখেন।

পন্থী ঃ সেই পুরুষ, যাঁরা সমকামী সম্পর্কে নিজেদের পুরুষ হিসাবে দেখেন। তবে অনেক পন্থী নিজেদের সমকামী বলে পরিচয় দেন না।

লেসবিয়ান ঃ সমকামী নারী।

ট্রান্সভেস্টিজ ঃ যারা বিপরীত লিঙ্গের পোশাক ও সাজগোজ এর প্রতি আকর্ষণবোধ করেন এবং তার মাধ্যমে যৌন আনন্দ লাভ করেন।

রূপান্তরকামী মানুষ (ট্রান্স সেক্সুয়াল) ঃ নিজের জন্মপরিচয়ের লিঙ্গের চেয়ে অন্য লিঙ্গ নিতে চান। অনেক ধরনের রূপান্তরকামী মানুষ আছেন যেমন– কেউ নারী থেকে পুরুষ হতে চান, কেউ পুরুষ থেকে নারী, কেউবা নারী পুরুষ এই দ্বৈতের বাইরে থাকতে চান। বিভিন্ন ধরনের রূপান্তরকামী মানুষদের সামগ্রিক পরিচয় ট্রান্স সেক্সুয়াল।

যৌনতার অধিকারের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে ঃ

নিজের শরীরের প্রতি নিয়ন্ত্রণ (Bodily Integrity) ঃ নিজের শরীরকে আমি রক্ষা আর নিয়ন্ত্রণ করব। তার মানে লিঙ্গ বা যৌন পরিচয় নির্বিশেষে আমি নিজের শরীরকে ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারি আর আনন্দ চাইতে পারি।

স্বাধীকার (Personhood) ঃ আমি নিজের শরীর সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেব।

সাম্য (Equality) ঃ সকল মানুষের সমান অধিকার আছে আর বয়স, জাতি, লিঙ্গ, বর্ণ, ধর্ম, যৌন পরিচয়, প্রতিবন্ধকতা ও অন্যান্য কারণে বৈষম্য করা যাবে না।

বিভিন্নতা (Diversity) ঃ মানুষের মধ্যে লিঙ্গ পরিচয় আর যৌনতার বিভিন্নতা রয়েছে। সেই বিভিন্নতাকে স্বীকার আর শ্রদ্ধা করতে হবে।

এই নীতিগুলি মনে রাখলে, লিঙ্গ পরিচয় আর যৌনতার কারণে মানুষের উপর হিংসা বন্ধ করা যাবে।

সমতার সাথীরা লিঙ্গ সাম্যের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরী করুন

নিজের দলে কিভাবে যৌনতা ও যৌন পরিচয়ের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়াবেন? লিখুন।

দলে যৌনতা ও যৌন পরিচয়ের অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন? লিখুন।

অসুবিধা কে কি করে অতিক্রম করলেন? লিখুন।

পরের অধ্যায়ে কম বয়সে বিয়ে আর নিজের জীবনসঙ্গী বাছার অধিকার সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

5c. কম বয়সে বিয়ে আর নিজের জীবনসঙ্গী বাছার অধিকার

আমাদের দেশে 18 বছর বা তার বেশি বয়সের নারী এবং 21 বছর বা তার বেশি বয়সের পুরুষের কিন্তু নিজের জীবনসঙ্গী বাছার অধিকার আছে। যে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নারী বা পুরুষের নিজের জীবনসঙ্গী বাছার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা যায় না বা তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায় না। প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ কিন্তু জাতি, বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ নির্বিশেষে নিজের জীবনসঙ্গী বেছে নিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও বর্ণ (জাত-পাত) আর ধর্ম নিয়ে প্রেমিক প্রেমিকাদের উপর হিংসার ঘটনা হয়। দেখা যায় যে এইরকম ঘটনার সময় পুলিশও সংবিধান বিরোধী কাজ করে। বোঝাই যাচ্ছে যে এই বিষয়ে সামাজিক মনোভাব পাল্টানো খুবই জরুরী।

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন ২০০৬ অনুসারে 18 বছরের কম বয়সের নারী অথবা 21 বছরের কম বয়সের পুরুষ বিয়ে করতে পারে না। আইনটি লঙ্ঘন করলে শাস্তি হবে। বাল্য বিবাহ সম্বন্ধে পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট অথবা সরকারী আধিকারিকদের কাছে নালিশ করা যায়। তবে আমাদের দেশে বিয়ের ন্যায্য বয়সের আগে এখনও বিয়ে হয়। ছোট বয়সে বিয়ে হওয়ার ফলে মেয়েদের স্কুল যাওয়া এবং লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় আর তার ফলে উন্নতিতে বাধা পড়ে। তাড়াতড়ি বাচ্চা হওয়ার ফলে মেয়েদের শরীরের ক্ষতি হয় এমনকি তাদের অকালমৃত্যুও হয়।

সমাজের চিন্তাধারা ইত্যাদি প্রত্যেকের জীবনে প্রভাব ফেলে। কট্টর সামাজিক ও ধার্মিক বিশ্বাস, সাবেকি চিন্তাধারা, জাতিবাদ, শ্রেণীবিদ্বেষ ইত্যাদি বাল্যবিবাহকে জিইয়ে রাখে এবং এই প্রথার প্রভাব খুব বেশি করে গরিব বঞ্চিত গোষ্ঠী এবং মেয়ে আর নারীদের উপর পড়ে। ছোট বয়সে বিয়ে হওয়ার ফলে মেয়েদের স্কুল যাওয়া এবং লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি বাচ্চা হওয়ার ফলে মেয়েদের শরীরের ক্ষতি হয়, মা ও বাচ্চা দুজনেই অপুষ্টিতে ভোগে, তারা লিঙ্গ বৈষম্য ও হিংসার শিকার হয়। এর সাথে রয়েছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার গাফিলতি, গ্রাহকদের প্রতি বৈষম্য, সময়মত পরিষেবা না পাওয়া, অন্যায়ভাবে পয়সা নেওয়া ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে যে স্বাস্থ্য পরিষেবার গুণগত মান নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। বিভিন্ন কারণে বহু গর্ভবতী নারী যথাযথ সময় স্বাস্থ্য পরিষেবা পান না।

আপনারা লিঙ্গ সাম্যের জন্য পরিকল্পনা করুন।

নিজের জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে আপনি নিজের পরিবারে কি করতে পারেন? লিখুন।

কম বয়সে বিয়ে বন্ধ করতে আপনি নিজের পরিবারে কি করতে পারেন? লিখুন।

নিজের জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে আপনি নিজের দলে কি করতে পারেন? লিখুন।

কম বয়সে বিয়ে বন্ধ করতে আপনি নিজের দলে কি করতে পারেন? লিখুন।

আপনি যখন নিজের জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার কাজ করেছেন অথবা কম বয়সে বিয়ে বন্ধ করতে গেছেন তখন আপনার কি কি অসুবিধা হয়েছে?

এই কাজগুলির অবশেষে কি পরিণাম হয়েছে?

পরের অধ্যায়ে যৌন অধিকার ও তার সম্বন্ধে কিছু ভুল ধারণা নিয়ে বিস্তৃতভাবে জানবেন।

5d. যৌন অধিকার ও তার সম্বন্ধে কিছু ভুল ধারণা

এই অধ্যায়ে আপনারা যৌন অধিকার সংক্রান্ত ভুল ধারণা সম্বন্ধে জানতে পারবেন। এই ধারণাগুলি বহু মানুষের মধ্যেই বিরাজ করে এবং তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে।

বহু পুরুষই নিজের যৌনতা নিয়ে বহু ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। অনেক সময়েই কিন্তু পুরুষরা যৌনরোগ, সন্তান না হওয়া, যৌন সংক্রমণ, পুরুষদের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য পান না। হাকিম, কোয়াক ডাক্তার, বিভিন্ন কোম্পানি এবং অন্যান্যরা লাভ করার জন্য, কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছাড়াই যৌন অসুবিধা / রোগের জন্য বাজারে নানান ওষুধ, যন্ত্রপাতি, পর্ণোগ্রাফিক ফিল্ম, বই ইত্যাদি বিক্রি করে। এর ফলে পুরুষ, বিশেষতঃ যুবকরা ভুল তথ্যের ফলে ভীত হয়ে যায়। আবার ভুল তথ্য দিয়ে লেখা বই, ফিল্ম ইত্যাদি পুরুষদের হিংসাত্মক যৌন ব্যবহারে প্ররোচিত করে। পুরুষদের স্বাস্থ্যের জন্য আর লিঙ্গ সাম্যের জন্য যৌনতা সম্বন্ধে গঠনমূলক কাজ করা নিশ্চয়ই প্রয়োজন।

মনে রাখতে হবে যে সুস্থ যৌনজীবনের অধিকার মানবিক অধিকার আর স্বাস্থ্যের অধিকারের অন্তর্গত। যৌন অধিকার বলতে আমরা বুঝি নিজেদের পছন্দমত সঙ্গী বেছে তার সঙ্গে সাম্যের ভিত্তিতে হিংসাবিহীন আনন্দপূর্ণ জীবন। প্রয়োজনমত তথ্য ও স্বাস্থ্যসেবা পাওয়াও এই অধিকারের মধ্যেই পড়ে।

ভ্রান্তিকর ব্যবসা

বাজার ব্যবস্থার ফল সকলের জীবনেই পড়ছে। অনেক বিজ্ঞাপন তৈরী হয় যেগুলির কোনো তথ্যের ভিত্তি নেই। যুবক / যুবতী ও বাচ্চাদের স্বাস্থ্য সমস্যা এমন করে সেই বিজ্ঞাপনগুলিতে দেখানো হয় যার সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কোনও সম্পর্ক নেই। বাজারীকরণের ফলে অনেকেই মানুষকে ঠকিয়ে লাভ করতে চায় আর তাই তারা সুপরিকল্পিতভাবে যৌন সমস্যার জন্য নানান ওষুধ, টনিক, চূর্ণ, ইঞ্জেকশন ইত্যাদি বিক্রী করে। যেহেতু বাজারে নারীদের চেয়ে পুরুষদের চলাচল ও নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশী তাই এই জিনিসগুলি পুরুষদের কাছে সহজেই পৌঁছে যায় ফলে নারীদের জীবনে ঝুঁকি বেড়ে যায় আর ক্ষতি হয়। এই জিনিসগুলি পৌরুষ সম্বন্ধে যে ভ্রান্তিকর ধারণাগুলি প্রচার করছে তার জেরও নারীদের জীবনে পড়ে।

বিজ্ঞাপনের লোভ দেখানো ভাষা

- চট করে কাজ করে, ফল না পেলে পয়সা ফেরত, একটা ক্যাপ্সুলই যথেষ্ট ।
- পৌরুষ বাড়ানোর চূর্ণ– অভিজ্ঞ পন্ডিতের তত্ত্বাবধানে দুর্লভ শিকড় বাকড় দিয়ে তৈরী। অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফল–হর্স পাওয়ার ইঞ্জেকশন।
- লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ বিশ্বাস করেন তাই আপনিও কিনুন।
- চিরকাল যুবক থাকার চূর্ণ, এই সুযোগ হারালে পস্তাবেন।

ভ্রান্তি ছড়ানো আর ভয় দেখানোর বিজ্ঞাপন

- আমাদের কথা বিশ্বাস না করলে বোঝা যাবে যে আপনি নিজের জীবনকে ভালোবাসেন না।
- এই লক্ষণগুলি দেখা দিয়েছে? তাহলে আপনার কঠিন অসুখ করেছে।
- একটা ছোট্ট ভুল করে কোটি কোটি মানুষ হতাসায় ভুগছেন।
- আমাদের কথা না মানলে আপনি আপনার সঙ্গীকে (স্ত্রীকে) ঠকাচ্ছেন।
- যারা আমাদের কথাকে গুরুত্ব দেয় নি তারা যৌবনেই বুড়ো হয়ে গেছে।

ভ্রান্ত ধারণা

পৌরুষ, যৌনতা আর লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে বহু ভ্রান্ত ধারণা আছে যেমন, হস্তমৈথুন করলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, স্বপ্নদোষ একটি অসুখ, পুরুষাঙ্গ বা শিশ্ন বড় হওয়া উচিত, যৌন সংসর্গে পুরুষের শক্তিশালী হওয়া উচিত, যৌন সম্পর্কের ইচ্ছা শুধু পুরুষেরই প্রকাশ করা উচিত, যৌন সম্পর্কের জন্য নারী সঙ্গীর উপর জোর খাটালে পুরুষ আনন্দ পায় এবং নারীদের না বলাতে হ্যাঁ লুকিয়ে থাকে। নারীত্বের সম্বন্ধেও অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাস সমাজে আছে যেমন, নারীদের যৌন সম্পর্কের ইচ্ছা প্রকাশ করা উচিত নয়, হাইমেন ছিঁড়লেই বোঝা যায় যে এই নারীর আগে কোন যৌন সম্পর্ক হয় নি, মাসিকের দিনগুলিতে মেয়েরা / নারীরা অপবিত্র ইত্যাদি। এইসব ধারণা নারী, পুরুষ এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর।

আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে যৌনতা, যৌন পরিচয় ও লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে বহু ভ্রান্ত ধারণা সমাজে প্রচলিত আছে। এই ভ্রান্ত ধারণার প্রভাব নারী, পুরুষ ও ভিন্ন লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষদের স্বাস্থ্যের উপর পড়ে। স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলিও যে এই ধারণাগুলি দ্বারা প্রভাবিত নয় তা বলা যায় না। সমাজের এই ধারণাগুলি দেশের প্রতিটা জায়গায় নানাভাবে প্রকাশ পায়। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস আর ধারণা মানুষকে বিপদের দিকে ঠেলে দেয়।

সমতার সাথীরা লিঙ্গ সাম্যের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরী করুন

যৌন অধিকার / যৌনতা নিয়ে কি কি ভুল ধারণার কথা আপনারা জানেন?

যৌন অধিকার / যৌনতা নিয়ে ভুল ভ্রান্তি দূর করার জন্য আপনি কি করতে পারেন?

এইবারে সমতার সাথীরা 'এক সাথে' অভিযানের শপথ নেবেন। এই শপথ অনুযায়ী কাজ করলে অন্যরাও প্রভাবিত হয়ে লিঙ্গ সাম্যের কাজে যোগ দেবেন। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানালাম।

সমতার সাথীদের সংকল্প

আমি একজন সমতার সাথী। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে –

1. সন্তান পালনের ক্ষেত্রে আমি ছেলে আর মেয়ের মধ্যে কোনো বৈষম্য করব না। সন্তানদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী করে তাদের ভাবনাচিন্তা বুঝব আর তাদের স্বপ্নপূরণ করতে তাদের পাশে দাঁড়াব।

2. বাড়ির মেয়েদের পাশে দাঁড়াব যাতে তারা নিজেদের ইচ্ছামতন লেখাপড়া করে আত্মনির্ভর হতে পারে।

3. বাড়ির কাজ করার দায়িত্ব নেব যাতে বাড়ির মেয়েরা / নারীরা বাড়ির বাইরে বেরোনোর সুযোগ পান। তাদের উপর নিষেধাজ্ঞাগুলিরও প্রতিবাদ করব।

4. ছোট বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেব না আর নিজের পাড়া আর অন্যান্য জায়গাতেও নাবালিকা বিয়ের বিরোধিতা করব।

5. আমার স্ত্রী যেন সম্পত্তিতে তাঁর অধিকার পান সেই ব্যবস্থা করব। আমাদের নিজেদের সম্পত্তি আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করব।

6. নিজের বাড়িতে এমন পরিবেশ তৈরী করব যেখানে মেয়েরা আর নারীরা নিজেদের মনের কথা বলতে পারেন।

7. এমন ভাষা ব্যবহার করব না যাতে মেয়েদের / নারীদের ছোট করা হয়।

8. স্ত্রীর সঙ্গে সাম্যের সম্পর্ক গড়ব। কখনওই স্ত্রীকে মারধোর বা গালিগালাজ করব না।

9. রাস্তায় মেয়েদের / নারীদের হেনস্থা করব না। এই ধরনের আচরণের প্রতিবাদ করব আর এমন কাজ করব যাতে রাস্তাঘাটে মেয়েরা / নারীরা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারেন।

10. মেয়েদের / নারীদের আর বাচ্চাদের প্রতি হিংসাত্মক ব্যবহার করব না। জীবনের সব ক্ষেত্রেই হিংসার প্রতিবাদ করব।

সমতার সাথীর নাম **সমতার সাথীর সই**

ঠিকানা

ফোন নম্বর